চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 46 Sunday, 15 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা ❋ ৩০ পৌষ, ১৪২৯, রবিবার, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মমতা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য অমর্ত্য সেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। না, কোনও তৃণমূল নেতা নন, এই মন্তব্য করছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে অমর্ত্য সেনের আরও মন্তব্য করেন, যদি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যদি বিজেপি পরাজিত হয়, তাহলে বড় ভূমিকা থাকবে আঞ্চলিক দলগুলির। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনই বললেন তিনি। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের কথায়, যদি মনে করা হয় ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন বিজেপির জন্য ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার মতো হবে, তাহলে তা খুব ভুল হবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বেশ কিছু আঞ্চলিক দলের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করছেন অমর্ত্য সেন। ৯০ বছর বয়সি নোবলজয়ী অর্থনীতিবিদের কথায়, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষমতা থাকলেও, বিজেপির বিরুদ্ধে আমজনতার তৈরি হওয়া হতাশা নিজের দিকে টানতে পারেন কি না, সেটি এখনও তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ডিএমকে, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টির মতো আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকাও

যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছেন তিনি। প্রসঙ্গত, এনসিপি, জেডিইউ সহ বেশ কিছু আঞ্চলিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনে লড়ার পথে এগোচ্ছে। তারা দাবি করছে, ভোট যদি দ্বিমুখী হয়, তাহলে বিজেপিকে হারানো কঠিন হবে না। অমর্ত্য সেনের কথায়, বিজেপিকে যথেষ্ট শক্তিশালী দেখালেও, তাদেরও কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যদি প্রকৃত অর্থে চেষ্টা করে, তাহলে লড়াইয়ের ময়দান তারাও পাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন কি না, সেই বিষয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এমন নয় যে তাঁর ক্ষমতা নেই, অবশ্যই তাঁর সেই ক্ষমতা রয়েছে। তবে একইসঙ্গে এটাও প্রমাণ হওয়া বাকি, বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের হতাশাকে তিনি নিজের দিকে টানতে পারেন কি না। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় ফেডারাল ফ্রন্ট নিয়ে জোর চর্চা হয়েছিল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, টিআরএসের কে চন্দ্রশেখর রাও, আম আদমি পার্টির অরবিন্দ কেজরীবালরা মিলে এই ফ্রন্ট গঠন করেছিলেন। সেই বছরের জানুয়ারিতে আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের নিয়ে কলকাতায় একটি মেগা সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেখানে, দেবেগৌড়া, কেজরীবাল, অখিলেশ, স্টালিন, শহর পাওয়ার, অমর আবদুল্লাহ, ফারুক আবদুল্লারা উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল সুপ্রিমোর দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলে মন্তব্য করলেও কংগ্রেসের বর্তমান হালচাল নিয়ে বেশ হতাশা উঠে এসেছে অমর্ত্য সেনের কথায়। বললেন, ''দেখে মনে হচ্ছে কংগ্রেস অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আমি জানি না কেউ কংগ্রেসের উপর কতটা ভরসা রাখতে পারে। তবে এও ঠিক, কংগ্রেসের একটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা অন্য কোনও দল দখল করে নিতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে অনেক ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে।''

শুভেন্দুর অভিযোগেই বাংলায় মিড ডে মিল দেখতে কেন্দ্রীয় টিম

জানালেন মোদির শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ বাংলার সরকার ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল কেমন চলছে তা দেখতে টিম পাঠাচ্ছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। শুক্রবার এই খবর লেখা হয়েছিল। শনিবার কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কেন দিল্লি বিশেষজ্ঞ টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন বিজেপি রাজ্য দফতরে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ''সম্প্রতি জাতীয় স্তরের বেশ কিছু সংবাদপত্রে বাংলার মিড ডে মিল প্রকল্প নিয়ে নানান অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। তা ছাড়া বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বেশ কিছু তথ্য ভারত সরকারের গোচরে এনেছিলেন। তারপরেই কেন্দ্রীয় সরকার এই বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'' কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, মিড ডে মিল সংক্রান্ত বিষয়ে আগে থেকেই বাংলার সরকারের সঙ্গে দিল্লির কথাবার্তা চলছিল। তারমধ্যে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, শুভেন্দুর অভিযোগ-একসঙ্গে হওয়ার পড়ে টিম পাঠাচ্ছে দিল্লি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের কথায়, ''মিড ডে মিলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্কুল পড়ুয়াদের দৈহিক বৃদ্ধি। যা সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধিক বৃদ্ধিকেও প্রভাবিত করে। সেই কারণেই বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'' পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এরমধ্যে যেমন প্রশাসনিক দিক রয়েছে তাঁর

চেয়েও বেশি রয়েছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের মতে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কথায় আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই দেখছে দিল্লি। সেই টিম এসে মিড ডে মিলের অর্থ বরাদ্দ, খাবারের গুণমান, রাঁধুনিদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি প্রভৃতি একাধিক খুঁটিনাটি বিষয় দেখবেন। তারপর রিপোর্ট যাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের কাছে। প্রসঙ্গত এর আগে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ তুলেছিলেন, মিড ডে মিল এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ফান্ডের টাকা রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গেও এদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ''শুভেন্দু অধিকারী অনেকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রকে জানিয়েছেন। তাছাড়াও আরও অনেক তথ্য এসেছে। যখন রাজ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি আসবে, তখন কমিটির সদস্যরা সেই সব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবেন। রাজ্য সরকারের আধিকারিকরাও সঙ্গে থাকবেন। কমিটি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পর কেন্দ্রকে রিপোর্ট জমা দেবে এবং তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' অনেকের বক্তব্য, শুভেন্দুর অভিযোগের জন্যই ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার মতো প্রকল্পে কেন্দ্রের টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যার কর্মসংস্থান ও মাথা গোঁজার ঠাঁই পেতে বিড়ম্বনায় রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ। এবার মিড ডে মিলেও যদি তেমন হয় তাহলে তাঁর অভিঘাত পৌঁছে যাবে ক্লাসরুম পর্যন্ত। তৃণমূল এ ব্যাপারে স্পষ্টই বলছে, শুভেন্দু বাংলায় কৃত্রিম মহামারী তৈরির চেষ্টা করছেন। ভুয়ো অভিযোগ তুলে টাকাবন্ধের আর্জি জানাচ্ছেন আর কেন্দ্রীয় সরকার সেসব মেনেও নিচ্ছে। আসলে রাজ্যের মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এরপর যদি শুভেন্দু-সহ বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ আছড়ে পড়ে তাঁর জন্য তৃণমূল দায়ী থাকবে না।

শিক্ষক নিয়োগে ভুয়ো ওয়েবসাইট!

তাপসের তথ্যে কোটি কোটি টাকার খেলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ নিত্য নতুন নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ। এক একদিন এক একটা ছবি সামনে উঠে আসছে। এবার সেই অভিযোগের তালিকায় নয়া সংযোজন। চাকরির টোপ দিয়ে টাকা তুলতে ওয়েবসাইট খোলার অভিযোগ উঠল। চাকরি হয়েছে টাকার বিনিময়ে, এই অভিযোগ নতুন নয়। চাকরির টোপ দিয়ে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ উঠল। প্রার্থীদের আশ্বস্ত করতে ফেক ওয়েবসাইটও তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ। যাঁরা টাকা দিতেন, সেই ওয়েবসাইটে এম্প্যানেলড হয়ে নাম উঠে যেত মণ্ডল লাগাতার নথি দিচ্ছেন সিবিআইকে। তাতেই দুর্নীতির পেঁয়াজের খোসা খুলছে। সম্প্রতি তাপস মণ্ডল দাবি করেন, প্রথমে ৩২৫ জনের তালিকা তৈরি হয়। তাঁদের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা করে দাবি করা হয়। তাপস বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে তাঁকে বলা হয়েছিল, সবাইকে আদালতে কেস করিয়ে পাশ করিয়ে দেবে। তার জন্য ক্যান্ডিডেট পিছু ১ লক্ষ টাকা দিতে হবে। তাপস মণ্ডলের বক্তব্য ছিল, ওই ৩২৫ জন ক্যান্ডিডেট ৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা দিয়েছিল। সবাইকে ও পাশও করিয়েছিল। এ বিষয়ে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম

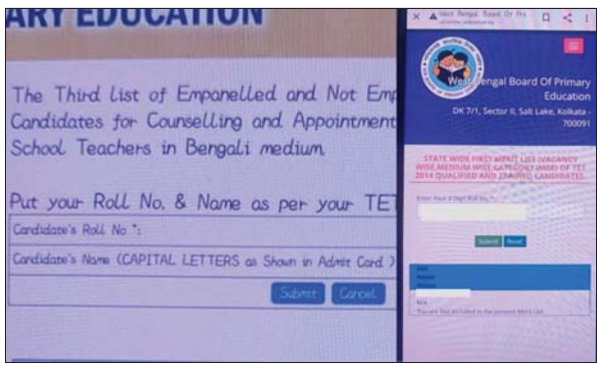

তাঁদের। এভাবেই ভুল বুঝিয়ে চাকরির নামে কোটি কোটি টাকা ঢুকেছে এজেন্টদের পকেটে। ইতিমধ্যেই তাপস মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুই এজেন্টের নামও উঠে এসেছে। কয়েকদিন আগে মালদায় ধরা পড়েন ভুয়ো নিয়োগপত্র-সহ চাকরিরত এক শিক্ষক। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ভুয়ো সার্টিফিকেটও তৈরি করা হয়েছে? দুর্নীতির অভিযোগের পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। সূত্রের খবর, এই ঘটনার তথ্য প্রমাণ সিবিআই আধিকারিকরাও হাতে পেয়েছেন। সূত্রের দাবি, যাঁরা টাকা তুলতেন তাঁরা একটা ডায়েরিতে নাম-সহ সই করে রাখতেন। আর এভাবেই চলত পকেট ভরার কাজ। তাপস বলেন, বহুস্তরীয় দুর্নীতি হয়েছে। একদম ফর্ম ফিলআপের পর্যায় থেকে দুর্নীতি শুরু হয়। এখন তো শুনছেন ওয়েবসাইটের কথা। আরও অনেক কিছুই দেখতে পাবেন। কেউ তো ভাবতেই পারেনি সাদা ওএমআর শিট জমা পড়েছে। তাতেও পরীক্ষার্থী নম্বর পেয়ে গিয়েছেন। প্রাথমিক এডুকেশনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগই তো টেট ২০১৪'র একটা ওএমআর শিট রাখেনি। শুধু তাই নয়, ওএমআর শিটের স্ক্যান কপিও রাখেনি। ডিজিটাল কপি রেখেছে। যার পরিবর্তন যে কোনও সময় সম্ভব। পরিকল্পিত দুর্নীতি করবে বলেই একের পর এক পন্থা নিয়েছে। সময় এসেছে প্রত্যেক দোষীকে শাস্তি দেওয়ার।

ভুয়ো কললেটার নিয়ে পর্ষদে হাজির ইন্টারভিউ দিতে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ ভুয়ো কললেটার নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে ইন্টারভিউ দিতে হাজির চাকরিপ্রার্থী। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে হইহই কাণ্ড শনিবার। অভিযুক্তের নাম প্রীতম ঘোষ। অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে নাম ছিল না প্রীতমের। অথচ কললেটার নিয়ে শনিবার ইন্টারভিউ দিতে চলে আসেন তিনি। সূত্রের খবর, পর্ষদের নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে জানতে চান, তাঁর নাম কখন ডাকা হবে। এরপরই তালিকা মিলিয়ে দেখা যায় কোথাও তাঁর নাম নেই। সিস্টেমে চেক করেও পাওয়া যায়নি নম্বর। করেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের বাসিন্দা প্রীতম ঘোষ। কললেটার যাচাই করে দেখা যায় সেটি ভুয়ো। এরপরই তাঁকে আটকে তাঁর সঙ্গে আসা মেসোমশাইকে আসল অ্যাডমিট কার্ড দেখাতে বলেন। তখন ওই ব্যক্তি জানান, পাড়ার এক কাকার কাছে সেটি আছে। তিনিও এখানেই ছিলেন বলে পর্ষদ সূত্রে খবর। তাঁকেও ডেকেও আনা হয়। এরপর সামনে আসে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার বিষয়টি। সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকার বলেন, ''১১টা ১৫ নাগাদ একজন ক্যান্ডিডেট আসে। মেইন গেটেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে।

তাতেই সন্দেহ হয়। এরপর দেখা যায় কললেটারটিই ভুয়ো। ওই চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে আরও ২ জন ছিলেন। বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ তিনজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রীতম ঘোষের পাড়ার পরিচিত এক কাকার কাছ থেকে তিনি ইন্টারভিউ লেটার পেয়েছিলেন। ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে এই কললেটার তিনি পান বলেও সূত্রের দাবি। শনিবার টেটের চতুর্থ দফার ইন্টারভিউ চলছিল পর্ষদে। প্রায় ৪৫০ জনকে এদিন ডাকা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁদের সঙ্গেই পর্ষদ অফিসে প্রবেশ নিরাপত্তারক্ষী দেখেন, যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ওই কাগজে আছে তার সঙ্গে আমাদেরটা মিলছে না। আজ যাদের ডেকেছি তাদের মধ্যে ওর নাম নেই। তারপরই সন্দেহ হয়। আজ দক্ষিণ দিনাজপুরের চাকরি প্রার্থীদের ডাকা হয়েছে। তাদের ডেটাবেস ঘেঁটে দেখা গেল প্রীতম ঘোষ কেউ নেই। সন্দেহ তাতে জোরাল হয়। এরপর ওর রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে সার্চ করে দেখি অন্যজনের নাম। তাতেই বুঝি এটা ভুয়ো। যেখানে প্রার্থীর পরিচয়ই ভুল, সেখানে তো আর দেখার কোনও ব্যাপারই নেই।

প্রাণনাশের হুমকি পেলেন নীতিন গড়করি

নাগপুর, ১৪ জানুয়ারিঃ প্রাণনাশের হুমকি পেলেন কেন্দ্রীয় সড়ক এবং পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি। শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় নাগপুরের খামলা চকের অফিসে নীতিন গড়করিকে হত্যার হুমকি দিয়ে প্রথমে একটি ফোন আসে। জানা গিয়েছে, এক অচেনা নম্বর থেকে মোট দুবার ফোন আসে। প্রথম কল আসে সাড়ে ১১টায়, পরে ফোনটি আসে ১০ মিনিট পর ১১টা ৪০ মিনিটে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দফতর থেকে পুলিশকে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে নাগপুর পুলিশ। নীতিন গড়কড়ির অফিসের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। তাঁর বাসভবন থেকে নীতিন গড়কড়ির সংসদীয় অফিসের দূরত্ব মাত্র ১ কিলোমিটার। পুরো বিষয়টি মাথায় রেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নাগপুর পুলিশ জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জনসংযোগ অফিসের ল্যান্ডলাইন নম্বরে ফোন করে দাউদের নামে পরিচয় দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, ফোনে হুমকি দাতা ওই ব্যক্তি ১০০ কোটি টাকা মুক্তিপণও দাবি করে। সূত্রের খবর, যে নম্বর থেকে ফোন করা হয়েছিল সেই নম্বরটি খুঁজে বের করেছে পুলিশ। কর্ণাটকের কোনও এক এলাকা থেকে এই হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

সিপিএমকে আমন্ত্রণ, ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপ্তিতে কেন ব্রাত্য তৃণমূল?

ব্যাখ্যা দিলেন অধীর চৌধুরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ সিপিএম সহ বামেরা আমন্ত্রিত, তৃণমূল ব্রাত্য! রাজ্যে ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে চিঠি দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বিজেপি বিরোধী দলগুলিকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। যদিও এই তালিকায় নেই তৃণমূল। সাগর থেকে শুরু হয়ে আগামী ২৩ জানুয়ারি কার্শিয়াংয়ে শেষ হবে প্রদেশ কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। কিন্তু কেন তৃণমূলকে আমন্ত্রণ জানানো হল না? প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির জবাব, ''রাহুল গান্ধি নিজে তৃণমূলকে ভারত জোড়ো যাত্রায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছিল, রাহুল গান্ধি শুধুমাত্র একজন সাংসদ। তাঁর আমন্ত্রণে আমরা কেন যাবো? এর পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে নিজে তৃণমূলকে চিঠি লিখেছিলেন। তাতেও তারা সাড়া দেয়নি। যেখানে রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গের আমন্ত্রণে তৃণমূল সাড়া দেয় না, সেখানে আমি চিঠি লিখলে তারা যোগ দেবে, এই প্রত্যাশা করা আমার বাতুলতা।'' অধীর চৌধুরী আরও দাবি করেন, ইতিমধ্যেই সীতারাম ইয়েচুরি সহ সিপিএমের অনেক নেতাই রাহুল গান্ধির সঙ্গে ভারত জোড়ো যাত্রায় পা মিলিয়েছেন। সেই কারণেই সিপিএমকে চিঠি

দেওয়া হয়েছে। সমমনোভাবাপন্ন অন্য দলগুলিকেও ২৩ জানুয়ারি ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অধীর। যদিও কংগ্রেসের আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে পাল্টা অধীর চৌধুরীকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। তিনি বলেন, ''কংগ্রেস বহু বছর ধরেই সিপিএমের হাতের তামাক খেয়ে আসছে। বাম আমলে অসংখ্য কংগ্রেস কর্মী সিপিএমের হাতে খুন হয়েছে। এই কারণেই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল তৈরি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁরা শূন্য পেয়েছে, তৃণমূল তাঁদের আমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকে না। তৃণমূলের সঙ্গে মানুষ আছে।'' যদিও ভারত জোড়ো যাত্রা নিয়ে কংগ্রেস এবং বামেদের কটাক্ষ করেছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ''ওরা পুরনো সঙ্গী। কখনও একসঙ্গে থাকেন, কখনও আলাদা। আবার হয়তো ভোট এলে জোট বাঁধবেন। একসঙ্গে হাঁটলে মানুষের বুঝতে সুবিধে হবে।'

রাজ্যকে ৪৯৩ পাতার চিঠি দিল কেন্দ্র, বুঝিয়ে দিতে হবে পাই পয়সার হিসেব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকারকে ফের একদফা চিঠি পাঠাল কেন্দ্র। এবার রাজ্যকে ৪৯৩ পাতার চিঠি ধরিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে আবাস যোজনার কাজ, একশো দিনের কাজ এবং সড়ক নিয়ে কী কাজ হয়েছে এবং তার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। ওই চিঠির শুরুতেই বেশ কয়েকটি পাতা জুড়ে এই তিনটি প্রকল্পের কাজের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ওই চিঠির সঙ্গে রাজ্যে বিরোধী দলের তরফে দেওয়া আবাসের কাজ সংক্রান্ত বেনিয়মের অভিযোগের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরকে কেন্দ্রের তরফে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে, তাতে দাবি করা হচ্ছে রাজ্য সরকার ইতিপূর্বে যে তথ্য পাঠিয়েছে তা সন্তোষজনক নয়। যদিও রাজ্যের তরফে দাবি করা হচ্ছে, আবাস প্লাসের কাজের ৯৫ শতাংশের অনুমোদন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ১ জানুয়ারির পর প্রথম কিস্তির টাকা আসার কথা। কিন্তু সেই টাকা

এখনও আসেনি বলেই দাবি রাজ্যের, উল্টে কেন্দ্রের থেকে পাল্টা চিঠি পাঠানো হচ্ছে। ফলে কেন্দ্রের এই চিঠি এবং রাজ্যের থেকে জবাব তলবের কারণে আবাসের টাকা নিয়ে ফের জট তৈরি হল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কাজে বেনিয়মের অভিযোগ তুলে বিজেপির তরফে কেন্দ্রকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে রাজ্যে আবাসের কাজ খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রের তরফে পরিদর্শক দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্যকে ৪৯৩ পাতার চিঠি পাঠাল কেন্দ্র। সেখানে শুধু আবাসের কাজই নয়, এর পাশাপাশি রাজ্যে একশো দিনের কাজ, সড়কের কাজ কতদূর এগিয়েছে এবং তারজন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে, সেই সবের হিসেব চাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে সম্প্রতি আবাসের কাজ নিয়ে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। অভিযোগ উঠছে, যাঁরা যোগ্য তাঁরা ঘর পাচ্ছেন না। এরই মধ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরকে কেন্দ্রের এই চিঠি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সুখবর

জানুয়ারির শেষেই উচ্চ-প্রাথমিকের মেধাতালিকা জমা পড়ছে হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সুখবর! জানুয়ারি মাসের শেষেই উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগর মেধা তালিকা হাইকোর্টে জমা দিচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। শনিবার এমনটাই জানালেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ১৪ হাজারেরও বেশি শূন্য পদে রয়েছে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে। উচ্চ প্রাথমিকের মেধা তালিকা নিয়ে গোড়া থেকেই সতর্ক হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন আমরা আশা করছি জানুয়ারি মাসের মধ্যেই উচ্চ প্রাথমিকের মেধাতালিকা হাইকোর্টে জমা দিতে পারব। যদিও ওই সময় কিছু ছুটি রয়েছে। তবে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। আমাদের চেকিং প্রায় শেষ মুহূর্তে চলে এসেছে। সাম্প্রতিক সময় স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠায় উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও সর্তকতামূলক পদক্ষেপ করেছে এসএসসি। একাধিকবার উচ্চ প্রাথমিকের মেধা তালিকা পরীক্ষা করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। শুধু তাই নয় টেটের ওএমআর শিটও চেকিং করেছে এসএসসি। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, ''সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ নিয়ে একাধিক মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। আমরা চাই নির্ভুল নিয়োগ হোক। তার জন্য আমরা একটু সময় নিয়েছি।'' প্রসঙ্গত গত ৪ঠা নভেম্বর উচ্চ প্রাথমিকের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। তারপর থেকেই উচ্চ প্রাথমিকের মেধা তালিকা নিয়ে চেকিং প্রক্রিয়া শুরু করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। অন্য দিকে সম্প্রতি উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ নিয়ে ফের শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীরা। তৃণমূল ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু-এর

সঙ্গে দেখা করেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীরা। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। নিয়োগ নিয়ে যাতে দ্রুত আদালতে প্যানেল পেশ করা যায় তার জন্যই চাকরিপ্রার্থীরা তা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদনও জানান। সেই সময় চাকরিপ্রার্থীদের তরফে দাবি করা হয় তাদের সামনেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে ফোন করে নিয়োগের সম্পর্কে জানতে চান শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। নিয়োগ নিয়ে কেন দেরি হচ্ছে সে বিষয়ে সম্পর্কেও জানতে চান চেয়ারম্যানের থেকে। যদিও চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রীকে জানান একটু সময় লাগলেও দ্রুত উচ্চ প্রাথমিকের মেধাতালিকা হাইকোর্টে পেশ করা হবে কমিশনের তরফে। যদিও শিক্ষামন্ত্রী চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন যাতে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আরও তপর হতে বলেই চাকরিপ্রার্থীদের দাবি। চাকরিপ্রার্থীদের তরফে সুশান্ত ঘোষ বলেন, ''আমরা ৪৭ দিন ধরে আন্দোলন করছি। আমরা চাই দ্রুত নিয়োগ হোক।'' প্রসঙ্গত ২০১৪ সাল থেকে চলছে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া। নিযয়োগের দাবিতে সম্প্রতি মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে আন্দোলনে চালিয়ে যাচ্ছেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীরা। দীর্ঘ আট বছরেরও বেশি সময়সীমা ধরে চলা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একদম শেষ পর্যায়ে। নভেম্বর মাসে হাইকোর্টে উচ্চ প্রাথমিকের মেধা তালিকা জমা দেওয়ার কথা থাকলেও স্কুল সার্ভিস কমিশন এখনও পর্যন্ত সেই তালিকা জমা দিতে পারেনি। যদিও কমিশনের তরফে দাবি করা হয়েছে তারা কয়েকবার পরীক্ষা করে তবেই মেধা তালিকা হাইকোর্টে জমা দেবে। সেক্ষেত্রে জানুয়ারি মাসেই জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলেই কমিশনের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ১৪ হাজারেরও বেশি শূন্য পদ রয়েছে এই নিয়োগের জন্য। তবে আপাতত শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দিন বৈঠকের আশ্বাস পেলেও চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন যে চলবে তা এদিন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।

আহমেদাবাদের জগন্নাথ মন্দিরে পুজার্চনা অমিত শাহের, অংশ নিলেন উত্তরায়ন ঘুড়ি মহোৎসবে

আহমেদাবাদ, ১৪ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার গুজরাট সফরে রয়েছেন। এদিন সকালে আহমেদাবাদের শ্রী জগন্নাথ মন্দির দর্শন ও পুজার্চনা করেছেন তিনি। পরে উত্তরায়ন ঘুড়ি মহোৎসবে অংশ নেন। আহমে দাবাদের শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে হাতিকে খাবারও খাইয়েছেন তিনি। আহমেদাবাদের শ্রী জগন্নাথ মন্দির দর্শনের পর নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে পূজার্চনা করেছেন তিনি। মন্দিরে অনেকটাই সময় কাটিয়েছেন অমিত শাহ। প্রসঙ্গত, এদিন সকালেই আহমেদাবাদে দারিয়াপুরে ঘুড় উৎসবে অংশ নেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল হিমাচল প্রদেশ, চাম্বায় মাত্র ৩.২ তীব্রতার কম্পন

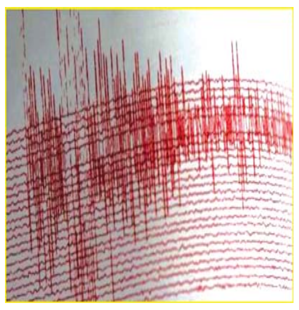

শিমলা, ১৪ জানুয়ারি ঃমৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলা। শনিবার সকাল ৫.১৭ মিনিট নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় চাম্বা জেলায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩২.২৫ অক্ষাংশ ও ৭৬.৫৬ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৫.১৭ মিনিট নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায়। চন্ডীগ। থেকে ১৬৯ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

সন্তোখ সিং চৌধুরির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ শনিবার পঞ্জাবের জলন্ধরের সাংসদ সন্তোখ সিং চৌধুরির মৃত্যুতে শনিবার শোক প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর মতে, সন্তোখ সিং চৌধুরির মৃত্যু দলের জন্য একটি বড় আঘাত।এদিন খাড়গে একটি টুইটে লিখেছেন, আমাদের সাংসদ সন্তোখ সিং চৌধুরীর অকাল প্রয়াণ সম্পর্কে জানতে পেরে গভীরভাবে মর্মাহত এবং দু ঃখিত। তাঁর মৃত্যু দলের ক্ষতি এবং সংগঠনের জন্য একটি বড় আঘাত। এই শোকের মুহূর্তে আমার হৃদয় তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অনুগামীদের কাছে যায়। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক।দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীসহ দলীয় নেতারাও টুইটারে গিয়ে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, ৭৬ বছর বয়সী এই সংসদ সদস্য শনিবার সকালে হঠা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

দু'সপ্তাহে দু'বার করোনায় আক্রান্ত ললিত মোদী, রাখা হয়েছে অক্সিজেন সাপোর্টে

লন্ডন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ললিত মোদী। গত সপ্তাহে তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ললিতকে রাখা হয়েছে অক্সিজেন সাপোর্টে। করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা নিজেই ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছেন ললিত। গত দু'সপ্তাহে দু'বার করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ভুগছেন রক্তাল্পতায়। ইনস্টাগ্রামে ললিত লিখেছেন, তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জাও হয়েছে। মেক্সিকোয় ছিলেন ললিত। সেখানেই চলছিল চিকিৎসা। পরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁকে লন্ডনে আনা হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিংহও ললিতের আরোগ্য কামনা করেছেন।

খবরে শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না করার, বিষ ছড়ানো বন্ধের সতর্কতা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃঘৃণা ভাষণের বিষয়ে একগুচ্ছ আবেদনের শুনানিতে শুক্রবার টিভি চ্যানেল এবং তাদের সংবাদ সম্প্রচারের ধরন নিয়ে কড়া কথা শোনাল সর্বোচ্চ আদালত। খবর সম্প্রচারের বিষ ছড়ানো বন্ধ, শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না করার বিষয়ে টিভি চ্যানেল গুলিকে সতর্ক করে সুপ্রিম কোর্ট।বিচারপতি কে এম জোসেফ এবং বিভি নাগারত্নকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ মৌখিকভাবে এই সতর্কতা দিয়েছে নিউজ ব্রডকাস্টার অ্যান্ড ডিজিটাল অ্যাসোসিয়েশনের (এনবিএসএ) তরফে হাজির আইনজীবীকে। বেঞ্চের নেতৃত্বে থাকা বিচারপতি জোসেফ বলেন, সব কিছু হচ্ছে টিআরপির জন্য। চ্যানেলগুলি একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতেছে। তারা কোনও বিষয়কে নিয়ে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে। আপনারা যা দেখাচ্ছেন তার মধ্য দিয়ে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করছেন। ছবিগুলি মানুষের মনে খুবই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। যা সংবাদপত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। বিচারপতির প্রশ্ন, আপনার কি মনে হয়, আমাদের দর্শকরা এসব দেখার মতো পরিণত হয়েছে?যদি অনুষ্ঠানের অ্যাঙ্কর বা উপস্থাপকরা এই সমস্যার অংশীদারি হয়, তাহলে কী করা যাবে? এনবিএসএ নিশ্চই পক্ষপাতদুষ্ট হবে না! আইনজীবীকে বিচারপতির প্রশ্ন, কবার আপনারা উপস্থাপকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন? সরিয়ে দিয়েছেন অ্যাঙ্করকে? বিচারপতি জোসেফ বলেন, সরাসরি সম্প্রচারিত কোনও অনুষ্ঠানের স্বচ্ছতার চাবিকাঠি থাকে উপস্থাপকের হাতে। যদি তিনি নিরপেক্ষ না হন, তিনি যদি কোনও একটি পক্ষকে তুলে ধরতে চান, আর এক পক্ষকে জবাব দেওয়ার সুযোগ না দেন, অন্য কারও কাছে প্রশ্ন না করেন, সেটা একপেশে খবর ছাড়া আর কিছু নয়।বিচারপতি জোসেফ বলেন, সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের মনে রাখা দরকার, তাঁদের হাতে অসীম শক্তিঃ রয়েছে। আপনারা যা বলছেন, দেখাচ্ছেন, তা দেশের মানুষের উপর প্রভাব ফেলছে। তাঁদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁরা মনে যা আসবে তা বলতে পারেন না। এরকম পক্ষপাতদুষ্ট উপস্থাপককে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া উচিত।শুধু তাই নয়, প্রোগ্রাম চেন বা ভঙ্কারী চ্যানেলের বিরুদ্ধে বিরাট জরিমানা করা উচিত। যেখানে প্রয়োজন আপনারা আর্থিক জরিমানা করুন তাদের, বলেন জোসেফ।বিমানে প্রস্রাবের ঘটনার দৃষ্টান্ত টেনে তিনি বলেন, এই খবরে যে ভাষায় সংবাদ পড়া হয়েছে তা কোনও সভ্য ব্যাপার নয়। কাউকে অপদস্থ, হেনস্তা করা যায় না। প্রত্যেকের নিজস্ব সম্মান রক্ষার অধিকার রয়েছে।

এক চিকিৎসক কাছ থেকে ১২.৩২ লক্ষ টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করল তেলেঙ্গানা পুলিশ

কেশভাগিরি (তেলেঙ্গানা), ১৪ জানুয়ারি ঃনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পশ্চিমাঞ্চল টাস্ক ফোর্স চন্দ্রণগুট্টায় একটি ক্লিনিকের এক চিকিৎসক কাছ থেকে ১২.৩২ লক্ষ টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করল তেলেঙ্গানা পুলিশ।টাস্ক ফোর্স পশ্চিমাঞ্চলের ডিসিপি (ওএসডি) পি. রাধাকিশান রাও-এর মতে, গ্রেফতার হওয়া চিকিসা পেশাদারের নাম ডাঃ মহম্মদ শাব্বির আলি ওরফে সুদীপ বিশ্বাস (৪৮)। তিনি চন্দ্রায়ণগুট্টার বারকাস রোডে এসবিআই কেশবগিরি শাখার কাছে 'পারফেক্ট ডেন্টাল অ্যান্ড পাইলস ক্লিনিক' নামে একটি ক্লিনিক চালান। চিকিৎসক চেন্নাইয়ের একজনের কাছ থেকে ৫৩ গ্রাম এমডিএমএ (মেথাইলেনডিওক্সি-মেথিলামফেটামিন) কিনেছিলেন। এরপর তিনি ওড়িশার মালকান গিরিতে গিয়েছিলেন আরেকটি ওষুধ কিনতে।ওই চিকিৎসক ৮৫০ গ্রাম কেটামাইন ড্রাগ বিক্রি করার খবর পেয়ে ফাঁদ পাতে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ক্লিনিক থেকে ২.১২ লাখ টাকা মূল্যের ৫৩ গ্রাম এমডিএমএ এবং ১০.২০ লাখ টাকা মূল্যের ৮৫০ গ্রাম কেটামাইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই ফুকুশিমার দুষিত জল সমুদ্রে ফেলবে জাপান

টোকিও, ১৪ জানুয়ারি ঃ আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ভূমিকম্প ও সুনামিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ফুকুশিমা পারমাণবিক স্টেশনের দূষিত জল সমুদ্রে ফেলবে জাপান। এই শীত কিংবা আসন্ন গ্রীষ্মে সাগরে এই তেজস্ক্রিয় পানি ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি।শুক্রবার জাপান সরকারের উল্লেখ্য করে এমন তথ্য প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম ।জাপান সরকার জানিয়েছে, সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ফুকুশিমা পারমাণবিক স্টেশনের দূষিত জল এই শীত কিংবা গ্রীষ্মের যেকোনও সময়ে সমুদ্রে ফেলা হবে।জাপানের এই পরমাণু কেন্দ্রটি ২০১১ সালের সুনামির পর থেকে বিকল হয়ে যায়। তখন থেকে পরমাণু কেন্দ্রের ট্যাঙ্কগুলোতে জল জমে আছে। এই জল নিয়ন্ত্রিতভাবে মুক্ত না করলে পারমাণবিক কেন্দ্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে।ওই সময় সৃষ্ট সুনামি আঘাতে বড় ধরনের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এতে পারমাণবিক চুল্লি প্লাবিত হয়ে পড়ে, যা বড় ধরণের বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটায়। আশেপাশের এলাকা থেকে প্রায় দেড় লাখ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়।বর্তমানে ফুকুশিমার দূষিত জল দেশটির উত্তরপূর্বাঞ্চলে ট্যাংকে সঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সমুদ্রে ফেলার আগে জলে থাকা বিভিন্ন আইসোটোপ দূর করা হবে। তবে ট্রিটিয়াম নামের যে আইসোটোপ জল থেকে আলাদা করা যায় না সেটিকে পাতলা করে বিপজ্জনক মাত্রার নিচে নামান হবে। এরপর সমুদ্রে ফেলা হবে।উল্লেখ্য, ফুকুশিমার দূষিত জল সমুদ্রে ফেলার বিষয়টি প্রথম ২০২১ সালের এপ্রিলে সামনে আসে। ওই সময় জাপান সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, চুল্লি ঠান্ডা রাখতে ব্যবহৃত জলের ১০ লাখ টন পর্যায়ক্রমে সাগরে ফেলা হবে।

শরদ যাদবের মৃত্যু বড় ক্ষতিঃরাজনাথ সিং

লখনউ, ১৪ জানুয়ারি ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা লখনউয়ের সাংসদ রাজনাথ সিং প্রবীণ রাজনীতিবিদ তথা প্রাক্তন জেডিইউ সভাপতি শরদ যাদবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, শরদ যাদবের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শারদজির মৃত্যু একটি বড় ক্ষতি। তিনি খুব সহজ এবং নির্ভীক ছিলেন। এই শোকের মুহূর্তে আমি তার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী টুইট করেছেন, জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তিনি অনেক সংগ্রাম করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতির এক প্রভাবশালী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল।

করাত দিয়ে কাটা হয়েছিল শ্রদ্ধার দেহঃময়নাতদন্ত রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ লিভ-ইন পার্টনার শ্রদ্ধা ওয়াকারের দেহ টুকরো টুকরো করার জন্য একটি করাত ব্যবহার করেছিল অভিযুক্ত আফতাব পুনাওয়ালার। শ্রদ্ধার হাড়ের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে দিল্লি পুলিশ।পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে যে হাড়গুলিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বালি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল। এছাড়াও হাড়গুলির ডিএনএ ম্যাচিং এবং চুলের পরীক্ষাগার পরীক্ষায়ও নিশ্চিত হয়েছে যে হাড়গুলি বনে পাওয়া গেছে। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, পুলিশ শীঘ্রই সাকেত আদালতে শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা মামলার চার্জশিট পেশ করতে পারে। মামলার নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশেষ পুলিশ কমিশনার(জোন-২) ডাঃ সাগর প্রীত হুডা সাংবাদিকদেরকে বলেছেন, এই রিপোর্ট ডিএনএ ম্যাপিং পুলিশের হাতে এসেছে। দেহাবশেষের ময়নাতদন্ত করার জন্য এইমস-র চিকিৎসকদের একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে শ্রদ্ধার দেহ একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছিল।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ৪৫ কোটি টাকার ত্রাণ তহবিল অনুমোদন উত্তরাখণ্ড মন্ত্রিসভা-র

দেহরাদুন (উত্তরাখণ্ড), ১৪ জানুয়ারি ঃ উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠে ভূমি ধসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য মন্ত্রিসভা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ত্রাণ তহবিল হিসাবে ৪৫কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।এছাড়াও মন্ত্রিসভা জোশীমঠের জনগণের বিদ্যুৎ ও জলের বিল ছয় মাসের জন্য মুকুব করার এবং মনরেগা-র অধীনে প্রতিটি বাস্তুচ্যুত পরিবার থেকে দু'জনকে কাজ দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।উত্তরাখণ্ড সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে জোশীমঠ নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। মুখ্যসচিব এস এস সান্ধু এবং দুর্যোগ সচিব রঞ্জিত সিনহা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ত্রাণ শিবিরে বসবাসকারী লোকদের প্রতিদিন খাবারের জন্য ৪৫০ টাকা দেওয়া হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কর্মসংস্থান দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের বিদ্যুৎ ও পানীয় জলোর বিল মুকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মন্ত্রিসভা একটি চূড়ান্ত প্যাকেজ প্রস্তাব প্রস্তুত করার এবং এক সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয়সরকারের কাছে পাঠানোর প্রস্তাবও অনুমোদন করেছে।

গঙ্গা আরতি নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির ঠাণ্ডা লড়াই বাড়ছে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃগঙ্গা আরতি নিয়ে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে চলছে জোর দড়ি টানাটানি। গত বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে গঙ্গা আরতির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বাবুঘাটে। বিষয়টি নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর। শুক্রবার তৃণমূলের একটি টুইটে বা।ল এর মাত্রা।এবার টুইটে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ'র বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের অবমাননার অভিযোগে সরব তৃণমূল। যদিও ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি।শুক্রবার তৃণমূলের তরফে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ'র গঙ্গা আরতির ভিডিও টুইট করা হয়। টুইটে তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছেন গঙ্গা আরতি তাঁদের করতে দেওয়া হয়নি। অথচ সৌমিত্র খাঁ ভুল পদ্ধতিতে গঙ্গা আরতি করেছেন। প্রথমত, গঙ্গা আরতি নিয়েও বিজেপির দুই নেতার মতামত দু'রকম। দ্বিতীয়ত, আর কতবার বিজেপি হিন্দু ধর্মের অবমাননা করবে? টুইটারে পোস্ট করা ভিডিওতে সেচ ও জলদপ্তরের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের গলাতেও শোনা গিয়েছে একই অভিযোগের সুর।বৃহস্পতিবার সৌমিত্র খাঁ নরেন্দ্র মোদীকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করেন। তা নিয়ে বিতর্ক মাথাচাড়া দেয়। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ভুল পদ্ধতিতে গঙ্গা আরতি নিয়ে নেটদুনিয়ায় হাসির খোরাক বিজেপি সাংসদ। যদিও এই অভিযোগে আমল দিতে নারাজ গেরুয়া শিবির। পালটা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দুষেছেন তিনি। বলেন, তৃণমূল গঙ্গা আরতির খুঁত না ধরে, মুখ্যমন্ত্রীর ভুল মন্ত্রোচ্চারণ নিয়ে ভাবুক।উল্লেখ্য, বারাণসীর ধাঁচে কলকাতায় গঙ্গা আরতির ভাবনাচিন্তা শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর গত সোমবার বিজেপি গঙ্গা আরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে জি-২০ সম্মেলন চলায় বিজেপির গঙ্গা আরতিতে অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিশ। অনুমতি ছাড়াই জোর করে বাবুঘাটে গঙ্গা আরতির পরিকল্পনা করে পদ্মশিবির। তার জেরে গত মঙ্গলবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাবুঘাট চত্বর। পুলিশ ও বিজেপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এরপর আউট্রাম ঘাটে ট্রানজিট পয়েন্টের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতে কোভিড সংক্রমণ একটু বেড়ে ১৭৯ আরোগ্যের হার নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের সামান্য বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয়স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৯ জন, এই সময়ে একজনের মৃত্যুর পর মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭২৬-এ পৌঁছেছে।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ২২৭-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৭,৯৮৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫২ হাজার ৫৭৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৬ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৬,৭৮,৫৪৩। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৭৪,৪৬৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশেষ ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

নয়াদিল্লি,১৪ জানুয়ারিঃজাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন অর্থাৎ, ১২ জানুয়ারিতে। এই দিনটি দেশজুড়ে ' জাতীয় যুব দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়। এ বছর কমিশনের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা দিবসে শিশুদের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় স্কুলের ছাত্রছাত্রী, যারা হস্টেলে থাকে, পথ শিশু এবং বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা শিশুরা অনলাইনে বা অফলাইনে অংশ নিতে পারে। কমিশনের ওয়েবসাইট www.ncpcr.gov.in-এর মাধ্যমে ক্যুইজে অংশ নেওয়া যাবে।এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বয়স অনুযায়ী কয়েকটি বিভাগ করা হয়েছে। অফলাইনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি অনলাইনে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার প্রশ্ন https:ncpcr.gov.inchampions লিঙ্কে ক্লিক করে পাওয়া যাবে। পকসো আইন, শিশুশ্রম আইন, শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন সহ বিভিন্ন আইনের বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্যই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যেসব ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনের সুবিধা নেই তাদের জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রশ্নাবলী সরবরাহের জন্য বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর সেটি স্ক্যান করে লিঙ্কে আপলোড করতে হবে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রশ্নাবলী ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে তবে, অফলাইনে অংশগ্রহণকারীদের ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উত্তর আপলোড করতে হবে।এই প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা একটি ডিজিটাল সার্টিফিকেট পাবে। এছাড়াও যে রাজ্যের শিশুরা সবথেকে বেশি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে, সেই রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করা হবে। এই প্রতিযোগিতায় অধিক সংখ্যক শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন, নবোদয় বিদ্যালয়, সিবিএসই, রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কমিশন চিঠি পাঠিয়েছে।এই প্রতিযোগিতার সূচনা করে কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রী প্রিয়াঙ্ক কানুনগো জানান, দেশজুড়ে শিশুদের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাঁরা এই প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। দেশজুড়ে শিশু-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে নতুন ভারত গ।ার যে উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নিয়েছেন, সেই প্রয়াসে সামিল হতে কমিশনের এই আয়োজন।

জম্মুতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন অমিত শাহ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েই হয়েছে আলোচনা

জম্মু, ১৪ জানুয়ারি ঃ জম্মুতে শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বৈঠকে শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েই এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জঙ্গি হামলার পর সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।জম্মু ও কাশ্মীরের উপ রাজ্যপাল মনোজ সিনহা, জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের সঙ্গে সামগ্রিক বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। সম্প্রতি জঙ্গি হামলার রাজৌরিতে ৭ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন অমিত শাহ।

বারাণসী থেকে হরিদ্বার, মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গায় পুণ্যস্নান পুণ্যার্থীদের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃবারাণসী থেকে হরিদ্বার, প্রয়াগরাজ থেকে গঙ্গাসাগর-মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গঙ্গায় পুণ্যস্নান করলেন পুণ্যার্থীরা। শনিবার সকালে উত্তর প্রদেশের বারাণসীর বিভিন্ন গঙ্গা ঘাটে ছিল পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড়।পুণ্যলাভের আশায় গঙ্গায় স্নান করেছেন পুণ্যার্থীরা।একই ছবি দেখা গিয়েছে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ এবং পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর তীর্থ ধামে। হরিদ্বার, প্রয়াগরাজ ও বারাণসীতে প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই গঙ্গায় স্নান করেন পুণ্যার্থীরা। সকলেই পুণ্যলাভের আশায় গঙ্গা স্নান করেছেন।

বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল বদ্রীনাথ মন্দির, উত্তরাখণ্ডের পাশাপাশি হিমাচলেও তুষারপাত

চামোলি ও শিমলা, ১৪ জানুয়ারি ঃ রাতভর তুষারপাতের সুবাদে শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা প।ল উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ মন্দির। তুষারপাত হয়েছে বদ্রীনাথ মন্দির সংলগ্ন পাহাড়ে। শনিবার সকালে দেখা যায় বদ্রীনাথ মন্দির ও সংলগ্ন পাহাড়ে বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। সারারাত তুষারপাত হয়েছে উত্তরাখণ্ডের অন্যত্র। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার দেওয়াল ব্লকের বিভিন্ন এলাকা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে।চামোলির পাশাপাশি তুষারপাত হয়েছে উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠেও। ফাটল-আতঙ্কের কারনে জোশীমঠের বাসিন্দারা নিজেদের ঘরবাড়ি এবং জীবিকা হারিয়ে এমনিতেই চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে তুষারপাতের জেরে তাঁদের মাথায় হাত। তুষারপাত হয়েছে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলাতেও। শিমলার মানঢোল গ্রামের ঘর-বাড়ি, রাস্তা, গাছপালা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে।

রাজস্থানের মেহেদিপুর বালাজি ধামে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল

জয়পুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ শনিবার রাজস্থান সফরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি শনিবার সকালে বিমানে জয়পুর বিমানবন্দরে পৌঁছান এবং সেখান থেকে তিনি সরাসরি সড়কপথে দৌসার মেহন্দিপুর বালাজি ধামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মেহেন্দিপুর বালাজি মন্দিরে দর্শন ও পূজার পর তিনি বিকেল ৩টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জয়পুরে এফসিআই প্রতিষ্ঠা দিবসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোয়েলও বিকেল ৫ থেকে ৭ টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যাবেন এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। রাত ৯ টায় ফ্লাইটে গোয়েলের মুম্বই যাওয়ার কথা রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফরকে সামনে রেখে জয়পুর ও দৌসার প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের সহ প্রোটোকল আধিকারিকরা সতর্ক রয়েছেন।

কথা রাখল কংগ্রেস, হিমাচলে পুরান পেনশন স্কিম পুনরায় চালু করল সুখু সরকার

শিমলা, ১৪ জানুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশে কথা রাখল কংগ্রেস সরকার, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। হিমাচল প্রদেশে পুরানো পেনশন স্কিম পুনরায় চালু করলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। শুক্রবার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে ওল্ড পেনশন স্কিম (ওপিএস) পুনরুদ্ধারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু।এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের এক লাখেরও বেশি সরকারি কর্মচারী উপকৃত হবেন। ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের পর হিমাচল প্রদেশ হল তৃতীয় রাজ্য, যেখানে পুরান পেনশন স্কিম পুনরায় চালু করল কংগ্রেস।

পঞ্চায়েত ভোটে প্রতি বুথে প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্যে গ্রাউন্ড রিপোর্ট চাইল কংগ্রেস

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে প্রতি বুথে প্রার্থী দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য। এই কারণে ' রিপোর্ট' নিতে ১৬ জানুয়ারি প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে বৈঠক ডাকলেন দলের পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান তথা দলের প্রাক্তন বিধায়ক নেপাল মাহাতো। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত টানা ৫ ঘণ্টার বৈঠকে পঞ্চায়েত ভোটের আগে দলের অভ্যন্তরীণ চেহারা নিয়ে কাটাছেঁড়া হওয়ার কথা। সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েই শুরু হবে রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি।রাজ্যে ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীনই কয়েক দফায় দলের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরির সঙ্গে আলোচনা সেরে নিয়েছেন নেপাল মাহাতো। রাজ্য সম্মেলন আয়োজনে তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন অধীর। প্রাথমিকভাবে দুটি বিষয় ঠিক হয়েছে। দলের শক্তির ভিত বুঝে দুটি প্রস্তাব রাখা হবে। প্রথম এবং প্রধান প্রস্তাব, রাজ্যের সমস্ত বুথের অন্তত ২ জন করে কর্মী নিয়ে রাজ্য সম্মেলন।তা সম্ভব না হলে উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতা ও তার সংলগ্ন জেলাগুলো নিয়ে দুই দফায় সম্মেলন করা যেতে পারে। সবটাই নির্ভর করছে গ্রাউন্ড রিপোর্টের উপর। সেই পরিস্থিতি বুঝতেই দলের সমস্ত জেলা সভাপতিকে ১৬ জানুয়ারি কলকাতার বিধান ভবনের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নেপালবাবু। তাঁর কথায়, ' আগে কর্মীদের শক্তি আর তাদের মনোভাব বুঝে নিতে হবে। তারপর সেই অনুযায়ী পথনির্দেশ দেওয়া হবে।''

অবসরের পর প্রাক্তন সেনানীদের চাকরির সুযোগের জন্য রেল, মেট্রোর সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছেঃসেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ প্রাক্তন সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিন আর্মড ফোর্সেস ভেটেরান্স ডে। শনিবার আর্মড ফোর্সেস ভেটেরান্স ডে-তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে বলেছেন, অবসরের পর প্রাক্তন সেনানীদের চাকরির সুযোগের জন্য রেল, মেট্রোর সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।সেনাপ্রধান এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, প্রাক্তন সেনানীদের জন্য দেশ গর্বিত। অবসরের পর প্রাক্তন সেনানীদের চাকরির সুযোগের জন্য রেলওয়ে, মেট্রো এবং শীর্ষস্থানীয় কর্পোরেট হাউসগুলির সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে আরও বলেছেন, আমরা তালিকাভুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছি এবং পলিক্লিনিকের বাজেট বাড়ানো হয়েছে।

শৈত্যপ্রবাহ থেকে রেহাই পাচ্ছে না দিল্লি, আগুনের উত্তাপে গরম খুঁজছে উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃকুয়াশার দাপট কিছুটা কমতেই কনকনে ঠান্ডা পড়ল উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে। রাজধানী দিল্লির পাশাপাশি পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে ফের শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগুনের উত্তাপে গরম খুঁজতে দেখা গিয়েছে উত্তর ভারতের মানুষজনকে।অন্য দিকে, দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বত লাগোয়া অঞ্চলেও তীব্র ঠান্ডা পড়েছে। শনিবার ভোরে কেরলের শৈলশহর মুন্নার ঢেকে যায় বরফে।শনিবার আংশিক মেঘলা ছিল দিল্লির আবহাওয়া, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতের দাপট এদিনও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল দিল্লিতে, ১৫ জানুয়ারির পর থেকে দিল্লিতে তাপমাত্রা ফের কমতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ৩০পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৩০ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ৩০ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৬.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৭.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৬শতকরা এবং৪৯শতকরা। বৃষ্টিহয়নি শনিবার। জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ২০মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা -১২ মিনিটের মধ্যেহবে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে আজকের দিনেটিতেই হবে।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ অলীক ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না।
বৃষ রাশিঃবিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। আজ আপনি ধর্মীয় কর্মে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন, এবং সম্ভবত মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার ব্যয় হতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে।।বিবাহের যোগ হতে পারে
কর্কট রাশিঃস্বাস্থ্য ভালো যাবে। সন্তান হতে পারে। শুভদিন হবেই
সিংহ রাশিঃআপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিদেশ যাত্রা শুভদিন হবে
কন্যা রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। অর্থ সঞ্চয় হবে
তুলা রাশিঃআপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। সন্তান হতেপারে
বৃশ্চিক রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন হতে পারে আজ
ধনু রাশিঃবাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। বিবাহের যোগ হবেই
মকর রাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন।।
কুম্ভ রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। আপনার গার্হস্থ্য ঘটনা কিছুটা অনিশ্চিত হতে পারে। য।
মীন রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এই অর্থ আপনার অনেক ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে পারে। কারোর জন্য- পরিবারে নতন একজনের

স্বামীজীর ১৬১তম জন্মতিথি উৎসব, পালিত হলো বেলুড় মঠে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১তম জন্মতিথি উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো বেলুড় মঠে। শনিবার ২৯ পৌষ, ১৪২৯ বেলুড় মঠে জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। সকাল থেকেই চলে নানা অনুষ্ঠান। অগণিত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ঢল নামে মঠে। ভোর চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মঙ্গলারতি দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর স্বামীজীর মন্দিরে বেদ পাঠ ও স্তবগান, বিশেষ পূজা এবং হোমের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর ঘরে উচ্চাঙ্গ সংগীত, খেয়াল, ধ্রুপদ পরিবেশন হয়। মূল মন্দিরের পাশে নির্মিত অস্থায়ী সভামন্ডপে দিনভর হবে বিবেকানন্দ গীতি, ভক্তিগীতি, স্বামীজীর জীবনী পাঠ এবং পরিশেষে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এরই মাঝে ভক্তদের জন্য ভোগ বিতরণের আয়োজন রয়েছে। মঠ সূত্রের খবর, এদিন স্বামীজীর মন্দিরে ভোরে মঙ্গলারতি হয়। এরপর বেদ পাঠ ও স্তব পাঠ হয়। এরপর সকাল সাতটায় হয় বিশেষ পুজো। দুপুরে হোমের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি এদিন শ্রীশ্রীস্বামীজীর ঘরে সাধু ও ভক্তবৃন্দ উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর হরিদাস রায় খেয়াল পরিবেশন করেন। সুপ্রিয় মৈত্র ধ্রুপদে অংশ নেন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা সভামন্ডপে এদিন বিবেকানন্দ গীতি পরিবেশন করেন। এরপর সভামণ্ডপে স্বামী বেদার্থানন্দজি মহারাজ কঠোপনিষদ পাঠ করেন। এরপর কৌশিক ভট্টাচার্য ভক্তিগীতিতে অংশ নেন। এরপর হয় উচ্চাঙ্গ সংগীত। পরিবেশন করেন ডক্টর দত্তাত্রেয় ভেলাঙ্কার। এরপর সভামন্ডপে গীতি আলেখ্য যুগনায়ক পরিবেশিত হয়। দুপুরে শ্রী অর্ণব ভট্টাচার্য সরোদবাদন করেন। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিয়ে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই ধর্মসভার সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিদ্যানন্দজি মহারাজ। বাংলায় বক্তা ছিলেন স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ। ইংরেজিতে বক্তব্য রাখেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ। এদিন বেলা ১১টা থেকে মা সারদা সদব্রত ভবনে ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সন্ধ্যায় স্বামীজীর মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর সন্ধ্যা আরতি এবং ভজন পরিবেশনের আয়োজন করা হয় বলে বেলুড় মঠ সূত্রে জানানো হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রতিবছরের মতো বেলুড় মঠে এবারেও স্বামীজীর জন্মতিথি অত্যন্ত ভক্তি এবং নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয়। মাঝে গত দু'বছর করোনার প্রকোপে সাধারণ মানুষ এবং ভক্তরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। এবার আর সেই পরিস্থিতি নেই। তাই দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

ভাগলপুর-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস আজ পুনঃনির্ধারিত

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৩ ঃ সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরিতে আসার কারণে, ২২৪০৫ ইউপি ভাগলপুর - আনন্দ বিহার টার্মিনাল গরীব রথ এক্সপ্রেস ভাগলপুর থেকে ১৮৫০ টায় ছেড়ে যাবে। আজ (১৪.০১.২০২৩) এর নির্ধারিত প্রস্থান সময়ের পরিবর্তে ১৩৪০ টায়। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

হারানো পার্স উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ ১৩.০১.২০২৩ তারিখে সল্টলেক সেক্টর ৫ মেট্রো স্টেশনে প্রায় ১৭.০০ ঘটিকায়, একটি অনডিউটি আরপিএফ কর্মীরা একটি রুটিন চেক করার সময় লাগেজ স্ক্যানারের কাছে একটি পার্স খুঁজে পান। এই পার্সের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে, তিনি সাবধানে পরীক্ষা করার পরে এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে পার্সের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মানিব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে, একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে পার্সের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইবাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, উদ্ধারকৃত পার্সটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। হারানো পার্স ফিরে পেতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ঘন কুয়াশায় দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকল ভেসেল পরিষেবা, বিপাকে সাগরমুখী তীর্থযাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশা বিপাকে ফেলল গঙ্গাসাগরমুখী অসংখ্য তীর্থযাত্রীদের। কুয়াশার দাপটে শুক্রবার রাত ৯টার পর থেকে কাকদ্বীপের লট নম্বর৮ থেকে ভেসেল পরিষেবা বন্ধ করে দেয় জেলা প্রশাসন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত বন্ধ ছিল লট নম্বর৮ ও কচুবেড়িয়ার মধ্যে ভেসেল পরিষেবা। যার ফলে শুক্রবার রাত থেকে প্রচুর পুণ্যার্থী আটকে থাকেন ৮ নম্বর লটে। এ দিকে ঘন কুয়াশার কারণে সকাল থেকে নামখানা বেনুবন পয়েন্টের লঞ্চ পরিষেবা ও বাস পরিষেবাও পুরোপুরি বন্ধ থাকে। অত্যধিক কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় শনিবার ভোর থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়। তার মধ্যেই ভোররাত ৩টে ৪৫ মিনিটের আপ ক্যানিংশিয়ালদহ লোকাল আচমকাই চম্পাহাটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রেনটির ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। ফলে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাতিল হয় ভোর ৪টে ৩২ এবং সকাল ৬টা ১৭ মিনিটের আপ ক্যানিংশিয়ালদহ ট্রেন। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

তিলোত্তমায় শীতের আমেজ প্রায় উধাও, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ মকর সংক্রান্তিতে জাঁকিয়ে শীতের আমেজ থেকে বঞ্চিত হলেন বঙ্গবাসী। মৃদু শীতের আমেজেই খুশি থাকতে হল। তিলোত্তমায় শনিবারও বাড়ল তাপমাত্রার পারদ। পারদ চড়েছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি। এদিন মহানগরীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতের দাপট না থাকলেও, কুয়াশার দাপট এদিন ভালোই ছিল। বিভিন্ন জেলা এদিন সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিনে কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও পারদ উর্ধ্বমুখী থাকতে পারে। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে কমেছে উত্তুরে হাওয়ার দাপট, তার পরিবর্তে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমানে জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বাতাস রাজ্যে প্রবেশ করছে। সেই কারণেই আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে। শনিবার তো শীতের আমেজ প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে তিলোত্তমা থেকে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও উর্ধ্বমুখী পারদ। উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতে ইতিমধ্যেই থমকে গিয়েছে পারদের ওঠানামা। কয়েকটি জেলায় পারদ উর্ধ্বমুখী। অবশ্য দার্জিলিং-কালিম্পঙের মতো জেলাতে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে হেরফের হবে না। জাঁকিয়ে ঠান্ডা থাকবে চলতি সপ্তাহেও। তবে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলি ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া থাকবে। এর ফলে সকালের দিকে কমতে পারে দৃশ্যমানতা।

কুয়াশায় বিঘ্নিত রেল পরিষেবা, শিয়ালদহ ক্যানিং শাখায় ভোগান্তি যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৪ জানুয়ারি ঃ মাত্রাতিরিক্ত কুয়াশার দাপটে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বিঘ্নিত হল ট্রেন চলাচল। এরইমধ্যে শনিবার ভোররাত ৩টে ৪৫ মিনিটের আপ ক্যানিংশিয়ালদহ লোকাল আচমকাই চম্পাহাটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রেনটির ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। ফলে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাতিল হয় ভোর ৪টে ৩২ এবং সকাল ৬টা ১৭ মিনিটের আপ ক্যানিংশিয়ালদহ ট্রেন। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।যদিও এ দিন তিনটি ট্রেন বাতিল হওয়ায় পর আবার সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। ক্যানিং থেকে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে আপ ক্যানিংশিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের দিকে রওনা দেয়। বেলার দিকে আবহাওয়ার সামান্য উন্নতি হওয়ায় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় ট্রেন পরিষেবা।

দিদির দূত কর্মসূচিতে দত্তপুকুরে মন্ত্রীর সামনে অভিযোগকারীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, দত্তপুকুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচিতে উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুরে মন্ত্রীর সামনে অভিযোগকারীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দত্তপুকুরে ইছাপুর-নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। মন্ত্রীর কাছে খারাপ রাস্তা নিয়ে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন এক গ্রামবাসী। সেই সময় অভিযোগকারী ওই গ্রামবাসীকে সপাটে চড় মারেন এক তৃণমূলকর্মী। শনিবার খাদ্যমন্ত্রীর সামনেই গোটা ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি বলেন, 'চড় মারলেন সেটা আপনার দেখলেন। এই পরিবেশ যদি হয়, তবে কোনও কথাই বলা যাবে না।' এই প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, 'এখানকার মানুষ বেশ কিছু বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। কারও ব্যক্তিগত কোনও সমস্যার মধ্যে তো আর আমি কথা বলতে পারব না। মানুষ অভিযোগ জানালে আক্রান্ত হবে না। কেউ আক্রান্ত হয়েছেন কিনা আমি দেখিনি। কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন। সেই কারণেই এইরকম কিছু ঘটে থাকতে পারেন।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামের মানুষের এলাকার পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি মন্ত্রীকে চড় মারার কথা জানিয়েছেন। তাঁর পিঠ চাপড়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন মন্ত্রী। এমনকী ওই ব্যক্তির কাছে ভুলও স্বীকার করেছেন মন্ত্রী। তবে সেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে কোনওরকম নির্দেশ দেননি। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ নয়, দিদির সুরক্ষার বংদোবস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এত বড় সাহস, মন্ত্রীর সামনে মুখ খুলেছেন বলে চড় মারা হয়েছে। তৃণমূল যা বলে, মানুষকেও তাই বলতে হবে। না বললেই এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। দিদির ভূতরা মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছে বা গলা ধাক্কা খাচ্ছে।' এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, 'জনগণের সুরক্ষা গ্যারাণ্টি দিদি দিচ্ছে এটাই ছিল কর্মসূচি। কিন্তু, দিদি মানুষকে কেমন সুরক্ষা দিচ্ছেন সেটা দত্তপুকুরে দেখা গেল। দুর্নীতি বা অনুন্নয়ন নিয়ে কথা বলা যাবে না।

বার্ষিক ক্রীড়ার আসর উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ রায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ ট্রেনড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক ক্রীড়ার আসর এবার হাওড়ায়। দ্য ট্রেনড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চের তরফ থেকে শনিবার সকালে হাওড়ার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে স্টেট লেভেল বার্ষিক ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। জানা গেছে, দীর্ঘ কয়েক ধরেই এই স্পোর্টস আয়োজিত হয়ে আসছে। গত দু'বছর কোভিডের কারণে তা বন্ধ ছিল। এবছর ফের আয়োজন করা হয়েছে এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার। মোট ৬৫টি নার্সিং স্কুল কলেজ এতে অংশ নিয়েছে বলে জানা গেছে। সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগিরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। শুধু সরকারি নয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নার্সিং স্কুল কলেজ থেকেও প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্টুডেন্ট নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন এবং দ্য ট্রেনড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চের তরফ থেকে এদিন এই স্পোর্টসের আয়োজন করা হয়।

'ভারত জোড়ো', সিপিআইএমের ভূমিকায় নজর বিভিন্ন মহলের

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ 'ভারত জোড়ো' যাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন খোদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। কিংতু শেষ পর্যন্ত সিপিআইএম সহ বামেরা কী করে, তা জানতে অনেকে উৎসাহী। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদককে 'সেলিমদা' বলে সম্বোধন করে শুক্রবার চিঠি পাঠিয়েছেন অধীর। সেলিম ছাড়াও অন্য বাম দলগুলি যেমন আরএসপি, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক সব দলের নেতাকেই ২৩ জানুয়ারির 'ভারত জোড়ো' যাত্রায় সামিল হতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এমনকি, চিঠি পাঠানো হয়েছে তুলনায় ছোট রাজনৈতিক দল পিডিএসের রাজ্য সম্পাদক সমীর পুততুণ্ডকেও। পৃথক ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে। কংগ্রেসের আমন্ত্রণপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করে সেলিম জানিয়েছেন, তাঁরা কী করবেন, দলে আলোচনা করেই সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪০ জন বাসযাত্রী

গোপাল রায়, আরামবাগ,১৪ জানুয়ারি ঃ বাসের সাথে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪০জন বাসযাত্রী। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে গোঘাট থানার কোতুলপুর থানার হলদি মোড়ে। জানা গেছে, একটি বাস আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে বাঁকুড়া দিকে যাচ্ছিল ওই সময় অন্য একটি লরি আরামবাগের দিকে আসছিল ওই সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের সাথে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটি ঘটেছে, জয়রামবাটি আরামবাগ রোডের হলদিমোড় এলাকায়। বাসের মধ্যে থাকা বহু যাত্রী আহত হয়।স্থানীয় বাসিন্দারা কোতুলপুর ও গোঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে ব্যাপক বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করে। পরে পুলিশের আশ্বাসে স্থানীয়রা অবরোধ তুলে নেই। বাস যাত্রীদের উদ্ধার করে আহতদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। পরে আহতদের রেফার করা হয় আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে। এই ঘটনায় দশজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। বাস চালক ও লরি চালক গুরুতরাও আহত হওয়ায় তাদেরকেও আরামবাগ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ গাড়ি দুটিকে আটক করেছে।

গঙ্গাসাগরে যেতে গিয়ে শনিবার কলকাতার ঘাটে বিপাকে ২০০ পুণ্যার্থী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ বেসরকারি সংস্থার

ক্রুজে গঙ্গাসাগরে যেতে গিয়ে শনিবার প্রায় ২০০ জন পুণ্যার্থী বিপাকে পড়েন। কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থার প্যাকেজ টুরে টাকা দিয়ে তাঁরা গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। তালিকায় ভিন রাজ্যেরও অনেকেই ছিলেন। ঝাড়খণ্ড, মথুরা, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন শহর থেকে পুণ্যার্থীরা এসেছিলেন এদিন। মিলেনিয়াম পার্ক থেকে সেই ক্রুজ ছাড়ার কথা ছিল। তাঁদের অভিযোগ, ভোর সাড়ে ৫টায় এই ক্রুজ ছাড়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা সেখানে পৌঁছেও যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন, বেসরকারি সংস্থার কাউঃটার বন্ধ। কোনও কর্মী সেখানে নেই। এরই মধ্যে কারও কারও ফোনে বার্তা আসে ঘন কুয়াশার কারণে ক্রুজ ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পুণ্যার্থীরা। অভিযোগকারীরা জানান, গঙ্গাসাগরে যাওয়ার জন্য একটি বেসরকারি সংস্থার ক্রুজ বুক করেছিলেন তাঁরা। অনলাইনে আসন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া চলে। ই টিকিটও পেয়েছিলেন। সেই টিকিটের মুদ্রিত প্রতিলিপি সঙ্গে নিয়ে শনিবার মিলেনিয়াম পার্ক জেটি ঘাটে তাঁরা পৌঁছে যান। সকাল ৫টায় ছিল মিলেনিয়াম পার্কে পৌঁছনোর সময়। সকাল সাড়ে ৫টায় লঞ্চ ছাড়ার কথা। এদিকে নির্ধারিত সময় পার করে গেলেও কাউকে দেখতে পাননি তাঁরা। এই লঞ্চ সরাসরি বেণুবনে যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রীদের দাবি, টিকিটবাবদ কারও কাছে দেড় আবার কারও কাছ থেকে ২ হাজার টাকা নেওয়া হয়। এমনকী ৪ হাজার টাকাও নেওয়া হয়। প্যাকেজ হিসাবে নেওয়া হয় সেই টাকা। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় নর্থ পোর্ট থানার পুলিশ।

ক্ষুব্ধ যাত্রীরা বলেন, ২টো সময় ছিল ক্রুজ ছাড়ার। একটা সকাল সাড়ে ৫টা, অন্যটা বেলা ২টোয়। আমরা কেউ ট্রেনে, কেউ বিমানে কলকাতায় এসে সময়ের আগেই এখানে এসে পৌঁছই। ভোর ৪টেয় হোয়াটস অ্যাপে জানিয়েছে ক্রুজ বাতিল। এখন ফোন করছি, ফোন ধরছে না। কুয়াশার কারণে যাচ্ছে না বলল। অথচ অন্য জলযান যাচ্ছে। এমনকী টাকা ফেরতের জন্যও সময় চেয়েছে। আমাদের থেকে তো ৪ হাজার টাকা নিয়েছে। শুধু যাওয়ার জন্য। ৭ হাজারে যাতায়াত।

মৈত্রী এক্সপ্রেসের চাকার পাশে শুয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছিল যুবক!

দুরন্ত বার্তা, কলকতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিএসএফের চরম গাফিলতি প্রকাশ্যে এসেছে। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী এক্সপ্রেসের চাকার পাশে থাকা বাক্সে শুয়ে প্রায় ১২০ কিলোমিটার পাড়ি যুবকের! সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের খুলনা পৌঁছনোর উদ্দেশ্যেই এভাবে যাত্রা করেছিল, পুলিশকে জানায় ধৃত যুবক। নদিয়ার গেদে স্টেশনের চেকপোস্টে ওই যুবককে দেখে ফেলেন আরপিএফ কর্মীরা। তাকে গ্রেপ্তার করে রানাঘাট রেল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার রানাঘাট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তার কোনও জঙ্গিযোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রেল পুলিশ জানিয়েছে, বছর চব্বিশের ওই যুবকের নাম সুমন আলি। তার বাড়ি উত্তরপ্রদেশের মথুরার সরাই এলাকায়। তবে সম্প্রতি সে কাশ্মীরের শ্রীনগরে থাকত। সেখানে একটি স্ক্র্যাপ মালের দোকানে কাজ করত বলে সে পুলিশকে জানিয়েছে। তার কাছে আধার কার্ড ও একটি মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারীরা জানান, ধৃতের মোবাইলের কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ও সিআইডির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এদিকে দুই বাংলার সংযোগকারী এই ট্রেনে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা। পূর্ব রেলের আরপিএফের আইজি পরম শিব জানান, ট্রেনটির ঢোকা, বেরনো, যাত্রী সুরক্ষা, ট্রেনে এসকর্ট থেকে লাইন সব দেখার দায়িত্ব বিএসএফের। এই দেখভালের জন্য এক কোম্পানি বিএসএফ রয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রের খবর, গত বুধবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কলকাতা স্টেশন ছেড়ে রানাঘাট হয়ে সকাল ৯টা ১১ নাগাদ গেদে স্টেশনে পৌঁছয় মৈত্রী এক্সপ্রেস। মাঝের ১২০ কিলোমিটার যাত্রাপথে সেটি কোথাও থামে না। আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী গেদে স্টেশনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চেকপোস্ট পার করে বাংলাদেশে চলে যায়। পুলিশের দাবি, কলকাতা স্টেশনে মৈত্রী এক্সপ্রেসের নিচে ঢুকেছিল বলে জেরায় জানিয়েছে ধৃত। কলকাতা স্টেশনে রেল পুলিশের নজরদারির মধ্যে ওই যুবক কীভাবে ট্রেনের নিচে ঢুকে গেল? পূর্ব রেলের আরপিএফের আইজির কথায়, কলকাতা স্টেশনে এই দায়িত্ব বিএসএফের।

পুর এলাকায় মিলছেনা আবাস যোজনার বাড়ি, প্লাস্টিকের ভরসায় বসবাস

প্রীতম সাধুখাঁ, শেওরাফুলী, ১৪ জানুয়ারি ঃ কারো ছয় মাস কারো এক বছর আগে শুরু হয়েছে পুর এলাকায় বাড়ি তৈরির কাজ কিন্তু এক বারের বেশি টাকা পান নি অধিকাংশ পরিবার ফলে, এই ঠান্ডায় কষ্টে দিন কাটাতে হচ্ছে বৈদ্যবাটী পুর এলাকার অনেক গরিব মানুষকে। কোনও পরিবার ছিটেবেড়া দিয়ে ঘর করে পলিথিন চাপিয়ে রয়েছে আবার কেউ ক্লাব এর জায়গায় সাময়িক ভাবে থাকছে, কোনও পরিবার মোটা টাকায় ভাড়া থাকছে।প্রশাসন সূত্রের খবর, পুর এলাকার গরিব মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 'সবার জন্য বাড়ি' (হাউস ফর অল) প্রকল্প রয়েছে। বাড়ি তৈরিতে মোট খরচ ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। এ মধ্যে উপভোক্তাকে দিতে হয় ২৫ হাজার টাকা। বাকি টাকা কেন্দ্র চারটি কিস্তিতে দেয়। বৈদ্যবাটী পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানকার ২৩টি ওয়ার্ডে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে অনুমোদিত হওয়া মোট ৭২০টি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে ওই প্রকল্পে। প্রথম কিস্তিতে উপভোক্তা পরিবারগুলি ৫০ হাজার টাকা করে পায়। তা দিয়ে বাড়ির ভিত পর্যন্ত কাজ তার পরে পরিবারকে দ্বিতীয় কিস্তিতে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। পরিবারগুলি জানলাস্তর বাড়ি করেছে। কিন্তু, আর কোনও টাকা না আসায় ৮-৯ মাস ধরে কাজ থমকে রয়েছে।ফলতো চরম ভোগান্তির মুখে একাধিক পরিবার।২০ নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর লাহানগর কলোনির বাসিন্দা যমুনাবালা দাস প্রকল্পের একজন উপভোক্তা। তিনি বলেন, ৫-৬ মাস হয়ে গেল, প্রকল্পের বাড়ি তৈরির জন্য ঘর ভেঙেছি। ৫০ হাজার টাকা পেয়েছি। ভিত পর্যন্ত কাজ হয়েছে আর টাকা পাইনি। ক্লাব থেকে একটা ঘর দিয়েছে যাতে দরজা নেই। পলিথিন টাঙিয়ে থাকছি, ছেলে বৌমা নাতিকে নিয়ে ক্লাবে দরমার ঘরে থাকে। শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছি সবাই। আমার হাতপা ফুলে যাচ্ছে ঠান্ডায়। সেই ওয়াডের আর এক বাসিন্দা জানান ৫০ হাজার টাকা পেয়ে ঘর শুরু করেছি তার পর থেকে আর কোনো টাকা ঢোকে নি একটা বর্ষা কেটে গেছে , শিতে খুব কষ্ট পাচ্ছি।পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, কেন্দ্র এই প্রকল্পের টাকা সময়মতো পাঠাচ্ছে না। তার ফলেই এই পরিস্থিতি। ভুক্তভোগীরা পুরসভায় এসে দরবার করছেন। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হরিপদ পাল বলেন, এই ওয়ার্ডে অনেক গরিব মানুষের বাস। বাড়ি তৈরির টাকার জন্য ওঁরা রোজ আমার কাছে আসছেন। সমস্যার কথা পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো বলেন, এই প্রকল্পে ১৪-১৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্র যে ভাবে টাকা পাঠাচ্ছে, তা দিয়ে এত বাড়ি একসঙ্গে তৈরি করা সম্ভব নয়। কম টাকা আসায়, দ্রুত কাজ করা যাচ্ছে না। কাঁচাবাড়ি ভেঙে সেই জায়গায় ওই প্রকল্পের কাজের জন্য শীতে দুরবস্থার মধ্যে মানুষকে থাকতে হচ্ছে। খারাপ লাগছে।

বাংলার বিখ্যাত ৫ টি মন্দির এখন গঙ্গা সাগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি ঃ মকর সংক্রান্তির পূর্ন লগ্নে কয়েকলক্ষ ভক্তের আগমন ঘটেছে গঙ্গা সাগরে।আর এই গঙ্গাসাগরকে পর্যটনে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গঙ্গাসাগরে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী বাংলার মন্দির। পর্যটন ক্ষেত্রকে সুদূর সম্প্রসারণ করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাঁচটি মন্দিরকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।গঙ্গাসাগর এখন মিনি ভারত।কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারি দেশের সব প্রান্তের মানুষ ভিড় জমিয়েছে বাংলার এই পবিত্র ভূমিতে। কিন্তু শুধু গঙ্গাসাগর নয়, এই বাংলার আরও অনেক তীর্থক্ষেত্রেরও অপার আকর্ষণ আছে ভক্ত দের মধ্যে। কথায় আছে,সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। কিন্তু, ২০১১ সালের পর থেকে সেই কথিত কথা যেন অতীত হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আমল পরিবর্তন ঘটেছে গঙ্গাসাগর মেলা তে।একবার গঙ্গাসাগরে পুণ্য স্নানের জন্য গিয়ে যদি মেলে বাংলার অন্যতম পাঁচ তীর্থভূমি দেখার সুযোগ। সেরকমই ব্যবস্থা করা হয়েছে এ বছর গঙ্গাসাগরে । বাংলার পাঁচ পুণ্য তীর্থ, পাঁচ শ্রেষ্ঠ মন্দিরের রেপ্লিকা তৈরি করা হয়েছে সাগরে। জেলার একাধিক শিল্পী এবং আর্ট কলেজের পড়ুয়ারা নির্মাণ করেছেন ওই মন্দিরগুলি। গঙ্গাসাগরে গেলেই দেখা মিলবে কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর ও মালদার জহুরা কালী মন্দির। সেই তীর্থ ভূমিগুলি তেই বছরভর দেশের নানা প্রান্তের মানুষ ভিড় জমান। এবারের সাগরমেলায় বাংলার উল্লেখযোগ্য সেরকম পাঁচটি শক্তিপীঠের মডেল তুলে ধরা হচ্ছে। এগুলি হল কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর ও মালদার জহুরা কালী মন্দির। পাঁচ মন্দিরকে একত্রে তুলে ধরা হচ্ছে 'বাংলার মন্দির' নামে। মেলা মাঠের চার নম্বর রাস্তার মাঝামাঝি একটি এলাকার মধ্যে গড়ে উঠেছে এই পাঁচ মন্দির।নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাছাই ৬০ জন শিল্পী দিনরাত এক করে ফুটিয়ে তুলছেন এই অপরূপ শিল্পকর্ম। শিল্পীরা বিভিন্ন আর্ট কলেজের পড়ুয়া বা প্রাক্তনী। মন্দির গুলিকে আধুনিক আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পুণ্যার্থীদের মনে হবে আসল মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া অনলাইনে সরাসরি আসল তীর্থক্ষেত্র থেকে পুজো দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে এখানে। বাংলার মন্দিরএই কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছে দীপঙ্কর দত্ত ও তার দলের শিল্পীরা। দীপঙ্কর দত্ত বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় বহু পুন্যার্থীরা ভিড় জমায় , বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করে দিতে এই বছরের এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাংলার মন্দিরের মাধ্যমে বাংলার পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের দরবারে প্রতিস্থাপন করায় লক্ষ্য রয়েছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে বাংলার এই প্রসিদ্ধ পাঁচ মন্দিরের মডেল তৈরি করার জন্য সময় লেগেছে। বাংলার মন্দির তৈরি করতে মোট ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মেলার শুরুর আগে থেকেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বাংলার পাঁচ মন্দির। বহু পুণ্যার্থীরা ইতিমধ্যেই দর্শন করেছে বাংলার এই প্রসিদ্ধ পাঁচ মন্দিরকে। অলকা চৌধুরী নামে এক পর্যটক বলেন, দ্বিতীয় বছর গঙ্গাসাগর মেলায় এসে এত সুন্দর বাংলার পাঁচটি মন্দিরের মডেল দেখতে পাব আমরা ভাবিনি। বাংলার এই প্রসিদ্ধ পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে বেশ কয়েকটি মন্দির আমি দর্শন করেছি সেই মন্দিরের মতনই এই মন্দির গুলো তৈরি করা হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে গঙ্গাসাগরে এসে এবছর খুব ভালো লাগছে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, গঙ্গাসাগর মেলা কে আন্তর্জাতিক মেলার ঘোষণা করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গঙ্গাসাগরের আগে একটি মাত্র অস্থায়ী হেলিপ্যাড ছিল সেই একটি হেলিপ্যাডের বদলে এ বছর স্থায়ী তিনটি হেলি প্যাড তৈরি করা হয়েছে। গঙ্গাসাগরে পর্যটকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরার জন্য বাংলার প্রসিদ্ধ পাঁচটি মন্দির কে এ বছর গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গঙ্গাসাগরে শুধু এই রাজ্যের নয় ভিন্ন রাজ্য থেকে বহু পর্যটক ভিড় জমায়। বিশ্বের দরবারে গঙ্গাসাগর মেলা কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদা চিন্তিত।

আরপিএফ মালদা মিশন সুধার-এর অধীনে সচেতনতা অভিযান

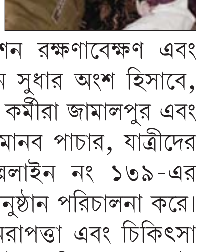

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ একটি উদ্ভাবনী মিশন সুধার (পরিষেবা আপগ্রেডেশন, ডিকঞ্জেসন এবং হলিস্টিক অ্যাকশন ফর অ্যামেনিটিজ পুনরুদ্ধার) মালদা বিভাগে শ্রী বিকাশ চৌবে,ডিআরএম মালদা দ্বারা এসআইজি (পরিষেবা উন্নতি গ্রুপ) এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার দিকগুলির সামগ্রিক উন্নতি প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে। আবর্জনা ফেলা, টিকিটবিহীন ভ্রমণ রোধ করা, স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষেবার মান পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। এই মিশন সুধার অংশ হিসাবে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এর আধিকারিক এবং কর্মীরা জামালপুর এবং ভাগলপুরে মাদকদ্রব্য, অ্যালার্ম চেইন পুলিং, মানব পাচার, যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরি, আবর্জনা ফেলা এবং হেল্পলাইন নং ১৩৯-এর সুবিধাগুলির বিরুদ্ধে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। স্টেশনগুলি বিরক্তিকরভাবে ১৩৯ নম্বরটি নিরাপত্তা এবং চিকিৎসা সহায়তা, সাধারণ অভিযোগ, সতর্কতা সম্পর্কিত অভিযোগ, পার্সেল ও পণ্য, আইআরসিটিসি চালিত ট্রেন এবং অভিযোগের স্থিতি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেবে। এটি পিএনআর স্ট্যাটাস, আগমন সংক্রান্ত তথ্যের মতো অনুসন্ধানগুলিও সমাধান করবে। ট্রেনের প্রস্থান, বাসস্থান, ভাড়া অনুসন্ধান, টিকিট বুকিং ইত্যাদি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪৬ সংখ্যা, রবিবার, ৩০ পৌষ ১৪২৯

কথা উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে

সম্পাদকীয়

উন্নয়নশীল দেশগুলির কথাকে গুরুত্ব দেবে ভারত জি-২০ সম্মেলনে তা নিয়ে বিদেশ মন্ত্রক মন্তব্য করেছে। তারা বলেছে যে এবারে জি-২০ সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। নাহলে বহু সমস্যার কথা একেবারে অজানা থেকে যাবে। বহু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ছাড়াও বিশ্বে বহু সমস্যা রয়েছে। খাদ্য বাসস্থানের সমস্যা রয়েছে। রয়েছে শরনার্থী সমস্যা। তেল জ্বালানি সমস্যার চরম আকার ধারন করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বের করতে হবে। সব দেশ যাতে সমান অধিকার লাভ করতে পারে তার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। সবার কথাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। শুধু মাত্র শক্তিশালী দেশগুলির কথাকে মান্যতা দিলেই চলবে না। পাশাপাশি আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা সহ যেসব দেশের কথা এক সময়ে শোনা হতো না এবারে জি-২০ সম্মেলনে তাদেরকে কথাকে সবার সমানে মেলে ধরতে হবে। বিশ্ব উন্নতি করতে গেলে সবার কথাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত এবং তাদের কথাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। শুরু হতে চলেছে 'ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ'। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেসব সমস্যার জাগতে শুরু করে দিয়েছে তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে ভারত উদ্যোগী। কিন্তু সবাই এক মতে সামিল না হত পারলে কিন্তু সমস্যার সমাধান করা একেবারে অসম্ভব বলে মনে করে ভারত। জি-২০ সম্মেলনে প্রায় ১২০টি দেশরে রাষ্ট্র নেতাদের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে এবারে আলোচনা সূচিতে থাকছে সমস্যা এবং তার সমাধানের পথ রচনা করা। গ্লোবাল সাউথ সম্মেলনে যেসব রাষ্ট্র নেতারা যোগ দেবেন তাদের বহু জন রাশিয়া এবং আমেরিকার কথা শুনে চলে না। তারা ইউরোপের নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করে না। তারা ইউক্রেনের শান্তি ফেরাতে কূটনীতির পথকে বেছে নেওয়ার কথা বলতে ইচ্ছুক। অর্থনৈতিক বেহাল অবস্থাকে ফেরাতে মুক্ত আর্থিক নীতি গ্রহণ করার পক্ষে সায় দিতে ইচ্ছুক তারা। প্রয়োজন হলে সর্বস্তরে ব্যবসা বৃদ্ধি করার দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আজকে বিশ্বের কোনও স্থানে সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ খুব কাছাকাছি অবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনেতিক এবং সামাজিক অবস্থা সারা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে। কোনও একটি মেরুর দিকে ঝুঁকে বিশ্ব রাজনীতি করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা সারা বিশ্বে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আর্থিক উন্নতি লাভ না করতে পারলে রাজনৈতিক প্রভাব একেবারে বানচাল হয়ে যেতে পারে সেই ধারনার অভাব। সেই ধারনা তৈরি করতে এবারে ভারতকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ থামলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ ইউক্রেনকে যেভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু ইতিহাসের পাতায় লজ্জাজনক অবস্থায় থাকবে। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ মূলত শক্তিশালী দেশের মর্যাদার লড়াইতে পরিণত হয়েছে। শক্তিশালী দলের মর্যাদা অভিমান রাস্তা পরিত্যাগ করলেই ইউক্রেন যুদ্ধ সমাপ্ত হবে বলে বিশ্ব রাষ্ট্র নেতারা বিশ্বাস করে। ভারত এই রকম অবস্থা থেকে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। আজকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতকে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জি-২০ সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভারত মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে বিশ্বে বহু সমস্যা রয়েছে যে সব কথা আমেরিকা একেবারে কানে তোলে না। আমেরিকা আর্থিক দিক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানসহ সব ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে। তার ফলে অনুন্নত দেশগুলি তাদের কাছ থেকে উন্নয়নের ব্যাপারে সহযোগিতা পাওয়ার কথা ব্যক্ত করতে পারে। তাতে কোনও অপরাধ নেই। কিন্তু আমেরিকার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা উদার নন। তারা রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে তবেই সাহায্যের হাত প্রসারিত করে থাকে। আমেরিকার উচিত হচ্ছে উদার মনে বিশ্বের সমস্ত অনুন্নত দেশগুলিকে সহযোগিতা করা। তাহলে গোটা বিশ্ব উন্নয়নের পথ ধরে এগোতে থাকবে। ইউরোপের দেশগুলিকে এই পথ ধরে এগিয়ে আসা উচিত। সবাই যদি উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে থাকে তাহলে কিন্তু বিশ্বের সব রাষ্ট্রগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। এই বিশ্বের একটি রাষ্ট্রে জনগণ খেতে পায় আবার অন্য রাষ্ট্রে জনগণ অভুক্ত অবস্থায় থাকে। এই নিয়ে আলোচনা করাটাও বিড়ম্বনা হয়। এই খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে গেলে খোলা মনে এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু কার্যত দেশকে পাওয়া যায় যে রাজনৈতিক স্বার্থকে সামনে রেখে সাহায্য এগিয়ে আসতে শুরু করে। তাতে লাভ হয় না। বরং আরও বেশি করে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবারে জি-২০ সম্মেলন একটি বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হবে। আর্থিক উন্নযনের বার্তা দেওয়া থেকে শুরু করে সব সমস্যার সম্পর্কে আলোচনা এবং তার সমাধান করার পথ রচিত হওয়ার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হবে বলে বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে ইউরোপ গোষ্ঠী এবং আমেরিকা ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা নিয়ে তারা প্রশ্ন রাখতে পারে। রাশিয়া ইউক্রেনে মানবাধিরাকে লঙ্ঘন করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে যুদ্ধকে বজায় রেখে বিশ্বের সমস্যা সৃষ্টি করছে।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

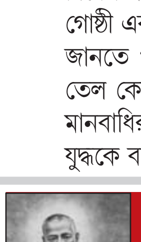

তারাপীঠ হচ্ছে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। সেখানে সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধক ছিলেন। তারাপীঠ এক সময়ে গভীর জঙ্গলে পরিণত ছিল। ভয়ে সেকানে কোনও লোকেরা যেত না। সাধক বামাক্ষ্যাপা সেখানে থাকতেন তন্ত্র সাধনা করতে। শব সাধনা করতেন। তিনি পরে তন্ত্র সাধনার পথকে ত্যাগ করে কালী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেন। মা কালীর পরম ভক্ত হয়ে গেলেন। মানব শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিতকরে আপন অধিকার সঞ্চয় করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে মানব সেবার কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

এশিয়া চর্চার প্রাণকেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি

১৭৮৪ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত কেবল মাত্র ইউরোপীয়ানরা এই সংস্থার সদস্য হতে পারতেন। তারপরে ব্রিটিশ পণ্ডিত মহল চিন্তা করেন এই সংস্থাকে কেবল মাত্র ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সদস্য মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে একটি সময়ে এশিয়ার চর্চা বা প্রাচ্য চর্চা অসমাপ্ত রূপ পরিগ্রহ করবে। সেই দিলে লক্ষ্য রেখে ১৮২৯ সালে এইচএইচ উইলসনের উদ্যোগে প্রিন্স দ্বরকানাথ ঠাকুর, মহারাজ বুনওয়ারি গোবিন্দ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজচন্দ্র দাস, রাম কলম সেন এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মতো কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় এই সংস্থার সদস্য হন। প্রাচ্যবিদ ব্রজেন্দ্র নাথ দে এবং তাঁর নাতি ইতিহাসবিদ বরুণ দে উভয়ের এই সংস্থার কিছু সময়ের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সোসাইটির জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলে ১৮১৪ সালে নাথানিয়েল ওয়ালিচের তত্বাবধানে। ১৮৪৯ সালে এই জাদুঘরের ক্যাটালগ প্রকাশ লাভ করে। ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত সোসাইটির নিজস্ব জাদুঘরটি ছিল। তারপরে ১৮১৪ সালে ভারতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করলে সোসাইটির বেশির ভাগ মূল্যবান সংগ্রহ হস্তান্তর হয়।

রবীন্দ্র কুমার শীল

এশিয়া চর্চা এবং গবেষণার প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে এশিয়াটিক সোসাইটি। ভারতের ব্রিটিশ শাসন কালে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্সির তৎকালীন রাজধানি কলকাতায় বিচারপতি রবার্ট চেম্বার্সের সভাপতিত্বে ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ সালে ফিলোলজিস্ট উইলিয়াম জোন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউলিয়াম জোন্স কলকাতায় এসেই চিন্তা করেছিলেন যে এশিয়ার দুর্লভ সম্পদগুলিকে রক্ষা করতে হবে। এটা রক্ষা করতে না পারলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি এক সময়ে চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতে পারে। সেই কারণে এশিয়ার দুর্লভ সমস্ত সম্পদকে রক্ষা করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠা করে যান। ১৮৩২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'দ্য এশিয়াটিক সোসাইট অব বেঙ্গল'। তারপরে ১৯৩৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। অবশেষে ১৯৫১ সালে ১ জুলাই এই প্রতিষ্ঠানের নাম বর্তমান নাম অনুসারে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ১৮০৮ সালে সোসাইটি এই ভবনে চলে আসে। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়ার বিষয়ে অধ্যায়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে কলকাতায় নির্বাচিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ নাগরিকদের সার্কুলার পাঠান। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ সালে ৩০ জন ব্রিটিশ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সুপ্রিম কোর্টের গ্রাণ্ড জুরি রুমে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এশিয়ার চর্চার প্রাণ কেন্দ্র অতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এশিয়া চর্চা সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে এটি সম্পদ স্বরূপ হিসাবে গ্রহণীয় হতে থাকবে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মেমোরেন্ডাম স্যার জোন্স প্রস্তুত করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে প্রাথমিক সদস্য ছিলেন চার্লস উইলকিন্স এবং আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৭৯৬ সালে সোসাইটি নিজস্ব ভবন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জে এইচ হ্যারিংটন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট

সোসাইটির জন্য পার্ক স্ট্রিট এবং চৌরঙ্গীর কোনে একটি স্থান নির্বাচন করেছিলেন। ১৫ মে ১৮০৫ সালে এই স্থানটি মঞ্জুর লাভ করে। ক্যাপ্টেন টমাস প্রেস্টন মূল ভবনের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। ফরাসি স্থপতি জঁ-জ্যাক পিটো এর কিছু পরিবর্তন করে একটি দ্বিতল ভবন তৈরি করেন। সোসাইটির প্রথম ত্রৈমাসিক সভা ১৮০৮ সালে ৩ ফেব্রয়ারি এই নতুন ভবনে আয়োজন করা হয়েছিল। ১৭৮৪ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত কেবল মাত্র ইউরোপীয়ানরা এই সংস্থার সদস্য হতে পারতেন। তারপরে ব্রিটিশ পণ্ডিত মহল চিন্তা করেন এই সংস্থাকে কেবল মাত্র ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সদস্য মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে একটি সময়ে এশিয়ার চর্চা বা প্রাচ্য চর্চা অসমাপ্ত রূপ পরিগ্রহ করবে। সেই দিলে লক্ষ্য রেখে ১৮২৯ সালে এইচএইচ উইলসনের উদ্যোগে প্রিন্স দ্বরকানাথ ঠাকুর, মহারাজ বুনওয়ারি গোবিন্দ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজচন্দ্র দাস, রাম কলম সেন এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মতো কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় এই সংস্থার সদস্য হন। প্রাচ্যবিদ ব্রজেন্দ্র নাথ দে এবং তাঁর নাতি ইতিহাসবিদ বরুণ দে উভয়ের এই সংস্থার কিছু সময়ের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সোসাইটির জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলে ১৮১৪ সালে নাথানিয়েল ওয়ালিচের তত্বাবধানে। ১৮৪৯ সালে এই জাদুঘরের ক্যাটালগ প্রকাশ লাভ করে। ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত সোসাইটির নিজস্ব জাদুঘরটি ছিল। তারপরে ১৮১৪ সালে ভারতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করলে সোসাইটির বেশির ভাগ মূল্যবান সংগ্রহ হস্তান্তর হয়। তবে সোসাইটির একটি নিজস্ব সংগ্রহশালা রয়েছে সেখানে অশোকের শিলালিপি (আনুমানিক ২৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) সহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাচীন প্রত্নসামগ্রী এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। ভারতে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বোম্বে' এবং বাংলাদেশে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' রয়েছে। পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। ১৮৪৬ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক-সহকারি সচিব নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় দশ বছর অফিসে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সচিব এবং সংস্থার প্রথম ভারতীয় সভাপতি হয়েছিলেন। সেই সালটি হচ্ছে ১৮৮৫ সাল। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে তাঁর নামে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃপক্ষ তাঁর নামে একটি সভাকক্ষের নামকরণ করেছে। এবং বর্তমানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামাঙ্কিত রাজারহাটে এশিয়াটিক সোসাইটির আর একটি নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে। এর ফলে এশিয়ার চর্চার শ্রীবৃদ্ধি ক্রমশ লাভ করতে শুরু করেছে। এশিয়াটিক সোসাইটির নাম আজকে বিলাতের সীমানাকে অতিক্রম করে সারা ইউরোপ তথা বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। সভাপতি ডক্টর স্বপন প্রামানিক, সম্পাদক ডক্টর সত্যব্রত চক্রবর্তী, অধ্যাপক ডক্টর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শঙ্কর নাথ, ডক্টর রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্যামল চক্রবর্তী, ডক্টর নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত সেনসহ সংস্থার বিভিন্ন কর্মী এবং সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংস্থাকে আর বেশি করে বিশ্বের দরবারে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টায় ব্রতী। ২৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে পদার্পণ করলো বিশ্বের অন্যতম প্রাচীনতম গর্বিত প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি। এদিনের প্রতিষ্ঠা দিবসে সকাল বেলায় স্যার ইউলিয়াম জোন্সের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার পাশাপাশি এদিন বিদ্যাসাগর প্রেক্ষাগৃহে বক্তব্য রাখতে উপস্থিত থাকছেন ডক্টর চন্দ্রিমা সাহা (সভাপতি, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স)।

কলকাতায় সাহিত্য উৎসব এবং ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা মেলা

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতায় সাহিত্য উৎসব এবং ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা মেলার আয়োজন করা হয়েছে রবীন্দ্রসদন এবং নন্দন চত্বরে। প্রতি বছর করা হয়ে থাকে। গত কয়েক বছর এই মেলা করা হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ ছিল করোনা সংক্রমণ। করোনা সংক্রমণ আমাদের ছাপা বইকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে। করোনা সংক্রমণ ডিজিটাল নির্ভর জগত তৈরি করে দিয়েছিল। সারা বিশ্ব জুড়ে ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ গড়ে উঠতে থাকে। তার ফলে ছাপা শব্দটি ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। সেই সময়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তাহলে কি দলিল দস্তবেজ একেবারে হারিয়ে গেল? ছাপানো পুস্তক থেকে কি মানুষ সত্যিকারের বহিস্কার হতে শুরু করে দিয়েছে? কিন্তু একদল বই প্রেমিক ব্যাক্তিরা এবং বিশ্বের পণ্ডিত সমাজ বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন, ছাপানো বা লেখা কোনও সময়ে বন্ধ হবে না। সেটা চিরকালই থাকবে। হারিয়ে যেতে পারে না। ডিজিটাল ব্যবস্থা সাময়িক ব্যবস্থা। ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চিরকালীন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। আধুনিক যুগে ডিজিটাল পদ্ধতি বা প্রযুক্তির ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারতের বর্তমান প্রশাসন ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে ডিজিটাল কিন্তু চিরকাল ধরে কোনও নিদর্শনকে রক্ষিত করে রাখতে পারবে না। সেটা কেবলমাত্র করতে পারবে ছাপা বা হস্তাক্ষর। ছাপাকে ভুলে গেলে চলবে না। ছাপা কোনও সময়ে বন্ধ হবে না। হাতের লেখাকে কোনও সময়ে বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। সব সময়ে মেসিনে বসে ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে টাইপ করে গেলে তা কিন্তু চিরকালীন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে না। চিরকালীন ব্যবস্থাকে গড়তে গেলে আমাদের ছাপাকে বা বেশি করে হস্তাক্ষরকে প্রাধান্য দিতে হবে।। আমরা যদি ডিজিটাল নির্ভর জগত গড়ে তুলি তাহলে কিন্তু বিরাট ভুল করবো। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ডিজিটাল ব্যবস্থা একেবারে সাময়িক পদ্ধতি। কিন্তু চিরকালীন পদ্ধতি নয়। একটি বই প্রায় কয়েক হাজার বছর টিকে থাকতে

পারে। একটি পুঁথিও কয়েক হাজার বছর সংরক্ষিত থাকতে পারে। কিন্তু ডিজিটাল ব্যবস্থাকে কয়েক হাজার বছর টিকিয়ে রাখা একেবারে মুশকিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ডিজিটাল ব্যবস্থা যন্ত্র নির্ভর। ভারতের মহাকাব্য 'রামায়ণ' 'মহাভারত' এবং 'গীতা' করে রচিত হয়েছিল। প্রায় হাজার বছর আগে। সেই সব লেখার অনুসন্ধান আজও আমরা করতে পারি। বাংলায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চণ্ডীদাস আজ থেকে প্রায় কয়েক শো বছর আগে রচিত করে গিয়েছিলেন। তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 'চর্যাপদ' প্রথম বাংলা কাব্য গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধ বিহারে বসে। সেই পুঁথি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে নেপাল থেকে। তিব্বত থেকেও বহু পুঁথি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং তা পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। হস্তাক্ষর ছিল বলে সে সেই সব প্রাচীন পুঁথিগুলিতে আজকে পাওয়া সম্ভব হল। সেগুলি যদি হাতে লেখা না হতো তাহলে কবে সেটাগুলি হায়িয়ে যেত। সেই কারণে প্রয়োজন হচ্ছে হস্তাক্ষর এবং ছাপার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া। আজকে নন্দন চত্বরে বাংলা সাহিত্য এবং ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার মেলা বসেছে। এই মেলা বসার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মানুষকে বেশি করে পত্র পত্রিকা প্রেমিক করে তোলা। সবাই যাতে পুস্তককে ভুলে না যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা। একটি সময়ে সারা বিশ্বে করোনা সংক্রমণ থাকার ফলে সবাই পুস্তক, পত্র পত্রিকাকে প্রায় ভুলতে বসে ছিল। কিন্তু করোনা সংক্রমণের কাল চলে গিয়েছে। ডিজিটাল নির্ভর হয়ে থাকলে এখন আর চলবে না। ফিরে আসতে হবে ছাপা এবং হস্তাক্ষর যুগে। নাহলে কিন্তু বাংলা তথা বিশ্বের বহু অমূল্য সম্পদ একেবারে হারিয়ে যেতে থাকবে। ছাপা এবং হস্তলেখাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গনে বসেছে সাহিত্য মেলা এবং ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা মেলা। এটা খুবই প্রয়োজন ছিল। বইয়ের সঙ্গে যত বেশি মানুষ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে ততই মানুষ আগামি প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। সাহিত্য চর্চা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক চর্চাও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকবে। বড় ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করার ক্ষমতা সকলের থাকে না। বড় ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে বহু অর্থের প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই কারণে শুরু হয়েছে ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার প্রকাশ। বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ থেকে শুরু করে গল্প উপন্যাস দেখতে পাওয়া যায় এই সব ক্ষদ্র পত্রিকাতে। বহু বিখ্যাত লেখকদের লেখক জীবন শুরু হয়েছিল এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করার মধ্যে দিয়ে। আগে হাতের লেখা দেওয়াল পত্রিকা ছিল। সেই সব দেওয়াল পত্রিকাকেও বাংলার বহু বিখ্যাত লেখক এবং কবিরা তাঁদের লেখা প্রকাশ করেছেন। সেখান থেকে তারা বড় হয়েছেন। সেই কারণে বলা যেতে পারে যে ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। সেই কারণে বর্তমান সরকার এই ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকাকে নিয়ে একটি মেলার আয়োজন করেছে। বাংলার ক্ষুত্র পত্র পত্রিকাগুলিও সাহিত্যে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারে সেটা মেলায় প্রকাশিত বই এবং পত্রগুলি দেখলেই বুঝতে পারা সম্ভব হবে। সাহিত্য চর্চাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল এই মেলাটি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ছবি-সৌরভ দত্ত

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিবসে 'রান ফর ফ্রিডম ফাইটার্স' নামে এক বিশেষ ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিবসে 'রান ফর ফ্রিডম ফাইটার্স' নামে এক বিশেষ ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করতে চলেছে শিলিগুড়ি ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। কদমতলা BSF ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের সহযোগিতায় আগামী ২৩ জানুয়ারি আয়োজিত হবে এই ম্যারাথন দৌড়। মহিলা, পুরুষ, সেনা জওয়ান সকলেই এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করবে। ২৩ তারিখ সকাল ৬ টা থেকে বাগডোগরা বিহার মোড় থেকে এই ১২ কিলোমিটার দৌড়ের সূচনা হবে এবং শেষ হবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রাঙ্গনে। শনিবার, দুপুর ১ টা নাগাদ শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান উদ্যোক্তারা। জানা গিয়েছে, ২০০ জন এই দৌড়ে অংশ নেবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ১০ জন সেনা জওয়ানদের পরিবার। সাথেই শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরাও এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত থাকবে।

বিক্ষোভের মুখে বিধায়িকা জুন মালিয়া

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে দিদির দূত কর্মসূচিতে এসে বিক্ষোভের মুখে বিধায়িকা জুন মালিয়া। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পটাশপুর ১ ব্লকের গোকুলপুর অঞ্চলের কাজিপাটনা এলাকায় 'দিদির সুরক্ষাকবচ' কর্মসূচিতে গিয়ে বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিধায়িকা। গ্রামবাসীরা বিধায়িকা জুন মালিয়ার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা খুব বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বহুবার বলার পরেও রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়নি। ভোট এলেই দেখা মেলে নেতাদের আর ভোট শেষ হলেই আর দেখা মেলে না নেতাদের। তাই দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। যদিও বিধায়িকা রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেন।

সাংসদের পথ আটকালেন এলাকার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ জানুয়ারি ঃ কেন কথা শুনবেন না। এলাকার বিধায়ক এলাকায় আসেন না। কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে সাংসদের কাছে বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দা তথা তৃণমূল কর্মীরাই। ঘটনাটি বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভার ষাটপলসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুদেবপুরে। শনিবার ওই এলাকায় দিদির দূত কর্মসূচিতে যান বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল। দলীয় কর্মী ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার কাছে অভিযোগ করা হয় ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক অভিজিত রায় ভোটের সময় শুধুমাত্র ২ দিন এসেছিলেন। তারপর আর তিনি এলাকায় আসেন নি। দলের নেতা ও কর্মীদের গুরুত্বও দেন না সাংসদের কাছে অভিযোগ করেন তৃণমুল কর্মীরা। বিষয়টি বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক অভিজিত রায়। শনিবার দুই জায়গাতে বিক্ষোভের মুখে পড়েন সাংসদ। নবকুমার দাস নামে এক বয়স্ক দলীয় কর্মী বলেন, প্রথম দিকে সিপিএম করতাম। পরে তৃণমূল করি। কুড়ি বছর রাজনীতি করছি। সাংসদকে পারিষদরা পাশ কাটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পথ রোধ করে দাঁড়ান ওই বয়স্ক মানুষ। তিনি বলেন, দাঁড়ান! তিনশো চৌষট্টি দিন যেখানে যাবেন যান। এখন আমার কথা শুনতে হবে। অসিত মাল দলীয় কর্মীকে বকুনি দেওয়ার সময় ওই ব্যক্তি বলেন, জনগণের ট্যাক্সে সাংসদের চলে। আমরাই উনাকে দিল্লি পাঠিয়েছি। উনার বাবা পাঠান নি। দলীয় কার্যালয়ে গেলে কেউ সম্মান দেন না। একইভাবে ময়ুরেশ্বর বিপিএইচসির সামনে নুরুল জামাল নামে এক ব্যাক্তি বলেন, কোনো পরিষেবা পাই না হাসপাতালে। সামান্য ডেলিভারি হলে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ কিম্বা সিউড়ি পাঠিয়ে দেয় ডাক্তারবাবুরা। অসিত মাল বলেন, মানুষের ক্ষোভ জানার জন্য তো এই সুরক্ষা কর্মসূচি। তবে হাসপাতালে পরিষেবা দেওয়া হয়। খোঁজ নিয়ে দেখেছি সব কিছু আছে। বিধায়কের বিরুদ্ধে দুই একজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আমি কথা বলবো। তবে বর্তমানে অভিজিত বাবাকে নিয়ে ভুগছে হয়তো সেই কারণে আজ আমার সাথে আসতে পারে নি।

ঘন কুয়াশায় ঢাকলো ডুয়ার্স

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি ঃ সকাল থেকে ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া, ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। ডুয়ার্সের হাসিমারা, মাদারিহাট, কালচিনি, দলসিংপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা সকাল থেকে কুয়াশার চাদরে মোড়া। সকাল থেকে রয়েছে ঘন কুয়াশার প্রভাব। কুয়াশার প্রভাব অত্যাধিক থাকায় খুবই ধীরগতিতে চলছে যানবাহন। কুয়াশার জেরে সড়কে দৃশ্যমানতা কম রয়েছে, যার জন্য গাড়ি গুলো ধীর গতিতে ও লাইট জ্বালিয়ে চলছে।

রাজগঞ্জে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে জখম বাইক আরোহী

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে জটিয়াকালী এলাকায়। দুটি গাড়ির সংঘর্ষের জেরে জখম এক বাইক আরোহী। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতের নাম মহম্মদ আলম (৪০)। বাড়ি রাজগঞ্জের গোলাবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির দিকে আসা একটি ট্রাক অপর একটি ট্রাককে ওভারটেক করার সময় হঠাৎ ব্রেক কষে। সেসময় পেছনে থাকা একটি বেসরকারি বাস গতির সামলাতে না পেরে ওই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে। পেছনে থাকা একটি বাইকও একইভাবে বাসের পেছনে ধাক্কা মারে। এতে বাইক আরোহী গুরুতর জখম হন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ফুলবাড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে বাসের যাত্রীরা হতাহত হয়নি। দুর্ঘটনার পরেই চালক ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২, প্রতিবাদে অবরোধ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি ঃ শনিবার মাথাভাঙ্গা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের দোলং মোড়ের পাশে নিউ মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল সংলগ্ন স্থানে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী দুই যুবকের। মৃত দুই যুবকের নাম বিক্রম বর্মন (২৮) ও গোবিন্দ রায় (২৫)। তাঁরা কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, এদিন তাঁরা বাইকে করে মাথাভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পুলিশের চেকিং চলার কারণে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার সেখানে ব্যারিকেট লাগিয়ে দেন। সেই ব্যারিকেটে ধাক্কা লেগে বাইক সহ রাস্তায় পড়ে যান দুই ব্যক্তি। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর সময় মৃত্যু হয় একজনের। অপরজনেরও চিকিৎসা চলাকালীন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পরেই পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখিয়ে পথ অবরোধ করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনাস্থলে আসে নিশিগঞ্জ ও ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সুরজি মণ্ডল জানান, দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস জানান, যে বাইকটি দুর্ঘটনা গ্রস্থ হযেছে সেই বাইকটি রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ব্যারিকেডের পাশ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় সেখানে কর্তব্যরত একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার হঠাৎ করে ব্যারিকেড ঠেলে দেয় বাইকটির দিকে। বাইকের সঙ্গে ব্যারিকেড লেগে বাইকটি ছিটকে যায়।

আবাস যোজনায় কাকে ঘর দেবে, কাকে বাদ দেবে রাজ্যের বিষয়, তবে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে নবদ্বীপে এসে বললেন কপিল মোরেশ্বর পাটিল

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ একাধিক কর্মসূচি নিয়ে নদীয়া জেলায় এসেছেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাটিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এদিনের সফরের প্রথম থেকেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নবদ্বীপ। শনিবার সকালে নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ ঘাটে মকর সংক্রান্তির পবিত্রস্নান উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে আরতি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । এদিনের এই গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অপর্না নন্দী, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য সিদ্ধার্থ শংকর নস্কর, জেলার একাধিক নেতৃত্ব সহ ব্লকের বিভিন্ন পদাধিকারী নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মী সমর্থক। গঙ্গা আরতির পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্যে আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজে তৃণমূলের তোলা কেন্দ্রের বঞ্চনার সকল অভিযোগ একেবারে নস্যাৎ করে বলেন, আবাস যোজনায় কাকে ঘর দেবে কাকে বাদ দেবে সবটাই রাজ্যের বিষয়। এখানে কেন্দ্রের কোন ভূমিকা নেই। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব গোটা ভারতবর্ষে প্রতিটি রাজ্যকে একটা টার্গেট দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও দেওয়া হয়েছিল, ১১ লক্ষ ঘরের। রাজ্য সরকারের তরফে অনলাইনে যা মোট অ্যাপ্লিকেশন করেছে তার মধ্যে বাদ দিয়ে ৩৯ লক্ষ দাঁড়িয়েছে, আর কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে ১১ লক্ষ ঘর করার টার্গেট দিয়েছে। কাকে বাদ দেবে, কাকে ঘর দেবে সবটাই রাজ্য সরকারের বিষয়, তবে তিনি আরও বলেন আমি গত দিন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখলাম, নিল সাদা দিয়ে রং করা বাড়ি, যেখানে ছোট করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা লেখা। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন ঘর নিয়ে এখানে মানুষের যে ক্ষোভ আছে তা আমি যথেষ্ট লক্ষ্য করেছি। এছাড়াও এদিন তিনি রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গকে ১৩ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। তারপর ২০১৪ সালে বিজেপির সরকার হয়েছে। তার পর থেকে এত দিন ৫৪ হাজার কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু এখানে কিছু অভিযোগ আসে, এবং দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী, খরচ করেনি রাজ্য তাই কিছুটা সমস্যা, হয়েছে, তবে ১০০ দিনের কাজের টাকা পায়নি এটা কেও বলতে পারবে না। এরই সাথে তিনি কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা কে কটাক্ষ করে বলেন, ভারত জোড়ার আগে কংগ্রেসকে জোড় যাত্রা করার উচিত। তিনি বলেন ১৯৪৭ সালে ভারত ভেঙেছে কংগ্রেস। আর এখন সেই দোষ জোর করে বিজেপির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে এদিন এই এলাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসায় এলাকা জুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

গুলিবিদ্ধ বাম যুব নেতাকে দেখতে বাঁকুড়া মেডিকেলে উপস্থিত মীনাক্ষী, পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে বাম যুব নেতাকে গুলিকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে ডি ওয়াই এফ আই। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের ধাদকা অঞ্চলের মাকপালি গ্রামের ডিওয়াইএফআই নেতা কৃষ্ণপদ। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাজার থেকে ফেরার সময় দুস্কৃতীরা তাঁকে গুলি করে বলে অভিযোগ। এঘটনায় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শনিবার সকেলেই

ডিওয়াইএফআই - এর নেতা কৃষ্ণপদ টুডুকে দেখতে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সশরীরে হাজির হন দলের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। গত শুক্রবার রাত্রের ওই ঘটনায় ৩ জনের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে পুলিশকে নিশানা করেন বাম নেত্রী। তাঁর দাবি, গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের ধরে ফেলায় পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে। ডিওয়াইএফআই নেতাকে গুলি করার পিছনে কারা, মাওবাদী না কি শাসক-যোগ তা পুলিশ খতিয়ে দেখুক বলে মন্তব্য করেন মীনাক্ষী। এদিন আহত নেতার সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার পর পরিবারের পাশে থাকার সবরকম আশ্বাসও দেন তিনি। অন্যদিকে, হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় গুলিবিদ্ধ ডিওয়াইএফআই নেতা কৃষ্ণপদ টুডুর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। নেতাকে শনিবার সার্জারি থেকে অর্থোপেডিকে রেফার করা হয়েছে। তাঁর দেহে কোনও গুলি আটকে নেই। তবে হাসপাতাল সূত্রে খবর, গুলির আঘাতে বাঁ হাতের কনুইয়ের হাড় ১০ টুকরো হয়ে গেছে। বুকের পিছনের দিকে যে গুলি লেগেছিল, সেটিও শিরদাঁড়ার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাঁ হাতের কনুইয়ে লাগা গুলিও বেরিয়ে গিয়েছে। তবে গুলির আঘাতে হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো। কৃষ্ণপদকে সার্জারি থেকে অর্থোপেডিকে রেফার করা হয়েছে। পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি কী হবে সেই বিষয়ে অর্থোপেডিক বিভাগের চিকিৎসকেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। গ্রামবাসীরা তিনজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এদিনই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মীনাক্ষী বলেন, শুক্রবারই অস্ত্রোপচার হয়েছে। ডাক্তারবাবুরা এখন চেকআপে রেখেছেন। কী বলছেন সেটা পরে জানা যাবে। রাজ্যটা এখন দুস্কৃতীর স্বর্গরাজ্য হয়েছে। এখানে মানুষের কাজ থাকে না। কিন্তু কারও কারও পকেটে খুঁজলে একটা আধটা ছুরি, বন্দুক পাওয়া যাচ্ছে। কাদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেটা আমরা বলছি না। মানুষ থাকবে নাকি গুন্ডারা থাকবে? পুলিশ কী করছে?। মীনাক্ষীর দাবি, একজন বামনেতাকে গুলি করে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। নেতাকে গুলি করার পিছনে কারা, মাওবাদী না কি শাসক-যোগ তা পুলিশ খতিয়ে দেখুক বলে মন্তব্য করেন মীনাক্ষী। কোনও গণতান্ত্রিক রাজ্যে এমনটা হয় না। তা যখন হচ্ছে তার দায়িত্ব পুলিশ ও সরকার প্রশাসনকে নিতে হবে।

জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠকে অভিজিত দে ভৌমিক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। এই দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ সহ জেলার অন্যান্য নেতৃত্বরা। এ দিনের বৈঠক শেষে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক জানান, আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি মাথাভাঙ্গায় কলেজ মাঠে জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

উড়ালপুলের দাবি, অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস রোডের ঠাকুরনগর এলাকায় উড়ালপুলের দাবি তুলে এবার অবস্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল ডাবগ্রাম ২ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। শনিবার সকালে ঠাকুরনগরের এলাকায় রাস্তার পাশে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই অবস্থান

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুধা সিংহ চ্যাটার্জী, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ দেবাশীষ প্রামাণিক সহ স্থানীয় তৃণমূলে নেতাকর্মীরা। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুধা সিংহ চ্যাটার্জি বলেন, উড়ালপুলের দাবিতে এর আগে বহুবার রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি উড়ালপুল তৈরির। অবিলম্বে উড়ালপুল তৈরি না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনের ২৯টি স্টেশনে স্টেশন পরিসরে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকার – নন-ডিজিটাল-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কম/পাব/এইচডব্লুএইচ/এনপি/সিএল-III/১৮, তারিখ ১২.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, পিন-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। [illegible]

(HWH-369/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনের 'সি' ক্যাটিগরি স্টেশনগুলিতে অসংরক্ষিত এবং সংরক্ষিত ক্যাটিগরির অধীনে মাল্টিপারপাস স্টলের অ্যালটমেন্ট

নং ঃ সিওএম/সিঅ্যান্ডভি/নিউ অ্যালটমেন্ট/এমপিএস/২০২১, তারিখ ঃ ১২.০১.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ (ক) যে কোনও ব্যবসায়ে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা, (খ) পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের কোনওটিতে সংরক্ষিত মূল্যের ৩ গুণের সমপরিমাণ ন্যূনতম বার্ষিক টার্নওভার থাকা রিটেলার/ব্যক্তিবিশেষ/সেল্ফ হেল্প গ্রুপ (এসএইচজি)/রেজিস্টার্ড সোল প্রোপ্রাইটরশিপ ফার্ম বা পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ১৯৩২-এর অধীনে রেজিস্টার্ড পার্টনারশিপ ফার্ম বা কোম্পানি আইন ১৯৫৬, সংশোধিতমতো, এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানিকে ৫ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশনের 'সি' ক্যাটিগরি স্টেশনগুলিতে মাল্টিপারপাস স্টলের (এমপিএস) অ্যালটমেন্ট। সংরক্ষিত ক্যাটিগরির অধীনে স্টল অ্যালটমেন্টের ক্ষেত্রে, বিডারকে নির্দিষ্ট সংরক্ষিত ক্যাটিগরির সদস্য হবার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের থেকে প্রাসঙ্গিক শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। [illegible]

(৩৬) আর-এমপিএস-সিএটিজি-জেআইটি-পিএফ২-৩; জিরাট; পিএফ-২ ও ৩; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,৬৩,৭৭৬ টাকা; ১৪,০০,৬৫১ টাকা; ২৬,৪০০ টাকা। (৩৭) আর-এমপিএস-সিএটিজি-কেএমএই-পিএফ৩-৪; খামারগাছি; পিএফ-৩ ও ৪; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,৪৯,৬৪৫ টাকা; ১৩,২৫,৬১৫ টাকা; ২৫,০০০ টাকা। (৩৮) আর-এমপিএস-সিএটিজি- কেএইচএন-পিএফ২; খন্যান; পিএফ-২; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,৩০,৮০৪ টাকা; ১২,২৫,৫৬৯ টাকা; ২৩,১০০ টাকা। (৩৯) আর-এমপিএস- সিএটিজি-এলওকে-পিএফ২; লোকনাথ; পিএফ-২; জেনারেল; ৫'×৬' অর্থাৎ ৩০ বর্গফুট; ২,৩০,৮০৪ টাকা; ১২,২৫,৫৬৯ টাকা; ২৩,১০০ টাকা। (৪০) আর-এমপিএস-সিএটিজি-এমএসএই-পিএফ৩-৪; মশাগ্রাম; পিএফ-৩ ও ৪; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,০৭,২৫৩ টাকা; ১১,০০,৫১৩ টাকা; ২০,৮০০ টাকা। (৪১) আর-এমপিএস-সিএটিজি-এমএওয়াইপি-পিএফ২-৩; মায়াপুর; পিএফ-২ ও ৩; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,১১,৯৪৩ টাকা; ১১,২৫,৫২৪ টাকা; ২১,২০০ টাকা। (৪২) আর-এমপিএস-সিএটিজি-এমবিই-পিএফ২-৩; মির্জাপুর বাঁকিপুর; পিএফ-২ ও ৩; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,২১,৩৮৪ টাকা; ১১,৭৫,৫৪৯ টাকা; ২২,২০০ টাকা। (৪৩) আর-এমপিএস-সিএটিজি-এনবিএই-পিএফ২-৩; নবগ্রাম; পিএফ-২ ও ৩; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,২১,৩৮৪ টাকা; ১১,৭৫,৫৪৯ টাকা; ২২,২০০ টাকা। (৪৪) আর-এমপিএস-সিএটিজি-পিআরএই-পিএফ৩-৪; [illegible]

(৫০) আর-এমপিএস-সিএটিজি-টিবিএই-পিএফ৩-৪; ত্রিবেণী; পিএফ-৩ ও ৪; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,৪৯,৬৪৫ টাকা; ১৩,২৫,৬১৫ টাকা; ২৫,০০০ টাকা। (৫১) আর-এমপিএস-সিএটিজি-টিএলও-পিএফ২; তালাণ্ডু; পিএফ-২; জেনারেল; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,৩০,৮০৪ টাকা; ১২,২৫,৫৬৯ টাকা; ২৩,১০০ টাকা। (৫২) আর-এমপিএস-সিএটিজি-বিএফজেড-পিএফ২; তারকেশ্বর [illegible] (৭২) আর-এমপিএস-সিএটিজি-টিএকে-পিএফ১-১এ; তারকেশ্বর; পিএফ-১ ও ১এ; তফসিলী উপজাতি; ১০'×৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; ২,০৭,২৫৩ টাকা; ১১,০০,৫১৩ টাকা; ২০,৮০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ ২,০০০ টাকা + ২৪০ টাকা (১২% জিএসটি) – প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য। বন্ধের তারিখ ঃ ০৬.০২.২০২৩ – প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য। (১) টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যে ১২% জিএসটি পরিমাণ রিভার্স চার্জ মেকানিজম (আরসিএম) ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জিএসটি ডিপার্টমেন্টে জমা করতে হবে। (২) টেন্ডার নথিপত্রের প্রাপ্যতা ঃ www.ireps.gov.in (৩) চুক্তির সময়সীমা ঃ ৫ বছর। (৪) অফারের বৈধতা ঃ ৪৫ দিন। (৫) শুধুমাত্র অনলাইনে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-370/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

রাম - বাম আঁতাতে অন্যায়ের শিকার বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৪ জানুয়ারি ঃ বাঁধা ছকে সিপিএম তথা তাদের ছাত্র সংগঠনের রাজ্যনেতারা স্থানীয় সিপিএম নেতাদের সাহচর্যে ছাত্রদের আন্দোলনকে ভেঙে দিয়ে আরএসএস- এর হাত শক্ত করলেন, এমন অভিযোগ উঠছে বিশ্বভারতীতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই। সারা রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে রাম বামের এই গোপন আঁতাত দেখা যায়। এবার বিশ্বভারতীর মতো শিক্ষাঙ্গনে সেটা আরেকবার প্রমাণিত হলো। অভিযোগ, এই তাত্ত্বিক বাম নেতারা কোন অজ্ঞাত স্বার্থে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মতো বিজেপি বা তাদের সংগঠন আরএসএসের মতাদর্শে চলা ব্যক্তির সঙ্গে হাত মেলালেন? যার কারণে রেয়াত পেলেন না নিজস্ব সংগঠনের ছাত্র নেতাও? অবশ্যই এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের অনেকটাই ক্ষতি হলো বলে মনে করছেন তারা। দীর্ঘদিন দিন ধরে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছিল পড়ুয়ারা। অন্যদিকে, অনমনীয় হয়ে একের পর এক কোনো আলোচনার সুযোগ না দিয়ে সাসপেনশনের মাধ্যমে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে আন্দোলন থামাতে চাইছিলেন। বাধ্য হয়ে পড়ুয়ারা আদালতের স্মরণাপন্ন হন। চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি ময়ুখ বিশ্বাস, প্রতিকুর রহমান এবং সৃজন ভট্টাচার্য্যরা ছাত্র আন্দোলন জোরদার করতে আসরে নামেন। কিন্তু (অরাজনৈতিক) আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের অন্ধকারে রেখে ছাত্র প্রতিনিধি সেজে উপাচার্যর আপ্যায়নে সেদিনের মিনিটে সই করে সমঝোতা করলেন। যাকে ছাত্রস্বার্থে চলা আন্দোলনকে উপাচার্যর কাছে বেচে দিলেন বলে অভিযোগ করছেন ছাত্রছাত্রীরা। কারণ সেই মিনিটসে নিঃশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রতি অনেক আপত্তিকর ও অসম্মানজনক কথার উল্লেখ রয়েছে। সকলের অজান্তে করা সেই সমাধান সূত্র (ছাত্রদের কাছে ডিল) আদালতে পেশ করা হলো। আদালত যার প্রেক্ষিতে ছাত্রদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে বলে মনে করছে আন্দোলনকারীরা। অথচ বোলপুর আদালত ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীর সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। বিশ্বভারতীর টি এম সি পি ইউনিটের সভানেত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য্য সরাসরি বিকাশ ভট্টাচার্য্য, ময়ুখ বিশ্বাস থেকে স্থানীয় সিপিএম নেতাদের দায়ী করে বলেন, ময়ুখ বিশ্বাসরা কি করে বিশ্বভারতীর ছাত্র প্রতিনিধি হলেন? তাঁদের ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সই করা ডিল আদালতে জমা করিয়ে বিকাশবাবুরা আরএসএস বিজেপির দালাল উপাচার্যর দালালি করে আদালতকে বিপথে চালিয়ে ছাত্রদের বিরুদ্ধে রায় করিয়ে ছাত্র আন্দোলন থামাতে চাইলেন কিসের বিনিময়ে? এখন বোলপুর আদালতের রায় দেখে কি বলবেন? বিজেপির সঙ্গে বাইরে কুস্তি আর ভেতরে মস্তি? ময়ুখ বিশ্বাসদের বলি, ক্ষমা যদি চাইতেই হতো তাহলে কোর্টে যাওয়া হল কেন? আর সিপিএমের নেতারা এভাবেই কি নোংরামী করেন ? বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য কি এভাবেই সাধারণ মানুষদের সাথে প্রতারণা করেন? বিকাশবাবুকে কোন ছাত্র বলেছিল তারা ক্ষমা চাইবে ? বিশ্বভারতীতে যা কিছু হয়েছে সব কিছুর নায়ক সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ। যেহেতু এখানের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন তাই অন্য নেতাদের সাথে মিলিতভাবে এই চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। ছাত্রদের কাছে দায়ী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, এটা যদি তাঁরা বলেন, সেটা তাঁদের বিচার্য বিষয়। যারা গিয়েছিল তারা ছাত্রদের প্রতিনিধি হয়েই গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে যে চুক্তি হয়েছে, তাতে আপত্তিকর কিছু নেই। ছাত্ররা তো কখনই বলতে পারেন যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানহানিকর কোনো বক্তব্য রেখেছেন। তখন বিকাশবাবুকে বলা হয় যে নিঃশর্ত কথাতেই ছাত্রদের আপত্তি। তার উত্তরে বিকাশবাবু বলেন, আপত্তির কথা তো ওরা বলবেই। দুই পক্ষের আলোচনার মিনিটস উচ্চ আদালতে জমা পড়ে। তার প্রেক্ষিতে আদালত বলেছে যে, যেহেতু দুই পক্ষ সহমত হয়েছে, এক্ষেত্রে আদালতের কিছু বলার নেই। ফের তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে (পড়ুন -এস এফ আই তথা সিপিএমের) ছাত্র প্রতিনিধিরা চুক্তিতে সই করলেন, তারাই ফের চারদিন পর অর্থাৎ নয় তারিখে প্রেসমিট করে জানালেন যে, তারা বিশ্বভারতীর কাছে প্রতারিত, তারা ওই চুক্তিতে রাজী নন। সেক্ষেত্রে বিকাশবাবুর বক্তব্য, সেটা তো হাইকোর্টের কাছে আসে নি। এলে কোর্ট বিচার করবেন। ময়ুখ বিশ্বাসকে ফোন করা হলে কাগজের নাম শুনে ময়ুখ বিশ্বাস বললেন, আমি জাগো বাংলাকে বক্তব্য দিই না। ধন্যবাদ বলেই লাইনটা কেটে দেন। এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য্য বলেন, মিনিটসে যখন এসএফআই প্রতিনিধিরা সই করেন, তখন বোলপুর কোর্টের রায়ে ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ খারিজ হয় নি। সমাধান সূত্রের পর বেরিয়ে এসে মিডিয়ায় বলি, ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। একটি সমাধান সূত্র বের হয়। ছাত্রদের বলি সেটা বিবেচনা করতে। নিঃশর্ত ক্ষমা লেখা থাকলে কি কখনো সেখানে ইতিবাচক আলোচনা হয়? তার উত্তর নেই সৃজনবাবুদের কাছে। সৃজনবাবু বলেন, পরে জানতে পারি ৫ জানুয়ারি ওই সমঝোতা চলাকালীন, ছাত্রদের বিরুদ্ধে অন্যায় কথা বলে বিশ্বভারতী একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে। নয় তারিখে এই প্রেস রিলিজে বিশ্বভারতীতে ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থনের পাশাপাশি, তঞ্চক, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক বলি। সৃজনবাবুকে প্রশ্ন করা হয় ছাত্রদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা থাকা সত্ত্বেও মিনিটসের ওই বক্তব্যের সই করলেন কেন? উত্তরে সৃজনবাবু বলেন, উনারা শিক্ষক। বিশ্বভারতীর শিক্ষক। উনারা প্রতারণা করবেন কি করে ভাববো? একদিকে উপাচার্যর কথায় সই করে ছাত্রদের আদালতে নাস্তানুবুদ করে উপাচার্যর মুণ্ডুপাত। পুরোটাই কি পলিটিক্যাল গেম? আর সেটা করতেও চারদিন সময়? সেটাও কি ডিলের অঙ্গ? সেসবের সদুত্তর নেই না সৃজনবাবুদের, না বিকাশবাবুদের।

পুনে রেলস্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি,গ্রেফতার ১

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের পুনে রেলস্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া সন্দেহভাজনকে শনিবার পুনে পুলিশ নাসিক জেলার মনমাদ থেকে এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে। যদিও তার পরিচয় এখনও প্রকাশ করেনি পুলিশ। পুনে পুলিশের মতে, শুক্রবার শনিবার মধ্যবর্তী রাতে একটি হুমকি কল পাওয়ার পরে পুনে রেলওয়ে স্টেশনে পুলিশ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছিল। হুমকির পরই ডগ স্কোয়াড এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াড সহ একটি পুলিশ দল এসে সারা রাত পুনে স্টেশনের প্রতিটি কোণে তল্লাশি করে। কিন্তু কোথাও কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা বোমা উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। হুমকি কলটি ট্রেস করার পর দেখা যায়, কলটি এসেছে মনমাদ থেকে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরতে পুনে পুলিশের একটি দল আজ সকালে মনমাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৬-১৭ জানুয়ারি পুনেতে জি২০ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বিভাগ আরও সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি রেলস্টেশন ও আশপাশের বড় স্থাপনার নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সন্দেহজনক কোনো বস্তু বা ব্যক্তি দেখা গেলে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে খবর দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

বাম জমানায় হাজারো খুনের অপরাধে কংগ্রেসকে গঙ্গায় ডুব দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ঃ বিপ্লব

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাজনীতিতে নৈতিকতার বিসর্জন দিলে মানুষ তার মোক্ষম জবাব দেন। ২৫ বছর ত্রিপুরায় সিপিএম এর ক্ষমতার টিঁকে থাকার কারণ রাজ্যবাসী বুঝে গেছেন। আজ কংগ্রেস ও সিপিএমকে বিঁধে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লবকুমার দেব বলেন, গীতায় লেখা রয়েছে, যা হয় তা ভালোর জন্যই হয়। তবে, ত্রিপুরায় বাম জমানায় হাজারো খুনের ঘটনায় কংগ্রেসকে গঙ্গায় ডুব দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তোপ দাগেন তিনি। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস তৃণ হয়ে আছে। কংগ্রেস পোস্টারে পরিণত হয়েছে এবং সিপিএম অন্তিম যাত্রায় চলছে। তবে কোনো রাজনৈতিক দলকেই ছোট করে

দেখতে চাইছি না। তাঁর কথায়, গণতন্ত্রে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু রাজনীতিতে নৈতিকতার সরাসরি বিসর্জন দিলে মানুষ তার জবাব দেবেন। বিপ্লব বলেন, ত্রিপুরায় সিপিএম এর টানা ২৫ বছর ক্ষমতায় টিঁকে থাকার পেছনে কারণ হিসেবে গতকাল প্রমাণ মিলেছে। ফলে, তাঁদের মিতালী নতুন নয়। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের জন্যই ত্রিপুরা কমিউনিস্টদের হাত থেকে মুক্ত হতে পারছিল না। ২০১৮ সালে মানুষ বিশ্বাস করেছেন, তাই বিজেপি শূন্য থেকে সরকার গড়েছে। তাঁর কথায়, গীতায় লেখা রয়েছে, যা হয় ভালোর জন্য হয়। ত্রিপুরায় বাম জমানায় হাজারো খুনের অপরাধে কংগ্রেসকে গঙ্গায় ডুব দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ভারত জোড়ো যাত্রায় হৃদরোগে মৃত্যু কংগ্রেস সাংসদ সন্তোখের

লুধিয়ানা, ১৪ জানুয়ারি ঃ রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ভারত জোড়ো যাত্রায় হাঁটার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল জলন্ধরের কংগ্রেস সাংসদ সান্তোখ সিং চৌধুরির। শনিবার সকালে পঞ্জাবের লুধিয়ানার ফিল্লৌরে ভারত জোড়ো যাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন কংগ্রেস সাংসদ। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সে করে সাংসদকে নিয়ে যাওয়া হয় ফাগওয়ারার ভির্ক হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস সাংসদ সান্তোখ সিং চৌধুরির অকাল প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, শোকব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান প্রমুখ। সন্তোখ সিং চৌধুরীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে আগামীকাল। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সন্তোখ সিং চৌধুরীর প্রয়াণে ব্যথিত। পঞ্জাবের জনগণের সেবায় তাঁর প্রচেষ্টার জন্য তিনি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা।

দিল্লিতে জন্মদিনের পার্টিতে চলল গুলি গুরুতর জখম এক ব্যক্তি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে জন্মদিনের পার্টির আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই পরিণত হল বিষাদে। দুষ্কৃতীদের গুলি ওই পার্টিতে থাকা এক ব্যক্তির মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। তাঁকে এইমসের ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করানো হয়েছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির ফতেপুর বেরির জোনাপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, জোনাপুর গ্রামের একটি বাড়িতে শুক্রবার জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। অনেক অতিথি এবং পড়শি সেই পার্টিতে শামিল হয়েছিলেন। সবাই যখন পার্টির আনন্দে মাতোয়ারা তখনই সেখানে হাজির হয় ৭-৮ জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতীদল। তাদের নেতৃত্বে ছিল রণপাল নামে এক দুষ্কৃতী।দুষ্কৃতীদের থামাতে প্রমোদ নামে এক ব্যক্তি এগিয়ে যান। তিনি রণপালকে সেখান থেকে দলবল নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অভিযোগ, এতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রমোদকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় রণপাল। প্রমোদের ভাই বিনোদ জানিয়েছেন, রণপালের ছোড়া গুলি তাঁর দাদার মুখ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় এইমসের ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে।

ঠাণ্ডায় জবুথবু বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ঃ ঠাণ্ডায় জবুথবু বাংলাদেশ। শনিবার সকালে পঞ্চগড়ে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে ৬ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। চলতি মরসুমে এটাই দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দেশের একাধিক জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ।এদিন সকাল এগারোটা পর্যন্ত বহু জেলায় সূর্যের দেখা মেলেনি। ঘন কুয়াশার কারণে জাতীয় সড়ক ও মহাসড়কে দিনের বেলাতেও হেডলাইট জ্বালিয়ে চালাতে হচ্ছে গাড়ি।

বীর জওয়ানদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমাদের কর্তব্য ঃ রাজনাথ সিং

দেহরাদূন, ১৪ জানুয়ারি ঃবীর জওয়ানদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমাদের কর্তব্য। সশস্ত্র বাহিনীর আর্মড ফোর্সেস ভেটেরানস ডে তে এই বার্তা দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আর্মড ফোর্সেস ভেটেরানস ডে উপলক্ষ্যে শনিবার দেহরাদূনের শৌর্য্য স্থল যুদ্ধ স্মারকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান ও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, যখনই দেশের প্রয়োজন হয়েছে, উত্তরাখণ্ডের সাহসীরা দেশের একতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় .তাদের অদম্য সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। তিনি বলেছেন, দেশের সাহসীদের মাঝে পৌঁছলে শ্রদ্ধায় .মাথা নত হয়ে .যায়। আপনাদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের দৃশ্যগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আপনারা আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষা করেছেন এবং দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় . রেখেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ভেটেরান্সদের কল্যাণের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি নিবেদিত দফতর রয়েছে। আপনারা আমাদের দেশের সম্পদ। পেনশন, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধা যা দেশ আপনাদের দেয় . তা হল আপনাদের প্রতি সম্মান দেখানোর ছোট উপায়।

মাল্টি মোডাল টার্মিনাসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

হলদিয়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ হলদিয়ার পাতিখালিতে ৬০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মাল্টি মোডাল টার্মিনালের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পের আওতায় তৈরি করা এই মাল্টি মোডাল টার্মিনালের পণ্য পরিবহন ক্ষমতা বছরে প্রায় ৩ মিলিয়ন মেট্রিকটন। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেছেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে হলদিয়া বন্দর। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াতে অভ্যন্তরীণ জলপথ বিশেষ ভূমিকা নেবে।

আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণকে দেওয়া অঙ্গীকার রক্ষা করেঃ প্রধানমন্ত্রী

শ্যামল সান্যালঢাকা, বাংলাদেশ, ১৪ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, জনগণকে দেওয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সবসময় জাতির কল্যাণে কাজ করে এবং দেশের মানুষ এর সুফল ও পাচ্ছে।তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ জনগণকে যে কথা দেয় সে কথা রাখে। জাতির কল্যাণে আমরা কাজ করি এবং মানুষ তার সুফল পাচ্ছে।'ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আজ ১৪ জানুয়ারি শনিবার সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথসভায় সূচনা বক্তব্যে এ কথা বলেন।তিনি উল্লেখ করেন, সবসময় তারা জনগণকে দেয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নির্বাচনী ইশতেহারকে স্মরণ রেখে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করেছেন।শেখ হাসিনা বলেন, 'প্রতিটি নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার দেশেবাসীর কাছে উপস্থাপন করে এবং সবসময় তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার রক্ষা করে, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৪ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের যে আমুল পরিবর্তন ঘটেছে তা অনেকেই

মেনে নিতে পারছে না। নানা ধরনের কথা রটায় কিন্তু মুলত একটা পরিবর্তন যে এসেছে মানুষের জীবনযাত্রায় আর তাছাড়া রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থারতো আমরা প্রভূত উন্নতি করেছি। তারপরও এসব উন্নতিও অনেকে চোখে দেখেও না দেখার ভান করে, স্বীকার করতে চায় না, করতে চাইবেও না। কিন্তু যেটা আমি সবসময় বলতে চাই, আওয়ামী লীগ যে ওয়াদা করে সে ওয়াদা রক্ষা করে।সরকার প্রধান বলেন, প্রত্যেক ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে আমরা ঘর করে দিচ্ছি, আমাদের কথা ছিল প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা আলো জইলাবো সেটাও আমরা পেরেছি।তিনি বলেন, দেশে এর মধ্যে দারিদ্রের হার অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। তবে করোনা মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ না হলে এই হার আরো ৩ থেকে ৪ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হতো।সবাই মিলে বিশ মন্দা মোকাবেলা করতে হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের বোঝা থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। দেশের কোথায় কি দুর্নীতি হয়েছে সে তথ্য দিতেও জাতীয় সংসদে আহবান জানানো হয়েছে। কাজেই শুধু মুখে দুর্নীতির কথা বললেই হবে না, সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ দিলে সরকার ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এখন এমন লোকেদের কাছে দুর্নীতির কথা শুনতে হয় যারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তাদের আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পাঁচবার বিশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসা করতে গিয়ে গরীব মানুষের ওপর এমন চাপ, যাদের সুদ দিতে গিয়ে ঘর-বাড়ি বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে চলেই যেতে হয়েছে অথবা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু এই গরীব মানুষের টাকা দিয়েই বিদেশে নামধাম করে তারা ভালই আছে, প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগও করছে। এই টাকাতো গরীবের রক্তের কামানো টাকা, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।'এত উন্নতি করার পরও একটা শ্রেনি আছে যাদের কোন কিছুই ভাল লাগে না,' বলেন তিনি।

ওড়িশায় উদ্ধার মহিলা ক্রিকেটারের ঝুলন্ত দেহ, রহস্য

কটক, ১৪ জানুয়ারি ঃ ওড়িশায় মহিলা ক্রিকেটারের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রহস্যের দানা বেঁধেছে। শুক্রবার গভীর জঙ্গল থেকে বছর ২৬ এর ওই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম রাজশ্রী সোয়াইন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ জানুয়ারি রাজশ্রী ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্য গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান তরুণী। তিনি ওড়িশার বাসিন্দা। রাজ্যের মহিলা ক্রিকেট দলের হয়ে খেলতেন তিনি। শুক্রবার পুলিশ কটকের একটি জঙ্গলের গভীরে গাছ থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১১ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন রাজশ্রী। শুক্রবার ওড়িশার কটক জেলার আথাগড়ের গুরুদিজাটিয়া জঙ্গল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। জঙ্গল থেকে কিছুটা দূরেই তাঁর স্কুটারও উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এটি খুন নাকি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশ। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পিনাক মিশ্র জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

আরপিএফ ও মেরি সহেলি দল এক মহিলা যাত্রীকে সহায়তা করল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ হাওড়া স্টেশনে আরপিএফ কর্মীরা মেরি সহেলি টিমের সহায়তায় হাওড়া স্টেশনের একজন মহিলা যাত্রীকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যিনি প্রসব বেদনায় ভুগছিলেন এবং মর্যাদা বজায় . রেখে একটি ছেলের জন্মের সুবিধা করেছিলেন। মহিলা যাত্রী শুক্রবার

রাতে (১৩.১.২০২৩) ১২৮৬৪ Dn যশবন্তপুর-হাওড়া এক্সপ্রেসে হাওড়া স্টেশনের ১৪ নং প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছিলেন এবং ট্রেন থেকে নামার পরপরই তীব্র প্রসব বেদনা অনুভব করেছিলেন। আরপিএফ এর অন-ডিউটি এসআই এবং দুই মহিলা কনস্টেবল তার ত্রাণকর্তা হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল, তারা মহিলাটিকে সহায়তা করার জন্য মেরি সহেলি টিমকে ডেকেছিল এবং চিকিৎসা সহায়তার জন্য উচ্চ আধিকারিকদেরও জানিয়েছিল। এদিকে, মেডিকেল টিম আসার ঠিক আগে, মহিলাটি কর্তব্যরত মহিলা আরপিএফ এবং মেরি সহেলি দলের সহায়তায় একটি ছেলে সন্তানের জন্ম দেন। পরে নবজাতক ও মাকে হাওড়ার জেলা জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মা ও শিশু দুজনেই ভালো আছেন।

পুণেতে রহস্য মৃত্যু ৪ জনের

পুণে, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) মহারাষ্ট্রের পুণেতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের। নিজেদের ঘর থেকেই উদ্ধার হয়েছে ৪ জনের দেহ। শুক্রবার রাতে পুণের মুন্ধওয়ার কেশবনগর এলাকায় ৪ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।মৃতরা হলেন দীপক থোটে (৫৫), তাঁর স্ত্রী ইন্দু (৪৫)। ওই দম্পতির ২৪ বছর বয়সি পুত্র ও ১৭ বছর বয়সি কন্যারও দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আত্মহত্যা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। তবে এই মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বিষ খেয়ে থোটে পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ মনে করছে। মৃতদেহগুলির ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে।

উত্তর পূর্ব রেল নতুন ট্রেনের পরিচালনা, ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ করেছে

গোরখপুর, ১৪ জানুয়ারীঃ ২০২২ সালে, পরিচালন স্বাচ্ছন্দ্য এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে বিশেষপূজা গ্রীষ্মকালীন ট্রেনগুলিকে বিশেষ ট্রেন হিসাবে পরিচালনা, নতুন ট্রেনের পরিচালনা, ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ করেছে। ট্রেনের রুট। বেনারস এবং বারাণসী জং স্টেশন আপগ্রেডেশনের ফলে, ০৯ জোড়া ট্রেন উত্তর রেলওয়ে থেকে উত্তর পূর্ব রেলে স্থানান্তরিত হয়েছে।এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে বিশেষপূজা গ্রীষ্মকালীন ট্রেন হিসাবে ৭৫২টি ট্রেনের মোট ১৬৫৯৫টি ট্রিপ চালানো হয়েছিল। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত, ০৫৪২৫।০৫৪২৬ গোরখপুর-অযোধ্যা-গোরখপুর অসংরক্ষিত ট্রেন, ০৫৩৮১।০৫৩৮২ পিলিভীত-শাহজাহানপুর-পিলিভীত অসংরক্ষিত ট্রেন এবং ০৫৩৯৫।০৫৩৯৬ ট্রেনের জন্য ০৫৩৯৫। ০৫৩৯৬ সংরক্ষিত ট্রেন। বাহরাইচ-ময়লানি অসংরক্ষিত ট্রেন সহ মোট ০৪ জোড়া ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ১৪১১৯। ১৪১২০ কাঠগোদাম-দেরাদুন-কাঠগোদাম এক্সপ্রেসের ফ্রিকোয়েন্সি ত্রিসাপ্তাহিক থেকে সপ্তাহে ৫ দিন বেড়েছে। এই সময়, ০৪ জোড়া ট্রেনের রুট বাড়ানো হয়েছিল, যার মধ্যে ০৫৪৪০। ০৫৪৪১ সিওয়ান-মাসরাখ-সিওয়ান অসংরক্ষিত ট্রেন থাভে পর্যন্ত, ০৫১৬৯০৫১৭০ বালিয়া-বারানসী সিটি-বালিয়া. মেমু প্রয়াগরাজ রামবাগ পর্যন্ত, ১২৫৫৫। ১২৫৬৫। ১২৫৬৫ গোরাখপুর পর্যন্ত গোরখপুর গোরখধাম এক্সপ্রেস। ১৪২১৩। ১৪২১৪ বারাণসী-গোন্ডা-বারাণসী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের রুট বাতিন্দা এবং বাহরাইচ পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছিল। উত্তর রেলের বারাণসী জংশন। ০৯ জোড়া ট্রেন উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বেনারস বারাণসী সিটি স্টেশনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১৭৩২৩। ১৭৩২৪ হুবলি-বারাণসী এক্সপ্রেসকে বারাণসী জং-এ ডাইভার্ট করা হয়েছিল। বানারস থেকে, ১১০৭১। ১১০৭২ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস- বারানসী এক্সপ্রেস থেকে বারানসী জং। বানারস পর্যন্ত, ০৪২০২০৪২০১ প্রতাপগড়-বারানসী বিশেষ ট্রেন বারাণসী জং।

ট্রেনগুলি পুনঃনির্ধারিত

১৩ জানুয়ারীঃ সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরিতে আসার কারণে, তিনটি (৩) মেলএক্সপ্রেস ট্রেনগুলি নিম্নরূপ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে-১৩৪১৯ ভাগলপুর-মুজাফফরপুর জনসেবা এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে ১৪,০৫ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে ভাগলপুর থেকে ১৬,১৫ টায় ছেড়ে যাবে। ১২১৭৭ হাওড়া-মথুরা জং চম্বল এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে ১৭,৪৫ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে ১৪.০১.২০২৩ তারিখে ০১,৩০ টায় হাওড়া ছাড়বে। ১৩৪৮৩ মালদা টাউন-দিল্লি ফারাক্কা এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে ১৯,১৫ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে মালদা টাউন থেকে ২১,০০ টায় ছেড়ে যাবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরীতে আসার কারণে, দুটি (২) মেলএক্সপ্রেস ট্রেনগুলি নিম্নরূপ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে-১২৩০৩ হাওড়া-নতুন দিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে ০৮,০০ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে হাওড়া থেকে ১৮,৫০ টায় ছাড়বে। ১২৩২৩ হাওড়া-বারমের এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে ১৮,৫০ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে ১৪.০১.২০২৩ তারিখে ০৩,৩০ টায় হাওড়া ছাড়বে। আবার সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরিতে আসার কারণে, ১২৪৯৬ কলকাতা- বিকানের প্রতাপ এক্সপ্রেস ১৩.০১.২০২৩ তারিখে ২২,৪৫ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে ১৪.০১.২০২৩ তারিখে ০২,৩০ টায় কলকাতা ছেড়ে যাবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

রসনা

এই শীতে গরম ভাতের সঙ্গে হাঁসের মাংসের মালাইকারি

এই কনকনে শীতে মাংস খেতে কার না ভালো লাগে। হাঁসের মাংস আর গরম ভাত, মজাই আলাদা। এই জুটি কিন্তু শুধু গা গরম করবে না, সঙ্গে শীতের পেটপুজোয়ে একেবারে মন ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু অনেকে মনে করেন বাড়িতে হাঁসের মাংস বানানো বেশ কঠিন। এ ব্যাপারে রেস্তরাঁর শরণাপন্নই হতে হয়। চিন্তা নেই। হাঁসের মাংসের মালাইকারি বানিয়ে খেয়ে দেখতে পরেন। কি কি লাগবে-হাঁস ২টো, নারকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই ১ কাপ, কাঁচা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পিঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চাচামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ৮ চাচামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চাচামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চাচামচ, গরম মশালার গুঁড়ো ১ চাচামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো আধা চাচামচ, দারুচিনি ৬ টুকরো, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল এক কাপ, নুন পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা ৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ।

তৈরি করুন এভাবে-হাঁস পরিষ্কার করে চামড়াসহ টুকরোগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মেখে এক ঘণ্টা ম্যারিনেট করতে রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। নুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস সেদ্ধ না হলে আরও জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।লুচি ভাজলে হবে না অম্বল, রইল সহজ রেসিপি- পাতে গরম লুচি, হাতে গরম লুচি। ফুলকো লুচি আর আলুর তরকারি। ছুটির দিন মানেই

সকাল সকাল বাঙালির পাতে লুচি মাস্ট। তবে শুধু সকাল কেন, ডিনারে যদি লুচি মাংস হয়, তাহলে তো নৈশভোজ একেবারে জমজমাট! তবে লুচি খেলে অনেকেই অম্বলের সমস্যায় ভোগে। লোভে পড়ে একের পর এক লুচি খেয়ে শেষমেশ বিপাকে। কিন্তু জানেন লুচি খাবেন, তবে অম্বল হবে না। এমনও কায়দা রয়েছে। ভাবছেন এ আবার কেমন কায়দা। ঝটপট পড়ে নিন সহজ রেসিপি। যা যা লাগবে-ময়দা ৫০০ গ্রাম, সাদা তেল আন্দাজ মতো, এক চিমটে নুন, আধ চা চামচ চিনি, আধ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, জোয়ান এক টেবিল চামচ, আধ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি।

তৈরি করুন এভাবে-সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে ময়দা মেখে নিয়ে একটা মণ্ড তৈরি করে প্রায় ৩০ মিনিট মতো রেখে দিন। এ বার ওই মণ্ড থেকে লেচি কেটে লুচির আকারে ভেজে নিলেই তৈরি স্বাস্থ্যকর লুচি। লুচি তৈরির এই কায়দায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণই হল জোয়ান। জোয়ান হজমশক্তি বাড়ানো থেকে গ্যাস-অম্বল প্রতিরোধ করা সবেতেই দারুণ কাজ করে। শুধু জোয়ান নয়, ধনেপাতাও এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ধনেপাতায় থাকা ফাইবার দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে। এমনকী, ধনেপাতা পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। লুচি খেলেই গ্যাস-অম্বল থেকে মুক্তি পেতে ধনেপাতা এবং জোয়ান দিয়ে তৈরি করে নিন। দেখবেন এক ডজন লুচি খেলেও সমস্যা হবে না।

দিল্লির দূষণ

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ দিল্লির তাপমাত্রায় সামান্য উন্নতি হয়েছে, কিন্তু বাতাসে দূষণের মাত্রা এখনও খুব খারাপ বিভাগে রয়েছে। শনিবার রাজধানীতে গড় বায়ু মানের সূচক রেকর্ড করা হয়েছে ৩২৪। বৃহস্পতিবার গড় বায়ু মানের সূচক স্তর ছিল ৩৪১। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দু'দিনের মধ্যে বাতাসের কারণে দূষণের মাত্রা বাড়তে পারে। সিস্টেম অফ এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ অনুসারে, যা বায়ুর গুণমান নিরীক্ষণ করে শনিবার দিল্লির বায়ু 'খুব খারাপ' বিভাগে রয়েছে। জানা গিয়েছে, গড় বায়ু মানের সূচক রেকর্ড করা হয়েছে দরিয়াগঞ্জে ৩৩৫, দ্বারকায় ৩১০।

Name Change

I, Nivedita Mondal D/O- Saroj Kumar Sain resident of Vill- Galsi P.O.+P.S.- Galsi, Dist- PurbaBardhaman, W.B.-713406, shall henceforth be known as 'NIBEDITA MONDAL' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 10/01/2023

Name Change

I, Jinnal Shaikh S/O- Harun-Rasid Sekh @ Harun Rasid Sk resident of Vill-Barandala, P.O.-Kanpur, P.S.- Monteswar, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713422, shall henceforth be known as 'JINNAL SEKH' vide an affidavit before the Executive Magistrate, Purba Bardhaman on 05/12/2022.

Name Change

I, Sorab Mondal(Old Name) S/o Nijam Mondal residing at Vill& Po-Ranabanda, Ps-Chapra, Dist-Nadia
Pin-741123, WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Surab Mondal, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/01/2022.Sorab Mondal and Surab Mondal both are same and one identical person..

Name Change

I, BASIRON KHATUN (Old Name) D/o BASED ALI, W/o SAHID BOX residing at Vill-Amilya, PO-Mandra, PS-Dhaniakhali, Dist-Hooghly, Pin-712301, WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) BASIRON BEGUM(DOB-25.04.1994), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/01/2022.BASIRON KHATUN and BASIRON BEGUMboth are same and one identical person.

Name Change

I, MONAJ BALA(Old Name) S/o DAYAMAY BALA residing at Krishnanagar, Thakurnagar, PO-Thakurnagar, PS-Gaighata, Pin-743287 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) MANOJ BALA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/01/2022.MONAJ BALA and MANOJ BALA both are same and one identical person.

Name Change

I, RAM PRASHAD RAI(Old Name) S/o SER BAHADUR RAI residing at PratapGaon, Ward 7, PO-Mirik, PS-Mirik, Pin-734214 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) RAM PRASAD RAI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/01/2022.RAM PRASHAD RAIand RAM PRASAD RAI both are same and one identical person.

Name Change

I, NASIM AMRA (Old Name) W/o SK NIJAMUDDIN residing at 396/3 G.T ROAD,SALKIA HOWRAH-711106 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) MUMTAJ BEGUM, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 04/11/2022.NASIM AMRA and MUMTAJ BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, SHAKEEB MALI (Old Name) S/o GOLAM MALI residing at W-105, HAZI RATAN LANE, PO-BARTALA, PS-RAJABAGAN, PIN-700018 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) MD SHAKEEB MALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/01/2022.SHAKEEB MALI and MD SHAKEEB MALI both are same and one identical person.

Name Change

I, DILEP KUMAR MAHATO (Old Name) S/o SOMARI MAHTO residing at H/L No-5, SOUTH GOWALA PARA ROAD, BHATPARA, BARRACKPORE-743123 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) DILIP MAHTO, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/01/2022.DILEP KUMAR MAHATO and DILIP MAHTO both are same and one identical person.

Name Change

I MOHITOSH KUMAR MONDAL S/O BHUPENDRA NATH MONDAL OF 45/1, GARFA SITALA MANDIR ROAD, 2ND FLOOR, PO-SANTOSHPUR, KOLKATA-700075, HAVE CHANGED MY NAME TO MOHITOSH MONDAL VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC ON 14/01/2022 AT Kolkata COURT. MOHITOSH KUMAR MONDAL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHITOSH MONDAL FOR ALL PURPOSES.

Name Change

I, Jahanara Begam D/O- Kibria Mohammad resident of Kamal sayar, P.O.-Rajbati, P.S.-Burdwan Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713104, shall henceforth be known as 'MOSAMMAT JAHANARA KHATUN' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 10/01/2023.

Name Change

I, Anjana Aich D/O- Radhapada Roy resident of DVC Road, Kanainatshal, Damodarpally, P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713103, my husband name wrongly recorded in my passport No.K1504110 in place of father name, my husband name is ASOKE AICH and my father name is RADHAPADA ROY Vide an affidavit sworn before the notary public at Purba Bardhaman on 10/01/2023.

Name Change

I, Manjit Singh Jaswal D/O- ParmarMangal Singh resident of S.P. Mukherjee Road, Murgasol, Asansol, Dist- Paschim Bardhaman, W.B.-713303, shall henceforth be known as 'MANJIT KAUR' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 10/01/2023.

Name Change

I, Kajal Mondal D/O- Bamapada Mondal resident of Galsi Ganjer PaschimBhag ,P.O.+P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713406, shall henceforth be known as 'KAJAL KUMAR MONDAL' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 10/01/2023.

ভুয়ো দলিল দিয়ে কাটোয়ার শ্রীখন্ডে সম্পত্তি রেকর্ড করার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ জানুয়ারি ঃ কাটোয়ার ১ নং ব্লকে শ্রীখন্ড মৌজার (জে.এল নাম্বার ৭) ২০২৩ খতিয়ানে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভুয়ো দলিল দেওয়ার অভিযোগ জমা পড়লো ভূমি দপ্তরে। চলতি মাসের ১১ তারিখে পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিএলএলআরও অফিসে এবং ১৩ তারিখে কাটোয়া মহকুমার এসডিএলএলআরও এবং কাটোয়া ১ নং বিএলএলআরও অফিসে অভিযোগ জমা দিয়েছেন উক্ত খতিয়ান মূলে অন্যতম ওয়ারিশ মোল্লা জসিমউদ্দিন। ইমেল মারফতও বিষয়টি জানানো হয়েছে। মিউটেশনে জেনেশুনে ভুয়ো দলিল দাখিল করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করার আবেদন রেখেছেন অভিযোগকারী। তিনি ওয়ারিশ মূলে এবং দলিল মূলে ওই সম্পত্তির একাংশ মালিক হচ্ছেন। জানা গেছে, মঙ্গলকোটের পদিমপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা মোল্লা জসিমউদ্দিন অভিযোগে জানিয়েছেন - কাটোয়া ১ নং ব্লকের অধীনে শ্রীখন্ড মৌজার (০৭ নং) খতিয়ান ২০২৩ এর মোল্লা খবিরউদ্দিনের ওয়ারিশ মূলে এবং দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তির মালিক হচ্ছেন। উক্ত সম্পত্তির কিছু অংশ ২০১৪ সালে কাটোয়ার পঞ্চাননতলা সংলগ্ন গোপালপুর গ্রাম নিবাসী খাইরুল মোল্লা (পিতা - প্রয়াত বলু মোল্লা) অসৎ উপায়ে একতরফা - বিনা শুনানিতে বিনা দলিলে করিয়া নেন। যার মিউটেশন কেস নাম্বার হলো - (এমএন০১৪০২২৪৪৭৯৯)।সেসময় মোল্লা খবিরউদ্দিনের পুত্র মোল্লা নুরুল হোদা (খবির) জীবিত ছিলেন। তিনি ওই মিউটেশনের নোটিশ পাননি। অভিযুক্ত খাইরুল মোল্লা খতিয়ান ২০২৩ এর সম্পত্তির একাংশ এলআর রেকর্ড করে নেন।উক্ত মিউটেশন এর অর্ডারশিট তুলে দেখা যায়, সেখানে কোন দলিলের উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে তিনি (মোল্লা নুরুল হোদা) বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিএলএলআরও (কাটোয়া ১ নং), এসডিএলএলআরও (কাটোয়া মহকুমা), ডিএলএলআরও (পূর্ব বর্ধমান) সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ এবং পরবর্তীতে আগেকার অভিযোগ অনুযায়ী তদন্তের অগ্রগতি বিষয়ে চিঠি রিসিভ করান। এরপর মোল্লা নুরুল হোদার মৃত্যু হলে মোল্লা জসিমউদ্দিন বিষয়টি এলআর আইনের ৫৪ নং ধারা মতে ডিএলএলআরও অফিসে আপিল পিটিশন (কেস নাম্বার - ১৭২১৬) দাখিল করে। প্রায় এক বছর সময়কালে চারবার শুনানিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি গড়হাজির ছিলেন। তবে শেষে এক প্রেরিত ব্যক্তির মাধ্যমে বেশ কিছু দলিল পাঠিয়ে ছিলেন।কিন্তু উক্ত কোন দলিলই ওই আপিল শুনানিতে রেকর্ডেড হয়নি। এরপর তকালীন ডিএলএলআরও এই আপিল কেসটি পুনরায় সংশ্লিষ্ট বিএলএলআরও (কাটোয়া ১ নং ব্লক) এর 'ফ্রেস হিয়ারিং' (১১এফ আইআইএ ২০১৬) এর জন্য পাঠিয়ে দেন। কাটোয়া ১ নং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ওই শুনানি পরবর্তী মিউটেশন অর্ডারশিটে দেখা যায় যে, যে দলিল গুলি দিয়ে মিউটেশন নথিভুক্ত হয়েছে, সেই দলিলগুলির মধ্যে দাতা - গ্রহীতা, জমির দাগ নং এমনকি মৌজা নাম্বার সম্পর্কিত নয়'। অভিযোগকারীর দৃঢ় বিশ্বাস অভিযুক্ত খাইরুল মোল্লা জাল দলিল নথিভুক্ত করে অসাধু উপায়ে ওই সম্পত্তি এলআর রেকর্ড করেছেন। সেজন্য ওই মিউটেশন রেকর্ড পুনরুদ্ধার করে জেনে-বুঝে ভুয়ো দলিল দেওয়া খাইরুল মোল্লার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী এফআইআর করার আর্জি রেখেছেন তিনি। ওই দলিল নাম্বার খতিয়ে দেখতে ব্লক থেকে জেলাস্তরের রেজেস্ট্রি অফিসে খতিয়ে দেখছেন অভিযোগকারী। ভূমি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে - 'খুব তাড়াতাড়ি অভিযুক্ত ব্যক্তি কে নোটিশ দিয়ে উক্ত দাখিল দলিল গুলি চাওয়া হবে'। অপরদিকে অভিযুক্তের পক্ষে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগকারী জানিয়েছেন - পরবর্তীতে অভিযোগপত্র অনুযায়ী কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলির কাছে। কোন সুরাহা না পেলে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল হবে। এও জানা গেছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পিওন পদের অপব্যবহার করে প্রথম মিউটেশনের নোটিশ গায়েব করেছিলেন। অভিযোগকারী মোল্লা জসিমউদ্দিন বিষয়টি পূর্ব বর্ধমান জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পোস্টাল থেকে কলকাতার জিপিওর পোস্টমাস্টার জেনারেল কে দফায় দফায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা এলাকায় বেশ কয়েকটি মৌজার জমির মিউটেশনে ভুয়ো দলিল দেওয়ায় ভূমি দপ্তরের তরফে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করার নজির রয়েছে।

টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ১৪ জানুয়ারি ঃ বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার বিরুদ্ধে ২-২.৫ লক্ষ টাকা করে নিয়ে পেট্রাপোলের সেন্ট্রাল পার্কিংয়ে ১৭ জনকে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সরব হলেন বাগদার বিধায়ক তথা বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিত দাস। দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে অশোকের সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের অডিও। গোপালনগর বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের পথসভা থেকে বাগদার বিধায়ক তথা বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিত দাস বলেন, অপদার্থ সমাজবিরোধী বিধায়ক পেয়েছেন আপনারা। পেট্রোপোলের সেন্ট্রাল পার্কিংয়ে ১৭ জনকে দুই আড়াই লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। নিজের শ্যালক ও বোনকে চাকরি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করে বিশ্বজিত বলেন, আগামীতে গোপালনগরে গিয়ে কুরুচিকর কথা বললে, সাধারণ মানুষ ঝাঁটাপেটা করলে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু করার থাকবে না। টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া প্রসঙ্গে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, বিশ্বজিত দাসকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমি টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছি প্রমাণ করতে পারলে আমি বিধায়ক পথ ছেড়ে দেব। উনি না প্রমাণ করতে পারলে উনি বিধায়ক পদ ছেড়ে দেবেন তো ? অশোক কীর্তনীয়ার বোন এবং শ্যালক চাকরি পেয়েছেন কিনা সে বিষয়ে তিনি সাংবাদিকের কাছে সরাসরি মুখ খুলতে চাননি। বিশ্বজিত দাস বলেন আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছেন। অডিও প্রকাশিত হলেই সত্য জানা যাবে।

২০২৪-র মধ্যে দেশে সিএএ লাগু হবে ঃ শান্তনু ঠাকুর

দুরন্ত বার্তা, পানাগড়, ১৪ জানুয়ারি ঃ '২০২৪ সালের মধ্যে সিএএ লাগু হবে।' শনিবার পানাগড় সেনাছাউনীতে প্রাক্তন সেনাকর্মী দিবসে এসে এমনই দাবী করলেন। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। উল্লেখ্য, গত ২০১৯ সালে ১১ ডিসেম্বর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) পাশ হয়। ভারতবর্ষের পরম্পরা অনুসারে সিএএ তৈরী হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় কারনে যারা অত্যাচারিত হয়ে বাস্তহারা হয়েছে। কোথাও জায়গা পায়নি, তারা স্থান পাবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে শরনার্থীরা প্রকৃত ভারতবাসী হতে পারেনি। সিএএ হওয়ার পর দ্বীজাতিত্বত্তে দেশভাগের যন্ত্রনা থেকে মুক্তির স্বাদ পাবে বলে দাবী গেরুয়া শিবিরের। আর ওই সিএএ লাগু নিয়ে গোটা দেশের রাজনৈতিক ময়দান সরগরম। বিরোধীতায় পুরোদমে ময়দানে নেমেছে খোদ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার পাল্টা আসরে নেমে জোরকদমে প্রচার জারি রেখেছে বিজেপি। রাজ্যজুড়ে সিএএ সারমর্ম বোঝাতে জনসম্পর্ক অভিযান করছে বিজেপি কর্মীরা। আইনের বিস্তারিত সহ তৈরী করা হয়েছে লিফলেট ও পুস্তিকা। সেসব নিয়ে ডোর-টু- ডোর প্রচার করছে। যদিও সিএএ নিয়ে আগাগোড়া রাজ্যের মতুয়াদের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। যদিও অতীতে সাংসদ তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী ২০২০ সালে জানুয়ারি মাসে দুর্গাপুরে এক কর্মসূচীতে এসে দাবী করেছিলেন, সিএএ মতুয়াদের দ্বীতিয় স্বাধীনতা। সিএএ আইন পাশের দিন পুজো করবে মতুয়ারা। যদিও তারপর গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। শনিবার পানাগ। সেনাছাউনীতে প্রাক্তন সেনাকর্মী দিবসে যোগ দেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিন সেনাছাউনীর অমর শহিদ জওয়ানদের বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, এধরনের অনুষ্ঠান সেনাদের মনবোল মজবুত করবে। দেশের যুবকদের সেনায় যোগদানে অনুপ্রানিত করবে। এদিন সাংবাদিকদের সিএএ প্রশ্নের জবাবে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ২০২৪ র মধ্যে দেশে সিএএ লাগু হবে।

CORRIGENDUM
The Advertisement published on 14.01.2023 of Maheshpur Gram Panchayat, please read the jurisdiction area of Maheshpur instead of Bankra-I Gram Panchayat and please read Uluberia instead of Domjur block. Other details will remain unchanged.

দুষ্কৃতিদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে মার খেয়ে মৃত্যু হল এক পুরোহিতের, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ পাড়ার চায়ের দোকানীকে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে মার খেয়ে মৃত্যু হল এক পুরোহিতের। হাওড়ার বি গার্ডেন থানা এলাকায় এই ঘটনায় শনিবার তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে ২ জন। ধৃতদের তোলা হয় আদালতে। জানা গেছে, টোটো চালকের সঙ্গে এক চায়ের দোকানীর গন্ডগোল থামাতে গিয়ে দুষ্কৃতিদের মারে জখম হয়ে মৃত্যু হয় পেশায় পুরোহিত ওই ব্যক্তির। শনিবার সকালে হাওড়ার আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস থানা এলাকার শালিমার অঞ্চলের ভাড়পট্টি মিশ্র পাড়াতে ওই ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর মৃত ব্যক্তির নাম অবোধ কিশোর ওঝা (৫০)। তাঁর দেশের বাড়ি বিহারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় রাস্তার উপর ড্রেনের গর্ত কাটা ছিল। রাস্তার পাশেই একটি ছোট গলি রয়েছে। ওই গলি দিয়ে অনেক ছোট বাচ্ছারা যাতায়াত করে। যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্যই ওই স্থানে একটি পাথর রাখা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে এক টোটো চালক ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পাথরটি সরিয়ে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই টোটো চালকের সঙ্গে বচসা বাঁধে স্থানীয় এক চা দোকানের বিক্রেতার। অভিযোগ, শনিবার সকালে ওই টোটো চালক বহিরাগত লোকদের নিয়ে এসে নতুন করে অশান্তি শুরু করে। তাদের সঙ্গে হাতাহাতি বেঁধে যায়। হাতাহাতি বন্ধ করতে ওই এলাকার বাসিন্দা জনৈক পন্ডিতজী অবোধ কিশোর ওঝা হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসেন। তখনই ঘটে ওই ঘটনা। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে এবং এরপর একটি বেসরকারি হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ এই ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করে। শনিবার এদের হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। ওই পুরোহিতকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে টোটো চালক ও তার সঙ্গে আসা দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, ওই ঘিঞ্জি এলাকায় প্রতিদিন ভিড়ের মধ্যে যাতে টোটো সহ অন্যান্য গাড়ি ধীরে চলাচল করে এবং যাতে না এলাকার বাচ্ছাদের দুর্ঘটনা না ঘটে সেইজন্য রাস্তায় পাথর রাখা হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার এক টোটো চালক সেই পাথর সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে সেই থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত হয়। স্থানীয় এক চা দোকানীর সঙ্গে বচসা বাধে ওই টোটো চালকের। অভিযোগ, এরপরেই ওই টোটো চালক ওই চা ব্যবসায়ীকে হুমকি দেয়। অভিযোগ, শনিবার সকালে টোটো চালক ফের দলবল এনে চা দোকানীর উপর হামলা চালায়। তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন অবোধ কিশোর ওঝা নামের ওই পুরোহিত। দুস্কৃতীরা এরপর তাঁকেও মারধর করে। বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে আনা হলে মৃত ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ মহঃ আলতাব ও পারভেজ মোশারফকে গ্রেফতার করে। শনিবার দুপুরে এদের হাওড়া আদালতে তোলা হয়।

পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে চরম ব্যস্ততা মালদার গ্রামগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জানুয়ারি ঃ বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণ আর তার মধ্যেই অন্যতম একটি পার্বণ হলো পৌষ পার্বণ । যা পিঠে পার্বন ও মকর সংক্রান্তি নামেও পরিচিত, হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী দিনটিকে পালন করা হয়। গ্রাম এলাকায় পৌষ সংক্রান্তি- দিন নতুন ফসল বাড়িতে আসার পরে সেই ধানের চাল দিয়ে পিঠে পুলি তৈরি করার মধ্য দিয়ে 'পৌষ পার্বণ' উদ্‌যাপিত হয়। নতুন ধানের চাল খেজুরের গুড় এবং পাটালি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করা হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয় চালের গুঁড়া, নারকেল, দুধ আর খেজুরের গুড়। এদিনে এমনি ছবি ধরা পড়লো বামনগোলা ব্লকে গ্রাম্য এলাকায় পিঠেপুলি তৈরিতে সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত সকলে। উল্লেখ্য এইদিনে গ্রামেগঞ্জে মহিলারা সাত দিন ধরে ব্যস্ত থাকেন পিঠেপুলির সামগ্রী তৈরি করতে। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে চরম ব্যস্ততা দেখা গেল শহর ছেড়ে গ্রামগঞ্জে বাড়ি বাড়ি তৈরি হয় পিঠে পুলি সহ বিভিন্ন খাওয়ার সামগ্রী। পুরনো রীতি মেনে মহিলারা ঢেঁকিতে চাল কুটে তারা পূজা- পার্বণের মধ্য দিয়ে পিঠে পুলি তৈরি করার কাজ শুরু করবে আগামীকাল। জানা যায় তারা এই সামগ্রী বেশ কয়েকদিন ধরেই তৈরি করতে ব্যস্ত থাকেন। আগামীকাল পৌষ সংক্রান্তি তাই বাড়ি বাড়ি তৈরি হয় পিঠে পুলি। ঢেঁকিতে চাল কুটে তাদের এই চালের গুঁড়ো বেশ সুস্বাদু পিঠে পুলি তৈরি হয়।

বিজেপির বুথকর্মীদের গরম চা খাওয়ানোর দাওয়াই দিলেন সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের নেতারা যদি ঝামেলা করেন, তাহলে বিজেপির বুথকর্মীদের গরম চা খাওয়ানোর দাওয়াই দিলেন গেরুয়া শিবিরের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । শনিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে দলের অঞ্চল সম্মেলনে এসে বুথকর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করলেন সুকান্তবাবু। এদিকে আগামী ১৭ জানুয়ারি হাসিমারায় প্রশাসনিক কর্মসূচিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এদিনের কর্মসূচিতে রাজ্যের বিরোধী দলের সভাপতির নিশানায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সভা থেকে বারবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীকেই আক্রমণ করেছেন। দিদির দূতকে এদিন তিনি 'দিদির ভূত' বলেও কটাক্ষ করেন। এদিন তিনি আরও বলেন, 'দিদি এখন আর বাংলার গর্ব নন, এখন তিনি বাংলার গর্ত। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পের টাকা চুরি করছেন তৃণমূলের নেতারা। টাকা দেবে কেন্দ্র আর পোদ্দারি মারবেন তারা। আমরা আর চুরি করতে দেব না।' সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলাতেও আন্দোলন করে বিজেপি। আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এই জেলায় আবাস দুর্নীতির তদন্তে আসতে চলেছে বলে সুকান্ত এদিন স্পষ্ট ঘোষণা করেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সুকান্তর বক্তব্য, 'এবার পঞ্চায়েত ভোট লুট হলে সাধু সাবধান। এজন্য বুথকর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঝামেলা হলেই গরম চা খাওয়াতে হবে। নীচে আপনারা সামলাবেন। আর উপরে আমরা আছি। সবে তো খেলা শুরু হয়েছে।' এদিন রাজ্য সভাপতির কর্মসূচিতে জেলার একাধিক বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী পাল্টা জবাব চান সুকান্ত মজুমদারের কাছে। সৌরভ বলেন, 'বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা তো এতদিনেও কোনও কাজ করে দেখাতে পারলেন না। তাহলে সেই টাকা কী হল? আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ মানুষের সামনে সেই টাকার হিসেবে দেখাতে পারলে মনে করব সুকান্ত মজুমদার ভদ্র লোক।'

ফোনে পাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিয়ের ৩ দিন আগে আত্মঘাতী পাত্র

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিয়ের ৩ দিন আগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী পাত্র। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। জানা গিয়েছে আত্মঘাতী পাত্রের নাম ধনাই রায়। বয়স ২০ বছর। পেশায় শ্রমিক। বাড়ি বুনিয়াদপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বংশীহারী শিবপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ধনাইয়ের। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বংশীহারী থানার জয়দেবপুর এলাকার একটি মেয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রেমের বিষয়ে দুই পরিবার জানত। অভিযোগ, বিয়ের জন্য পাত্র রাজি থাকলেও মানসিকভাবে প্রতিনিয়ত চাপ দিত পাত্র ধনাই রায়কে। সূত্রের খবর, শনিবার সকালেও পাত্রীর সাথে ফোনে ঝগড়া বাধে পাত্র ধনাইয়ের। ফোনের মধ্যে ঝগড়া চলতে থাকে পাত্রের পরিবারের সামনেই। অনেকক্ষণ ধরে পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা চলে। এরপরই ঝগড়ার মাঝে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় পাত্র ধনাই। তারপরই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। পরিবারের লোকজনের বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি ওই যুবককে উদ্ধার করে রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে পাত্র ধনাই রায়কে। পরবর্তীতে খবর যায় বংশীহারী থানায়। পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাটে পাঠানো হয় দেহ।

e-Tender Notice
e-tenders are invited by Prodhan, Dignagar-I Gram Panchayat under Ausgram-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide Tender ID – 2023_ZPHD_445932_1 & 2023_ZPHD_445932_2. Last date of closing of submission of technical & financial Bid on 20/01/ 2023 upto 18.00 IST. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

e-Tender Notice
e-tenders are invited by Prodhan, Bhedia Gram Panchayat under Ausgram-2 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential for various works from 15 th CFC Fund vide Memo nos. – BGP/97/2023, Dt.-13/01/2023, BGP/ 100/2023, Dt.-13/01/2023 and BGP/101/ 2023, Dt.-13/01/2023. Date of closing of Submission of Technical biod & Financial Bid on 20/01/2023 at 11.30 Hours. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in or contact office of the mentioned above.

Office of the Garafusra Gram Panchayat
Vill-Sindri, PO-S.C. Road, Dist:-Purulia
Notice Inviting e-Tender No-WBPUR/GGP/NIET-1/22-23, Date:- 13/01/2023
E-Tender is invited by the Pradhan, Garafusra Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of total 8 (eight) nos. different works. Work completion Period: 90 Days. Document download starting from 13/01/2023 at 11.00 AM up to 30/01/2023 up to 2.00 P.M. Last date of dropping of Sealed Tender Form on or before 30/01/2023 up to 2.00 PM. Date of Opening of Tender 02/02/2023 at 11.00 AM. For details please visit website http://wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Garafusra Gram Panchayat

নাবালিকা অপহরণে গ্রেফতার যুবক

অসম, ১৪ জানুয়ারি ঃ করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন কালিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত গামারিয়ায় এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এক যুবককে। ধৃত যুবকের নাম সৌরভ দেব। জানা গেছে, গত ২২ ডিসেম্বর কালিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে নাবালিকা অপহরণ সংক্রান্ত এক এজাহার জমা পড়ে। এই এজাহারের ভিত্তিতে কালিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নন্দকুমার সিনহা মামলা রুজু করে তদন্ত নামেন। তদন্ত-অভিযানে নেমে গতকাল শুক্রবার রাত আনুমানিক ১২টায় পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করার পাশাপাশি সৌরভ দেব নামের যুবককে গ্রেফতার করে। মামলার তদন্তকারী অফিসার নন্দকুমার সিনহা জানান, এজাহার জমা হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু হয়। তবে ঘন ঘন ঠিকানা বদলানোর ফলে এতদিন তাদের আটক করা সম্ভব হয়নি। গতকাল রাতে সৌরভ দেবের নিজস্ব ঘর থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানান, রামকৃষ্ণনগর থানার ১৫১ /২০২২ নম্বর মামলার ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৬৬/ ৫০৬ ধারায় যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ জয়দেবে পুণ্যার্থীদের মকর স্নান

দুরন্ত বার্তা, জয়দেব, ১৪ জানুয়ারি ঃ আজ পুণ্যার্থীর মকর স্নান। পঞ্জিকা অনুযাযি, ১৫ জানুয়ারি সকাল ৭টা ১৫ মিনিট থেকে সন্ধ্যে ৫ টা ৪৬ মিনিট পর্যন্ত সময়ে এই মকর সংক্রান্তির তিথি থাকবে। ফলে ভোরে স্নান ও দান দুই সম্ভব হবে। মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে অজয় নদে স্নান পূণ্যলোভাতুর মানুষের। পুরুলিয়ার বড়ো বাজার থেকে অনন্ত মহন্ত ও নকুল সিংহরা বলেন, প্রতিবছর আসি। এবারও এসেছি। স্নানের সুবিধার জন্য হিংলো বাঁধ থেকে জল ছাড়া হয়। পুণ্যার্থীদের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অজয়ের চরেই বসে জয়দেবের কেঁদুলি মেলা । মেলায় আগত দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে প্রশাসনের তরফে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । মেলামুখী মানুষ পুণ্যস্নানের পর বীরভূমের রাধাবিনোদ মন্দিরে পূজা দেন পুণ্যার্থীরা। কেঁদুলি মেলায় দূর-দুরান্ত থেকে আসেন সাধক, ফকির, বাউলরা । বাউল গানের মরমিয়া সুর অল্প হলেও ভেসে যাচ্ছে মেলার মাঠ । জয়দেব মেলাপুণ্যার্থীদের সমাগমের কারণে বীরভূম ও বর্ধমান দুই জেলার পুলিশ তপর রয়েছে । একদিকে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কাঁকসা থানা নজর রাখছে মেলার পরিস্থিতির উপরে। অন্যদিকে, বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে কড়া নিরাপত্তা জারি রয়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী থাকছেন মেলায়। ড্রোন ক্যামেরা ও সিসিটিভি এবং ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে চলছে নজরদারি । মনের মানুষ থেকে বিভিন্ন আখড়ায় বাড়ছে ভিড়। মেলায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে মোতায়েন রয়েছে প্রচুর সাফাই কর্মী। কেউ হঠা অসুস্থ হয়ে পড়লে রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও। স্পিড বোর্ড ও বিপর্যয় মোকাবেলা টিম। নদীতে যাতে স্নান করতে নেমে কোনও বিপত্তি না ঘটে তার জন্য সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে । এই মেলায় কীর্তনীয়াদের সারাবছরের বায়না হয়ে থাকে। কলার কাঁদ বিক্রি হয় এই মেলায়। তবে এবার সেসব কিচ্ছু হচ্ছে না অতিমারীর কারনে। কোভিড সেরকম না থাকলেও, প্রটোকল কঠোরভাবে মানার জন্য ব্যবস্থায় থাকছে মাইকিংয়ে প্রচার এবং প্রচুর মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা এবং মেডিক্যাল টিম। এদিন বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ জয়দেব মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্র নাথ সিনহা, বিকাশ রায়চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

দুটি শো রুমে চুরি, চাঞ্চল্য বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ জানুয়ারি ঃ গভীর রাত দুটি শোরুমে জানালার রড কেটে প্রায় চার লক্ষ টাকা চুরি করে পালালো অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতিরা। সিসি ক্যামেরায় ধরা পরলো চুরির দৃশ্য। ঘটনায় শনিবার চাঞ্চল্য ছড়ালো বর্ধমান শহরের ১৬ নং ওয়ার্ডের মিরছোবা দক্ষিণ এলাকায়। শুক্রবার রাত প্রায় আড়াইটা নাগাদ শহরের উপর দিয়ে যাওয়া ২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি ব্যাটারি শোরুম ও একটি টায়ারের শোরুমে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। দোকানে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে দুই দুস্কৃতি দোকানের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজছে। দুজনেরই মুখ খোলা অবস্থায় রয়েছে। টায়ারের শোরুমের মালিক শ্রীকান্ত পাল জানাচ্ছেন, রাত আড়াইটা নাগাদ দুস্কৃতিরা জানালার রড কেটে ভিতরে ঢুকেছে। তারা অপরিচিত। তার শোরুম থেকে প্রায় দুই লক্ষ টাকার মত নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুস্কৃতিরা। পাশের ব্যাটারির শোরুমের কর্মচারী তুষার মিত্র জানান, তাদের এখান থেকেও দুই লক্ষাধিক টাকার মত নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুস্কৃতিরা। এখানেও জানালা কেটে দুস্কৃতিরা ভিতরে প্রবেশ করেছিল। শনিবার সকালে শোরুমগুলি খোলার পর বিষয়টি সামনে আসে। ঘটনার তদন্তে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। শহরের ভিতর এভাবে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary arrangements during the programme to be attended by VVIP's at Dhumarpahar under Sagardighi Block, Murshidabad on 16 th January, 2023 (IT Works)" [Job No. KIT/RW/184 of 22-23] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-159/KIT/Q of 22-23) Bid Submission Closing : 15.01.2023 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

কোনও দুঃখ প্রকাশ নয়, মাংসভাত ফেলে উঠে যাওয়া বিতর্কে পাল্টা সাফাই শতাব্দীর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ জানুয়ারি ঃ বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের দলীয় কর্মীর বাড়িতে মাংসভাত ফেলে উঠে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। ২৪ ঘন্টা বাদে এ নিয়ে সাফাই দিলেন তিনি। শুক্রবার বীরভূমে 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন শতাব্দী। দলীয় সূত্রে খবর, ওই কর্মসূচির পর বিষ্ণুপুর এলাকার তেঁতুলিয়া গ্রামে দলীয় এক কর্মীর বাড়ির উঠোনে আয়োজন করা হয়েছিল মধ্যাহ্নভোজের। খাদ্যসূচিতে ছিল ভাত, ডাল, এঁচোড়ের তরকারি, খাসির মাংস এবং মাছ। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন শতাব্দীও। কর্মসূচির পর সেখানে গিয়েছিলেন ওই তৃণমূল সাংসদ। প্রকাশ্যে এসেছে সেই সময়ের ভিডিয়ো। তাতে দেখা গিয়েছে, দলীয় কর্মীদের অনুরোধে খেতে বসেছিলেন শতাব্দী। সাংসদকেও শালপাতার থালায় সব পদই দেওয়া হয়েছিল খাওয়ার জন্য। কিন্তু নিজের আসনে বসে দু-একটি ছবি তোলার পরেই না-খেয়ে তিনি উঠে পড়েন। যদিও শনিবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শতাব্দী। শনিবার তৃণমূল সাংসদ এ প্রসঙ্গে কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "গত ১৪ বছর ধরে আমি কর্মীদের বাড়িতে খাই। কালকে দিদির সুরক্ষা কবচকে কেন্দ্র করে খেয়েছি-খাইনি এই নিয়ে বিতর্কের প্রশ্নই নেই। কারণ ১৪ বছরে ধরে আমি মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াই। প্রতিটি কর্মীর বাড়িতেই খাই। এটা নতুন কিছু নেই। কালকেও খেয়েছি।"

রাষ্ট্র ভাষা পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল চন্দ্রভূষন উপাধ্যায় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের ৫৫ তম বার্ষিক সম্মেলন। শনিবার দুপুরে বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে প্রয়াত চন্দ্রভূষন উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত অতিথি বৃন্দ। অনুষ্ঠানে পরিষদ দ্বারা পরিচালিত অবৈতনিক রাষ্ট্র ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের গান, আবৃত্তি, ও শ্রুতিলিখন প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই অনুষ্ঠানেই হিন্দি ভাষা প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদানের জন্য পন্ডিত বলরাম পান্ডেকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিষদের উপাধ্যক্ষ শুকদেব উপাধ্যায়, শোমেশ্বর শর্মা, শিক্ষন কেন্দ্রের প্রধান অধ্যক্ষ অশোক দানা, প্রণব কুমার, কেশব মোদী, সর্বানী সিনহা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাংক রেজিস্টার
অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

অধিগ্রহণ নোটিশ

যেখানে, উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিগুলির ৩ বিধির সাথে পড়া ২০২২ তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত প্রযোজ্য হারে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট নামের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের আহ্বান জানিয়ে ঋণ গ্রহীতাসহ-ঋণ গ্রহীতাদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে। উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রযোজ্য ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, অর্থ, অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ এবংঅথবা আদায় করা।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
১.	৩৩১৭২১৮ ৮৬০০০০০২২ এবং ৩৩০৬২১০০ ৮০০০০০৩০	১) বিক্রম চক্রবর্তী ২) হাসি চক্রবর্তী ৩) শম্পা চক্রবর্তী	১৭.০৯.২০২২ / ১৩,৯৪,৯৯৫.৬৯ টাকা ১৭.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত	১১.০১.২০২৩ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা কনকপুল, থানা হাবরা, পরগণা উখরা, জেএল নং ৩৩, রে.সা নং-এ অবস্থিত প্রায় ৮ দশমিক পরিমাপের একটি জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ১৪০, তৌজি নং ২১৬৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৬৪, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১২৬৪, অশোকেনগর কল্যাণগড় পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ৫, হোল্ডিং নং ১৮, কাঁকপুল, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির সীমানা দলিল অনুসারে বিজয় চক্রবর্তীর উত্তর বাড়ি, দক্ষিণ ঃ রতন গোস্বামীর বাড়ি, পূর্ব। মালিকের বাবার খালি জমি, পশ্চিম ঃ ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। ১৬.০৭.১৯৬৫ তারিখে বেনাগলি কোবালার মাধ্যমে হাসি চক্রবর্তীর মালিকানাধীন, এসআর, হাবরার অফিসের সামনে, বই নং ।, ভলিউম নং ৯৩, পৃষ্ঠা ৫৫ থেকে ৫৭, ১৯৬৫ সালের জন্য নং ৬৮২৮ হচ্ছে।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
২.	৩৭০২১০১ ৭০০০০০১৫	১) মিতা বোস সুরাল ২) শান্তনু সুরাল ৩) শান্তনু সুরাল, ৪) পার্থ সুরাল	২৩.০৯.২০২২ / ১৬,৫৭,৯২০.৮৪ টাকা ২২.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত	১১.০১.২০২৩ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা-রামপুর, জে.এল নং ১৪৪, প্লট নং এলআর ৭৭৯ , খতিয়ান নং এল.আর.৩৮৫, ১৮১ ও ২০১, মোট ৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবনের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল , এডিএসআর-রঘুনাথপুর-১, আনারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা পুরুলিয়া এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। সীমানা ঃ পূর্বঃ মহাদেব বাগদির জমি, পশ্চিম ঃ দীপক কুমার রায় সরকারের জমি, উত্তরঃ পালু এবং অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণঃ স্বপন সরকারের জমি। সম্পত্তিটি মিঃ সান্তনু সুরাল, পার্থ সুরত এবং ফাল্গুনী সুরালের।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৩.	৩৩৭০২১০ ০৯০০০০০০৭	১) এম এস প্রেম ইলেকট্রনিক, প্রেম চাঁদ রাম ২) প্রেম চাঁদ রাম ৩) রঞ্জু রাম	০১.০১.২০২২ / ২৬,৯৬,৩৯২ টাকা ১০.১১.২০২১ তারিখ পর্যন্ত	১১.০১.২০২৩ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ ৭০০ বর্গফুট পরিমাপের ৪টি কক্ষের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। কম-বেশি হোক, দোতলা ভবনের নিচতলায় ২.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেলের উপর নির্মিত এবং নির্মিত,কম বা কম, মৌজা-বরাকর, সিএস দাগ নং ১৬০৬-এ গঠিত। সি.এস. খতিয়ান নং- ৭২ এর অধীনে আর.এস এর সাথে সম্পর্কিত আরএস এর অধীনে দাগ নং- ২২২৯ খতিয়ান নং-১৫১০, জে এল নং-৩০ এবং বিয়ারিং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং-১০৩ / ১০১, জি.টি. রোড (এস), বরাকর, কুলটি পৌরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে, থানার মধ্যে- কুলটি, বর্ধমান পশ্চিম জেলার মধ্যে, বাট এবং সীমানা- উত্তরেঃ ৮৩.৬ এ ৭৩৯ ফুট চওড়া অ্যামন প্যাসেজ ft দীর্ঘ তারপর জি.টি. রোড রাস্তা, দক্ষিণেঃ কাজল চ্যাটার্জি এবং কিঙ্কর চ্যাটার্জির বিল্ডিং দ্বারা, পূর্বে ঃ জমিদারদের গালি প্যাসেজ এবং শ্রী অশোক মণ্ডল / প্লট নং ২২৪০ এবং ২২৩৯, পশ্চিমে ঃ অন্যদের রেখে যাওয়া প্যাসেজ দিয়ে তারপরে আগরওয়ালা / প্লট নির্মাণ নং ২২২৮।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৪.	৩৫৭৩২৩ ০০৪০০০০০০২	১) সর্দার ফার্মেসি প্রোপ্রেইট্র হাফিজুল সর্দার ২) হাফিজুল সর্দার ৩) রেহানা সর্দার	২৩.০৯.২০২২ / ১২,৩২,০৫৬.২০ টাকা ২২.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত	১১.০১.২০২৩ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ প্রায় ৬.৬০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, মৌজা ৯৫ নং আসারু, থানা বাগদা, জেএল নং ৯৫, তৌজি নং ১৫, এল.আর.এ অবস্থিত। খতিয়ান নং ৭৩২, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৫৭৮ এবং ৫৮১, আশারু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, হোল্ডিং নং ৪৭৭০, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। পারানের উত্তর বাড়ির সীমানা। মল্লিক, সিরিজুল সরদারের দক্ষিণ বাড়ি, আনসার আলী সরদারের পূর্ব বাড়ি, পশ্চিম ১০ ফিটওয়াইড রোড ১৮০৫২০১১ তারিখে, সাব রেজিস্ট্রার অফিস, হেলেঞ্চার অফিসের সামনে, হাফিজুল সরদারের মালিকানাধীন বাংলা ডিড অফ গিফট, বই নং ।, সিডি ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা ৮৫৭ থেকে ৮৬৮, এর জন্য নং ০২০৫২তে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০১১ সালে।

যেখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার বন্ধকগণ বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উজ্জীবন স্মল-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা ফাইন্যান্স ব্যাংক উপরে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৮ এর সাথে পড়া উল্লিখিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপরে বর্ণিত সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছে। আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাবন্ধকদের মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে। এখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারবন্ধক বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উল্লিখিত সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে লেনদেন করবেন না এবং উল্লিখিত সম্পত্তিসুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে কোনো লেনদেন উয়িভানের চার্জ সাপেক্ষে হবে। স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক।

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১১.০১.২০২৩
স্বা/- স্বীকৃত আধিকারিক,
উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

ফের অপারেশন ঋষভ পন্থের হাতছাড়া হতে পারে বিশ্বকাপও!

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারিঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের সুপারস্টার ঋষভ পন্থ কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। গত মাসে তিনি একটি মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। গত ৩০ ডিসেম্বর রুরকির কাছে ভোরবেলা রাস্তার ডিভাইডারে এই উইকেটকিপার-ব্যাটারের গাড়ি ধাক্কা মারে, বেশ কয়েকবার পালটি খায় এবং শেষ পর্যন্ত গাড়িতে আগুন ধরে যায়। নতুন বছরের আগে মা'কে সারপ্রাইজ দিতে বাড়ি ফিরছিলেন ঋষভ পন্থ। সেইসময়ই দিল্লি-দেরাদুন হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে পন্থের চিকিৎসা করা হয়। তারপর তাঁকে দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাঁকে এয়ারলিফট করে মুম্বইয়ে চিকিসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। ক্রিক ইনফো-তে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুসারে জানতে পারা গিয়েছে যে পন্থের হাঁটুতে তিনটে প্রধান লিগামেন্ট পেশি ছিঁড়ে গিয়েছে। সেগুলো হল অ্যান্টেরিয়র ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট, পোস্টেরিয়র ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট এবং মেডিয়াল কো-ল্যাটেরাল লিগামেন্ট। এরমধ্যে পোস্টেরিয়র ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট এবং মেডিয়াল কো-ল্যাটেরাল লিগামেন্টের অপারেশন হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত অ্যান্টেরিয়র ক্রুশিয়েট

লিগামেন্টের অপরারেশন বাকি রয়েছে। সেটা আগামী দেড় মাস পরে হবে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত পন্থের চোটের যা অবস্থা, তাতে চলতি বছর তিনি আর ২২ গজে ফিরতে পারবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির জন্য টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। পাশাপাশি দিল্লি ক্যাপিটালস দলের ডিরেক্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ মরশুমে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে (যদি টিম ইন্ডিয়া যোগ্যতা অর্জন করতে পারে) তিনি কামব্যাক করতে পারবেন কি না, সেই ব্যাপারেও চিকিৎসকেরা নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারছেন না। বাকী থাকল ২০২৩ একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এবার এই বিশ্বকাপের আসর আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারতে বসতে চলেছে। এই টুর্নামেন্টে পন্থ কামব্যাক করতে পারেন কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নেমেছিল ঋষভ পন্থ। মীরপুরে আয়োজিত দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে তিনি ৯২ রানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। ভারতের জয়ের জন্য এই ইনিংসটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে তদন্তে ফিফা, শাস্তির মুখে পড়তে পারেন মেসিরা

বুয়েনস আইরেস, ১৪ জানুয়ারিঃ বাইশের শেষে কাতার বিশ্বকাপ জিতেছে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। এ বার তেইশের শুরুতে শাস্তির মুখে তিন বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। দীর্ঘ ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জয়ের সেলিব্রেশন যে বাঁধনভাঙা হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে অভিযোগ উঠেছে, মেসির দল বিশ্ব জয়ের সেলিব্রেশন করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করেছে। পাশাপাশি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজের সেলিব্রেশনও অনেকের দৃষ্টিকটু লেগেছে। এ বার এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আসরে নেমেছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে লুসেইল স্টেডিয়ামে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। ফাইনাল ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে, 'গোল্ডেন গ্লাভ' পুরস্কার নেওয়ার পর অদ্ভুত সেলিব্রেশন করেন আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। যা অনেকেরই দৃষ্টিকটু লেগেছে। শুধু তাই নয়, আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে সেলিব্রেশনের সময়

ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করার কথাও বলেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার। এতেই শেষ নয়। এরপর আর্জেন্টিনায় হুডখোলা বাসে করে বিশ্বকাপ সেলিব্রেশনের সময় মেসিপ পাশে দাঁড়িয়ে এমবাপের ছবি দেওয়া ছোট্ট পুতুল হাতে দেখা যায় মার্টিনেজকে। শুধু মার্টিনেজই উদযাপনের সময় সীমা লঙঘন করেছেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে একাধিক ফুটবলারও জড়িয়ে রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই সবের বিরুদ্ধে এ বার তদন্ত শুরু করেছে ফিফা। লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা 'আক্রমণাত্মক আচরণ ও ন্যায্য খেলার নীতি লঙ্ঘন' এবং 'খেলোয়াড় ও অফিসিয়ালদের খারাপ আচরণ'-সম্পর্কিত বিধিমালা ভেঙেছে বলে মনে করছে ফিফা। তাই ফিফার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফিফা ডিসিপ্লিনারি কোডের আর্টিকেল ১১ (আপত্তিকর আচরণ এবং ন্যায্য খেলার নীতির লঙ্ঘন) এবং আর্টিকেল ১২ (খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের খারাপ আচরণ) এর সম্ভাব্য লঙ্ঘনের কারণে ফিফা ডিসিপ্লিনারি কমিটি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, বড় সড় শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে মেসিদের। শুধু আর্জেন্টিনা দলের বিরুদ্ধেই তদন্ত করছে না ফিফা। বিশ্বকাপের সময় বৈষম্য বিরোধী নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য, মেক্সিকান এবং ইকুয়েডর ফুটবল ফেডারেশনগুলিকে পূর্বে যথাক্রমে ১০৭,৯০২ ডলার ও ২০ হাজার ডলার এবং ২১,৫০৮০ ডলার জরিমানা করা হয়েছে। বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান দখলের লড়াইয়ের ম্যাচে বৈষম্য এবং ম্যাচে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা লঙ্ঘনের কারণে ক্রোয়েশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধেও ফিফা একটি মামলা শুরু করেছে।

'মেসিকে কোনো প্রস্তাবই দেয়নি আল-হিলাল'

রিয়াধ, ১৪ জানুয়ারিঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে যাওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল গুঞ্জনটা। লিওনেল মেসির পরবর্তী গন্তব্যও নাকি সৌদির ক্লাবে! আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে পেতে আল নাসরের প্রতিদ্বন্দ্বি আল-হিলালের ৩০ কোটি ডলারের প্রস্তাব দিতে যাওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছিল এ সময়। তবে আপাতত এমন কোনো চুক্তির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন স্প্যানিশ ফুটবল বিশেষজ্ঞ গিলেম বালাগ। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা সম্প্রতি ছুটি শেষে যোগ দিয়েছেন পিএসজির সঙ্গে। মাঠে ফিরে মেসি করেছেন গোলও। পিএসজিতে ছন্দে থাকা মেসির সঙ্গে ক্লাবটির চুক্তি শেষ হবে এই গ্রীষ্মেই। তবে বালাগের দাবি, ম্যাচ খেলে ২৪ গোল করেছেন মেসি। গত মাসে আর্জেন্টিনাকে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন মেসি। এবার তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ, পিএসজিকে চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা এনে দেওয়ার। আর মেসির চাওয়াও ইউরোপে খেলা। বালাগ বলেছেন, এই মুহূর্তে তাঁর ইচ্ছা ইউরোপে থাকার। তিনি ব্যালন ডি'অর জেতার জন্য ফেবারিট। এখনো চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলে যাচ্ছেন তিনি, বিশ্বকাপ জয়ের পর তাঁর এখন বড় লক্ষ্য। তাই তাঁকে প্রস্তাব দেওয়ার কোনো মানে নেই। আর এমন কোনো প্রস্তাবের অস্তিত্বও নেই। এর আগে ৪ জানুয়ারি ইতালির সংবাদমাধ্যম 'ক্যালসিওমের্কাতো' মেসির আল-হিলালে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল।

পিএসজি তারকা এই মুহূর্তে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবীকরণের দ্বারপ্রান্তে আছেন। পাশাাশি আল-হিলালও মেসিকে কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বালাগ, ''এখানে কোনো প্রস্তাব নেই (আল-হিলাল থেকে)। পিএসজি ও মেসি চুক্তি চূড়ান্ত করতে সামনের কয়েক সপ্তাহের মধ্য বৈঠকে বসবে। আর এই চুক্তি মেসিকে প্যারিসেই রাখবে।'' ২০২১ সালে বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে আসেন মেসি। লিগ ওয়ানের এই দলের হয়ে ৫৪ ক্লাবটির সঙ্গে নাকি মেসির চূড়ান্ত আলাপ হয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে সৌদি আরবের ক্লাবটিতেই খেলবেন মেসি। আর সেটি হবে ইতিহাসে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এরপর স্পেনের সংবাদমাধ্যম 'মুন্দো দেপোর্তিভো' মেসির সৌদি আরবের ক্লাবে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে একটি খবর প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছে, মেসিকে বছরে ৩০ কোটি ডলার পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে আল-হিলাল।

আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবে ইউনাইটেড স্পোর্টস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবে ইউনাইটেড স্পোর্টস। আট বছর পর আই লিগে ফিরে এল ইউনাইটেড। ২০১৩-১৪ সালে আই লিগের মূলপর্বে শেষ বার খেলেছিল ইউনাইটেড স্পোর্টস। ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের শর্তপূরণে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে কলকাতার এই ফুটবল ক্লাবকে আই লিগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ৮ বছর পর আবারও সেই লিগে ফিরে এল ইউনাইটেড স্পোর্টস। যদিও দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে খেলতে দেখা যাবে কলকাতার এই ক্লাবকে। তবে এখানে ভালো পারফর্ম করলেই, আই লিগের মূলপর্বে খেলার সুযোগ থাকবে। মার্চ থেকে শুরু হবে আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশন। চলবে মে পর্যন্ত। গত বছর কলকাতা লিগে চার নম্বরে শেষ করেছিল ইউনাইটেড স্পোর্টস। মহমেডান স্পোর্টিং খেলে আই লিগে। দুই আর তিন নম্বরে শেষ করেছিল জর্জ টেলিগ্রাফ আর রেলওয়ে এফসি। হিসেব মতো আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার কথা ছিল জর্জের। কিন্তু আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে না খেলার কথা আগেই জানিয়ে দেয় জর্জ টেলিগ্রাফ। অফিস দল হওয়ায় খেলতে পারবে না রেলওয়ে এফসি। তাই ৮ বছর পর শিকে ছিঁড়ল ইউনাইটেড স্পোর্টসের। ইউনাইটেড কর্তা নবাব ভট্টাচার্য বলেন, ''৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ট্রান্সফার উইন্ডো খোলা আছে। অল্প সময়ের মধ্যে দল তৈরি করতে হবে। এছাড়া আর্থিক সংকট তো একটা রয়েইছে। সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে আমাদের দল তৈরি করতে হবে। চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেটা সামলাতে আমরা প্রস্তুত।'' কলকাতা ময়দানের সাপ্লাই লাইন হিসেবেই ইউনাইটেড স্পোর্টসকে সবাইকে চেনে। জাতীয় গেমসে সোনাজয়ী বাংলা দলে ইউনাইটেডের ছয় ফুটবলার ছিলেন। এ বারও সন্তোষ ট্রফিতে রয়েছে চার ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলও এ বার আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবে। এছাড়া আইএসএলের চেন্নাইয়িন এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, হায়দরাবাদ এফসি, এফসি গোয়া, মুম্বই সিটি এফসির রিজার্ভ দলও খেলবে আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে। ভারতের অপর একটি প্রাচীন ক্লাব ডেম্পোকেও দেখা যাবে এই লিগে খেলতে। বাকি দলগুলো হল- স্বদেশ ইউনাইটেড এফসি, জগ সিং পালাহি ফুটবল ক্লাব, ডায়মন্ড রক এফসি, গোল্ডেন থ্রেডস, বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড, আরা এফসি, দিল্লি এফসি, আরকেএম এফসি।

আগামী মরসুমেই কি প্যারিস ছেড়ে নতুন ক্লাবে নেইমার?

প্যারিস, ১৪ জানুয়ারিঃ ২০২৭ সাল পর্যন্ত প্যারিস সাঁজার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ব্রাজিলিয়ান তারকা। কিন্তু সেই চুক্তি ভেঙে নতুন ক্লাবের জার্সি পরতে কতক্ষণ! অন্য কোনও ক্লাব যদি অর্থের থলি নিয়ে কোনও তারকার জন্য ঝাঁপায়, আর সেই তারকার যদি মনে হয় লাভজনক প্রস্তাব, তা হলে নতুন ক্লাবে যেতেই পারেন। ব্রাজিলিয়ান তারকার ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে। পরিস্থিতি যা, যে দিকে গড়াচ্ছে ঘটনা, তাতে এমনটা ঘটতেই পারে। অন্তত ফুটবলের ইতিহাস তো তাই বলে! কাকে নিয়ে শুরু হতে চলেছে দড়ি টানাটানি? ইতি আর কেউ নন, নেইমার। পিএসজি কেন ছাড়বেন, কোন ক্লাবে যাবেন, ক্লাব বদলের সম্ভাবনা কতটা? পিএসজিতে নেইমার ভালো নেই, তা নয়। বিশেষ করে লিওনেল মেসি যাওয়ার পর থেকে খেলা আরও খুলেছে তাঁর। ক্লাব টিমের হয়ে সাফল্যও পাচ্ছেন। তবু নেইমার অন্য ক্লাবে যেতে পারেন। আরও চার বছর পিএসজির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তাঁর। তা যতই থাকুক, অন্য ক্লাবের প্রস্তাবে সাড়া যে দিতে পারেন, সে সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। আর কেউ নন, তাঁর বাবা নেইমার সিনিয়রই এই সম্ভাবনা উস্কে দিয়েছেন। এক ইন্টারভিউতে তিনি বলেছেন, তাঁর ছেলে নেইমার আগামী মরসুমের শুরুতেই যেতে পারেন নতুন ক্লাব। পিএসজি ছেড়ে ফ্লামেঙ্গোতে সই করতে পারেন নেইমার। স্যান্টোস থেকে বার্সেলোনায় সই করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে এসেছেন পিএসজিতে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ব্রাজিলের অন্যতম সেরা ক্লাব ফ্লামেঙ্গোতে খেলতে দেখা যেতে পারে নেইমারকে। গারসন সম্প্রতি ফ্লামেঙ্গোতে সই করেছেন। তাঁর বাবা মার্কাওকে দেওয়া এক ইন্টারভিউতে নেইমার সিনিয়র বলেছেন, ''গারসনের সঙ্গে কি ফ্লামেঙ্গোর হয়ে খেলবে নেইমার? এটা সম্ভব হতেই পারে।'' পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়েছে, এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। নিজেকে শুধরে নিয়ে বলেন, ''এটা সম্ভব তো বটেই। ব্রাজিলের জাতীয় টিমের হয়ে দু'জনের খেলা অবশ্যই সম্ভব।'' এ কথা বলার পর আবার নেইমার সিনিয়রের মনে হয়েছে, তিনি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছেন, তা ধরে ফেলতে পারে অন্যরা। তাই বলেন, ''ফুটবলে সব কিছুই সম্ভব। কিন্তু নেইমারের সঙ্গে পিএসজির দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি রয়েছে। ২০২৭ সাল পর্যন্ত সেই চুক্তির মেয়াদ। ও সম্প্রতি এই চুক্তি নবীকরণ করেছে। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা বেশ কঠিন।''

মাত্র ২৮ বছর বয়সে প্রয়াত হিমাচলের পেসার সিদ্ধার্থ শর্মা

গুজরাট, ১৪ জানুয়ারিঃ তেইশের শুরুতে ক্রীড়া জগতে ফের শোকের ছায়া। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই প্রয়াত হলেন হিমাচল প্রদেশের পেসার সিদ্ধার্থ শর্মা। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে বদোদরার এক বেসরকারি হাসপাতালের বেডে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন সিদ্ধার্থ। অবশেষে বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারি) হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সিদ্ধার্থ। উনাতে জন্মগ্রহণ করা সিদ্ধার্থ রঞ্জি ট্রফির চলতি মরসুমেও খেলেছিলেন। গত দুই সপ্তাহ ধরে, তিনি ভেন্টিলেশনে ছিলেন। জানা গিয়েছে, সিদ্ধার্থের বেশ কয়েকটি অঙ্গ বিকল হয়ে গিয়েছিল। ভেন্টিলেশনে থাকার পরও শেষরক্ষা হল না সিদ্ধার্থের। বদোদরার বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চণ্ডীগড়ে এয়ারলিফ্ট করে আনা হয় সিদ্ধার্থর দেহ, এর পর তাঁর শহর উনাতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে হিমাচল প্রদেশের হয়ে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলতে ইডেনে এসেছিলেন সিদ্ধার্থ। ওই ম্যাচেও পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে বাংলার বিরুদ্ধে ইডেনেই তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল। চলতি রঞ্জি ট্রফিতে বরোদার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন সিদ্ধার্থ। এরপরই বদোদরার এক হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এবং আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বর্তমান চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল বলেন, ''এটা দুর্ভাগ্যজনক। ও সুস্থই ছিল, এবং রঞ্জি ট্রফির প্রথম দুটো ম্যাচেও খেলেছিল। বরোদার বিপক্ষে খেলার আগে ও অসুস্থ বোধ করে এবং আমরা ওকে হাসপাতালে ভর্তি করি। কিছু পরীক্ষার পর দেখা যায়, ওর শরীরে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেশি। ওর কিডনি এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চিকিৎসকরা সবটা দিয়ে চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি।'' হিমাচলের তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং। সিদ্ধার্থের প্রয়াণের খবর শুনে ভারতের তারকা ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন টুইটারে শোকজ্ঞাপন করেছেন। তিনি লেখেন, 'এটা ভয়ঙ্কর। আশা করি প্রতিটি রাজ্য অ্যাসোসিয়েশন বয়সভিত্তিক ক্রিকেটারদের জন্য পর্যায়ক্রমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে। অনেক ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে এবং বেশিরভাগ ক্রিকেটাররা সারা বছরই এতে ব্যস্ত থাকেন। সিদ্ধার্থের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।'

উসেইন বোল্টের অ্যাকাউন্ট থেকে বিশাল অর্থ উধাও!

কিংস্টন, ১৪ জানুয়ারিঃ সোনালি সময়। উসেইন বোল্ট ট্র্যাকে নামলে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে যেত বিশ্ব। নজর থাকত তাঁর দিকেই। সর্বদা শিরোনামে থাকতেন তাঁর পারফরম্যান্সের জন্য। সেই উসেইন বোল্টের জীবনে হঠাৎই বড় ধাক্কা। বর্ণময় কেরিয়ারে বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন নানান মুহূর্ত। বিদ্যুৎ মানব, বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম রানার। অলিম্পিকে আট বার চ্যাম্পিয়ন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক। সম্মান, পদক, গ্ল্যামারাস মুহূর্ত। এর পাশাপাশি আয়ের পরিমাণও কম নয়। বিশ্বের অন্যতম ধনী অ্যাথলিট উসেইন বোল্ট। ২০১৭ সালে অবসর নেন এই রানার। তাঁর জীবনেই এমন ঘটনা ঘটবে, যেন অপ্রত্যাশিত। উসেইন বোল্টের অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার উধাও হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। একটি বিনিয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে জামাইকার সংস্থা। উসেইন বোল্টের ম্যানেজার নাগেন্ট ওয়াকার জামাইকার সংবাদপত্র দ্য গ্লিনারকে জানিয়েছেন-জমাইকার ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন এবং ফিনান্সিয়াল সার্ভিস কমিশন এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্টকস অ্যান্ড সিকিউরিটিস লিমিটেড (এসএসএল) নামের একটি বিনিয়োগকারী সংস্থায় এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। আরও জানানো হয়েছে, এসএসএলের তরফে বিষয়টি পুলিশের নজরেও আনা হয়েছে। সদ্যই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে বিশাল অঙ্ক উধাও হওয়ার বিষয়টি নজরে এসেছে উসেইন বোল্টের। তাঁর ম্যানেজার আরও বলেছেন, ''ঘটনার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।'' ঠিক কত অঙ্কের অর্থ উধাও হয়েছে, তদন্তের স্বার্থেই তা জানানো হচ্ছে না বলে মন্তব্য উসেইন বোল্টের ম্যানেজারের। নাগেন্ট ওয়াকার বলছেন, ''দশ বছরের বেশি সময় ধরে মাথা উঁচু করে রয়েছেন উসেইন। ওর পুরো পোর্টফোলিও দেখা হচ্ছে।'' তাদের তরফে উধাও হয়ে যাওয়া অর্থের অঙ্ক সামনে আনা হলেও, পরিমাণ অনেকটাই বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে অবসর নেন বোল্ট। স্পনসরশিপ, প্রাইজ মানি আরও নানা ভাবে ২০১৬ সালেই তাঁর উপার্জন ছিল প্রায় ৩৩ মিলিয়ন ডলার। বিশ্বের ধনী অ্যাথলিটদের মধ্যে অন্যতম উসেইন বোল্ট।

রিয়ালকে 'সেরা মেনে' শিরোপার ছক জাভির

রিয়াল বেতিসের কঠিন চ্যালেঞ্জ জয়ের পর সামনে এবার শিরোপার লড়াই। সেখানে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী রিয়াল মাদ্রিদ। যাদের বিপক্ষে সবশেষ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের বিপক্ষে সুপার কাপের ফাইনালের আগে দারুণ আত্মবিশ্বাসী জাভি হার্নান্দেজ। বার্সেলোনা কোচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, এমন ফাইনালই চেয়েছিলেন তিনি।

রিয়াধ, ১৪ জানুয়ারিঃ স্প্যানিশ সুপার কাপে রেকর্ড ১৩ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বার্সেলোনা। কিন্তু চার দলের নতুন ফরম্যাট চালুর পর থেকে একবারও জিততে পারেনি তারা। ফাইনালে পা রাখার পর সেই অপূর্ণতা এবার ঘোচানোর স্বপ্ন দেখছেন জাভি। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে বৃহস্পতিবার রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে নির্ধারিত সময় ১-১ ও অতিরিক্ত সময় ২-২ সমতায় শেষের পর টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে জিতে নেয় বার্সেলোনা। কিং ফাহাদ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে রবের্ত লেভানডফস্কির গোলে বার্সেলোনা এগিয়ে যাওয়ার পর সমতা টানেন নাবিল ফেকির। এরপর অতিরিক্ত সময়ে আনসু ফাতির দুর্দান্ত ভলিতে ফের এগিয়ে যায় কাতালান ক্লাবটি। পরে বেতিসের লরেন মোরনের দর্শনীয় ব্যাকহিলে ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। পরের অংশের নায়ক গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে

টের স্টেগেন। টাইব্রেকারে দুটি শট ঠেকিয়ে বার্সেলোনাকে ফাইনালে তোলেন তিনি। গত অক্টোবরে মরসুমের প্রথম ক্লাসিকোয় রিয়ালের মাঠে হেরেছিল বার্সেলোনা। লা লিগার ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছিল মাদ্রিদের দলটি। তাদের বিপক্ষেই আগামী রবিবার শিরোপার লড়াইয়ে নামবে জাভির দল। রোমাঞ্চকর সেমি-ফাইনাল জয়ের পর ফাইনাল প্রসঙ্গে জাভি বললেন, ''লক্ষ্য এখন একটাই। এটাই কাঙ্ক্ষিত ফাইনাল এবং আমরা এখন শিরোপার লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। আমি সবসময় সেরাদের বিপক্ষে খেলতে চাই এবং তাদের হারাতে চাই। লড়াইটা ট্রফির এবং এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও (এটির ফলাফল) মরসুমকে বদলে দেবে না। তবে এই ট্রফি জিততে পারলে আমরা মরসুমের বাকি পথচলায় আত্মবিশ্বাস পাব এবং খুশি মনে এগিয়ে যাব। সামনে যাই হোক না কেন, আমরা মরসুমের বাকি তিন শিরোপার জন্য লড়ে যাব।'' চার দলের নতুন আঙ্গিকে এবারের আগে তিনটি আসর বসেছে স্প্যানিশ সুপার কাপের। রিয়াল গতবারসহ দুটি ও আথলেতিক বিলবাও একবার জিতেছে। এবার জিতলে প্রতিযোগিতাটিতে রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার পাশে বসবে রিয়াল। মরসুমের প্রথমভাগ গতবারের মতো এবারও যাচ্ছেতাই কেটেছে বার্সেলোনার। লা লিগায় পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভীষণ ভুগেছে তারা। ৬ ম্যাচের মাত্র ২টিতে জিতে ছিটকে গেছে ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতাটির গ্রুপ পর্ব থেকে। টানা দ্বিতীয়বারের মতো তারা এবারও নেমে গেছে ইউরোপা লিগে। তবে লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে তারা, আর কোপা দেল রেতে উঠেছে শেষ ষোলোয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501